বলরামদাস।

জীবনী ও টীকা সমেত।

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন
কালিকা-যন্ত্রে
চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

DEDICATION.

This volume of the poems o

ngali bard "BALARAM

DEDICATED, *by kind permissi*

the Honourable CHARLES EDW

BUCKLAND, *B. A., C. S., C. I. E, as*

a tribute of admiratio

and

gratitude

by

MEHERPORE
21st September
1899. } **Ramani M ant Mall**

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
শ্রীগৌরচন্দ্র	...	...	১
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র	...	..	৩২
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র	...	...	৩৮
নন্দোৎসব	...	...	৪০
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা	...	...	৪১
গোষ্ঠলীলা	...	...	৪৪
উত্তর গোষ্ঠ	...	...	৫৪
কালীয় দমন	...	...	৫৮
শ্রীরাধিকার রূপ	...	..	৫৯
নায়িকার পূর্ব্বরাগ	...	...	৬৯
নায়কের পূর্ব্বরাগ	...	...	৭৭
শ্রীরাধিকার স্বয়ং দৌত্য	...	...	৮১
অভিসার	...	...	৮২
রসোদ্গার	...	...	৯১
অনুরাগ শিব			৯৯
[illegible]			১০০

সূচীপত্র।

Presented to E. W. Collin Esq. with the Editor's best regards.
Meherpore
13/10/03

বিজ্ঞাপন।

বলরাম দাস প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়াছিল কিন্তু সাংসারিক কোন কার্য্যানুবোধে বিলম্বে প্রকাশিত হইল। পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, পদামৃত সমুদ্র, গীত চিন্তামণি, গীতরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত পদ বাদে ৪৩টি অপ্রকাশিত পদ এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত ৪৩টি পদ মধ্যে লীলা সমুদ্র, পদ সমুদ্র, পদার্ণব সারা- গীতকল্পতরু প্রভৃতি সুপ্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ হইতে বং সহোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ব- হাশয়ের নিকট হইতে অপর ৩টি সংগৃহীত। উক্ত মহাশয়ের লিখিত বলরাম দাসের জীবনী হইতেও থেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। তত্বনিধি মহাশয়ের নিকট চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। লরাম দাস বৈদ্যকুলের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন; আজ আমি জাতীর জীবনী ও মধুর পদাবলী প্রকাশিত করিয়া ধন্য ইলাম।

মেহেরপুর
৪ আশ্বিন ১৩০৬। } শ্রীরমণীমোহন মল্লিক।

জীবনী।

অন্যান্য কবিদিগের জীবনী কষ্টে সংগ্রহ করিতে হয়
ন্তু বলরাম দাস সৌভাগ্যক্রমে সে কষ্ট দেন নাই। তিনি
রং আরও বহুতর পদকর্ত্তার জীবনী তাঁহার রচিত প্রেম
বিলাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি আত্ম-পরিচয়
দিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই। এই আত্ম-পরিচয় পাঠ
করিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটে না সত্য কিন্তু যাহা জানিতে
পারা যায় তাহাতে মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দেওয়া যাইতে
রে। আত্ম-পরিচয় এই—

"মাতা সৌদামিনী, পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক।
পিতা মাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখিনু চমৎকার॥
জাহ্নবী ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই।
খড়দহে [illegible] লহ মোর ঠাঁই॥
[illegible] কৈনু আগমন।
[illegible] কৃপার ভাজন॥

বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে ...ার ছিলা।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা॥
নিজ পরিচয় আমি করিলু প্রচার।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে কোটি নমস্কার॥

প্রেমবিলাস।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে বলরাম দাস, জাতীতে বৈ
ছিলেন এবং ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম এবং মাতা
নাম সৌদামিনী ছিল। ইঁহার নিবাস শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ড
বর্দ্ধমান জেলার অধীন কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত এবং
কাটোয়া হইতে শ্রীখণ্ড দুই ক্রোশ ব্যবধান। শ্রীখণ্ডে অদ্যাপি
অনেক বৈদ্যের বাস আছে এবং সকলেই পরম বৈষ্ণব।
ঠাকুর নরহরির পাঠ এই শ্রীখণ্ডে।

বলরাম দাসের জন্মের তারিখ, মাস বা সন নিরূ
করিবার উপায় নাই, কারণ প্রেমবিলাস গ্রন্থে সে উল্লে
নাই। অন্য কোন গ্রন্থেও কোন প্রকার আভাস প
যায় না। বলরাম দাস শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পত্নী
জাহ্নবী দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং
...মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম
সাময়িক ছিলেন।

বলরাম দাস যে পিতা মাতার ...মাত্র সন্তান ছিলেন
তাঁহার পরিচয় তিনি নিজেই দি... জানিতে
পারা গিয়াছে যে তাঁহার বাল...

পরলোক গমন করায় তিনি নিরাশ্রয় অবস্থায় কালযাপন করিয়াছিলেন।

এই প্রকার নিরাশ্রয় অবস্থায় কালাতিপাত করিবার কালে, রাত্রি যোগে বলরাম দাস এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন, জাহ্নবী দেবী স্বয়ং সম্মুখে যেন আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন ...ন চিন্তা করিও না, খড়দহে আসিয়া আমার নিকট ...ন্ত্র গ্রহণ কর, সকল বিপদ দূরে যাইবে।" ঐ স্বপ্ন দেখিয়া ...নি খড়দহে উপস্থিত হইলেন এবং জাহ্নবী দেবীর নিকট ...ন্ত্র গ্রহণ করিলেন। জাহ্নবী দেবী বলরাম দাসকে "নিত্যানন্দ দাস" নাম প্রদান করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দুই স্ত্রী বসুদা ও জাহ্নবী। জাহ্নবী দেবীই শিষ্যাদি করি-...ন। কবি বলরাম তাঁহারই শিষ্য, সুতরাং তিনি নিত্যা-... পরিবার এবং তদীয় অনুগত ভক্ত। এই জন্যই ...ত্যানন্দ শাখায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

জাহ্নবী দেবীর নিকট হইতে বলরামের দীক্ষিত হওয়ার ...প্রমাণ নিম্নের পদে পুনরপি পাওয়া যায়।

"মোর দীক্ষা গুরু হয় জাহ্নবী ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি॥"

(প্রেমবিলাস।

বলরাম বিবাহ করিয়াছিলেন কি না বা তাঁহার সন্তানাদি হইয়াছিল কি না তাহা ঠিক বলা যায় না তবে নিম্নের পদে আভাষ পাওয়া যায় যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং

সন্তানও হইয়াছিল। বলরাম দাসের বংশ শ্রীখণ্ডে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন সে হাতে গলে,

পুত্র কলত্র গৃহ বাস।

২০৩ পৃষ্ঠা।

বলরাম কি অবস্থায় এবং কোন স্থানে দেহ ত্যাগ করি ছিলেন তাহারও কোন নির্ণয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর তারি মাস বা সন সুতরাং জানিবার কোন উপায় নাই।

বলরাম দাস বড়ই অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীনিত নন্দ নাম শুনিবামাত্র তাঁহার উন্মাদ দশা প্রাপ্তী হইত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের একাদশ পরিচ্ছেদে ইহার উ আছে।

"বলরাম দাস কৃষ্ণ প্রেম রসাস্বাদী।

নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥"

বৈষ্ণব বন্দনায় যাহা লিখিত আছে তাহাও কম প্রমাণ নহে।

"সঙ্গীত কারক বন্দো বলরাম দাস।

নিত্যানন্দ চন্দ্রে যার অত্যন্ত বিশ্বাস॥"

বলরাম দাস তাঁহার রচিত শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র সম্বন্ধীয় পদেও উহাসপ্রমাণ করিয়াছেন। পদগুলি এখানে আর [illegible] করিলাম না।

তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে খেতরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিগ্রহ স্থাপনোৎসব হয়। এই উৎসবে তৎকালীন অনেক পার্শদ ভক্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তি-রত্নাকরের দশম তরঙ্গে, জাহ্নবী দেবীর সহিত যে যে ভক্ত খেতরী গমন করেন, তাহাতে নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত ভক্তগণের নামের সহিত বলরাম দাসের নামও পাওয়া যায়।

"মুরারী চৈতন্য জ্ঞানদাস মহীধর।
পরমেশ্বরী দাস, বলরাম বিজ্ঞবর॥"

প্রেম বিলাসেও (১৯ বি) খেতরীর উৎসব বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার (বলরাম দাস) জাহ্নবী দেবীসহ ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, এই জন্যই অপরাপর ভক্তগণের নামের সহিত তিনি নিজ নাম লেখেন নাই; তবে উপস্থিত ছিলেন স্বীকার করিয়াছেন।

বলরাম যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্যই তাঁহাকে "বিজ্ঞবর" সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রেম বিলাস গ্রন্থ তাঁহার বিরচিত। প্রেম বিলাসে সকল মহাজনেরই জীবন চরিত লিখিত হইয়াছে। সমুদায় মহাজনের জীবন চরিত অবগত হইয়া লিপিবদ্ধ করা তাঁহার কম পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নহে। উক্ত গ্রন্থ ব্যতীত বীরচন্দ্র চরিত নামক আর এক খানি গ্রন্থ বলরাম দাসের রচিত ইহা প্রেম বিলাসে লিখিত আছে কিন্তু ঐ গ্রন্থ কোথাও আছে কি না জানা যায় না;

বলরাম কম বেশী ২৫০ পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন ইহা অনুমান করা যায়। পদগুলি পাণ্ডিত্যে ও মধুরতায় পরিপূর্ণ। ইচ্ছা হয় সমুদায় পদ এখানে উদ্ধৃত করি। একটি মাত্র পদ এখানে না উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।"

১৯৭ পৃষ্ঠা।

বলরাম দাস শুদ্ধ যে ভক্ত, গ্রন্থ কর্ত্তা ও কবি ছিলেন তাহা নহে তাঁহার সঙ্গীত বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ছিল। বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—

"সঙ্গীত কারক বন্দো বলরাম দাস"

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক।

—

বলরামদাস।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

করুণ।

গোলোকের নাথ হৈয়া, দেশে দেশে ভরমিয়া,
পাত্রাপাত্র না কৈলা বিচার।
অযাচিত প্রেমধন, দান কৈলা জনে জন,
জগতেরে করল উদ্ধার॥
গোরা গোসাঞি করুণাসাগর অবতার।
কেবল আনন্দ ধাম, দিয়া হরেকৃষ্ণ নাম,
পতিতেরে করল নিস্তার॥ ধ্রু।
অধম দুর্গত দেখি, হৈয়া সকরুণ আঁখি,
মরি মরি বলি করে কোলে।
হিয়ার উপরে তুলি, লোটায় ধরণী ধূলি,
নদী বহে নয়ানের জলে॥

১। হৈয়া—হইয়া। ভরমিয়া—ভ্রমণ করিয়া।
২। কৈলা—করিল। ৪। করল—করিল।
১১। নয়ানের—নয়নের।

তৃণ ধরি দুই করে, কাতর হৈয়া উচ্চস্বরে,
হরি বোল বলি পহুঁ কান্দে।
প্রেমানন্দে অচেতন, কান্দে সব, বলরাম
এড়াইল হেন ফান্দে॥ *

কামোদ।

দেখ দেখ অপরূপ গৌর চরিত।
সো গোকুল পতি, অব পরকাশল,
পুন কিয়ে বামন রীত॥ ধ্রু।
নিরখি প্রতাপ, প্রতাপরুদ্র বলি,
তনু মন সরবস দেল।
জগাই মাধাই, আদি অসুরগণে,
চরণ প্রবলে নিজ কেল॥
যছু পথ সহ, অদ্বৈত ভগীরথ,
ভকত গঙ্গ পরবাহ।

২। পহুঁ—প্রভু। কান্দে—কাঁদে। ৪। ফান্দে—ফাঁদে।
৬। সো—সেই। অব—এক্ষণে। পরকাশল—প্রকাশ হইল।
৭। কিয়ে—কি। বামন—বিষ্ণুর বামনাবতার।
রীত—রীতি; ন্যায়। ৯। সরবস—সর্ব্বস্ব।
দেল—দিল। ১১। কেল—করিল।
১২। যছু—যাহার, যে। ১৩। গঙ্গ—গঙ্গা।
পরবাহ—প্রবাহ। লীলাসমুদ্র।—হস্তলিখিত
সুপ্রাচীন গ্রন্থ।

নিত্যানন্দ, গিরিশ দেই আনল,
রাম হিমাচল মাহ॥
যছু অবগাহনে, অখিল ভকতগণে,
বিলসই প্রেম আনন্দ।
পামর পতিত, পরম দয়া পায়ল,
বঞ্চিত বলরাম মন্দ॥

রামকেলি।

গৌরসুন্দর পহুঁ, নদীয়া উদয় করি,
ভুবন ভরিয়া প্রেম দান।
পামর পাষণ্ড আদি, দীন হীন ক্ষীণ জাতি,
উদ্ধারিল দিয়া হরিনাম॥
ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ শুনিতে পরাণ কান্দে।
অগেয়ান যত জন, দেখিয়া অথির মন,
হরি বোল বলি মন বান্ধে॥ ধ্রু।
গদাধর দেখি কান্দে, পহুঁ থির নাহি বান্ধে,
করে ধরি স্বরূপ রামানন্দ।
পহুঁ মোর শ্রীপাদ বলি, লোটায় ধরণী ধূলি,
কোলে করি কান্দে নিত্যানন্দ॥

১। দেই—দিয়া। আনল—আনিল। ২। মাহ—মধ্যে।
৪। বিলসই—বিলাস করে; উপভোগ করে। ৫। পায়ল—পাইল।
১। পহুঁ—প্রভু। ১১। কান্দে—কাঁদে। ১২। অগেয়ান—অজ্ঞ
অথির—অস্থির।
১৩। বান্ধে—বাঁধে। ১৪। থির—স্থির।

অন্ধ বধির যত, গোরা গুণে উনমত,
দিগ বিদিগ নাহি জানে।
ভাব ভরে গর গর, না চিনে আপন পর,
নিস্তার করয়ে জনে জনে ॥
বাহু তুলি হরি বোলে, পতিত লইয়া কোলে,
গোরা প্রেমে জগজন ভাসে।
উত্তম অধম যত, তারা হৈল ভাগবত,
বঞ্চিত বলরাম দাসে ॥

বরাড়ী।

আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে।
অরুণ অম্বর খসে তাহা না সম্বরে ॥
নাহি দিগবিদিগ নাহি নিজ পর।
ধরিয়া ধরিয়া কান্দে পতিত পামর ॥
শ্রীপাদ বলিয়া পহুঁ কান্দে উচ্চস্বরে।
কত শত ধারা বহে নয়ান কমলে ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া পহুঁ মাগে পদধূলি।
ভূমে পড়ি কান্দে নিতাই ভায়্যা ভায়্যা বলি ॥

১। উনমত—উন্মত্ত। ৪। করয়ে—করে। ৭। হৈল—হইল।
৯। পাসরে—ভুলিয়া যায়। ১০। সম্বরে—সম্বরণ করে।
অম্বর—বস্ত্র। ১৩। পহুঁ—প্রভু।
পাঠান্তর—"ভূমে পড়ি কান্দে নিতাই ভাইয়া ভাইয়া বলি।"—
গীতকল্পতরু।

প্রিয় গদাধর কান্দে রায় রামানন্দে।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ মুখ থির নাহি বান্ধে ॥
কান্দে বাসু শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি।
আনন্দে চলয়ে যত বাল বৃদ্ধ নারী ॥
হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি।
ভুবন মগন সুখে কান্দে পশু পাখী ॥
অন্ধ বধির জড় সবে আনন্দিত।
বলরামদাস সবে এ রসে বঞ্চিত ॥

সুহই।

বরণ আশ্রম, কিঞ্চন অকিঞ্চন,
কারো কোন দোষ নাহি মানে।
শিব বিরিঞ্চির, অগোচর প্রেমধন,
যাচিয়া বিলায় জগ জনে ॥
করুণার সাগর, গৌর অবতার,
নিছনি লইয়া মরি।
কে জানে কিবা গুণ, কিবা সে মাধুরী,
প্রাণ কান্দে পাসরিতে নারি ॥

১। থির—স্থির। ৭। গীতকল্পতরুতে "সভে" পাঠ আছে।
৯। বরণ—বর্ণ। কিঞ্চন—ধনবান। অকিঞ্চন—দীন, দরিদ্র।
১০। কারো—কাহারও। ১১। বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা। ১২। জগ—জগৎ
১৪। নিছনি—বালাই। ১৬। পাসরিতে—ভুলিতে।
নারি—পারি না।

পামর পাষণ্ড আদি, দীন হীন খল জাতি,
গুণ শুনি কান্দে জগজন।
অগেয়ান পশু পাখী, তারা কান্দে ঝরে আঁখি,
কি দিয়া বান্ধিল সভার মন॥
রাজা ছাড়ে রাজ্যভোগ, যোগী ছাড়ে ধ্যান যোগ,
জ্ঞানী কান্দে ছাড়ি জ্ঞানরস।
কেবল বলরামের হিয়া, গড়িল পাষাণ দিয়া,
হেন রস না কৈল পরশ॥

শ্রীরাগ।

হরি হরি এ বড় বিস্ময় লাগে মনে।
জিনি নব জলধর, পূর্ব্বে যার কলেবর,
এবে সে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে॥ ধ্রু।
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা বেড়া, মনোহর যার চূড়া,
সে মস্তকে কেশ শূন্য দেখি।
যার বাঁকা চাহনিতে, মোহে রাধিকার চিতে,
এবে প্রেমে ছল ছল আঁখি॥
সদা গোপ গোপীসঙ্গে, বিলসয়ে রস রঙ্গে,
এবে নারী নাম না শুনয়ে।

৩। অগেয়ান—অজ্ঞান। ৪। সভার—সকলের।
১০। জিনি—জয় করিয়া। ১১। ভেল—হইল। কেনে—কেন।
১২। শিখিপুচ্ছ—ময়ূরপুচ্ছ। গুঞ্জা—শ্বেতবর্ণ কুঁচ।
। মোহে—মোহিত করে। চিতে—চিত্তে। ১৫। এবে—এখন।

ভুজযুগে বংশী ধরি, আকর্ষয়ে ব্রজনারী,
সেই ভুজে দণ্ড কেনে লয়ে॥
পিয়ল পাটের ধটি, শোভা করে যার কটি,
তাহে কেনে অরুণ বসন।
না পাইয়া ভাবের ওর, বলরামদাস ভোর,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মন॥

সিন্ধুড়া।

রূপ-কোটি কাম জিনি, বিদগধ শিরোমণি,
গোলোকে বিহরে কুতূহলে।
ব্রজরাজ নন্দন, গোপিকার প্রাণধন,
কি লাগি লোটায় ভূমিতলে॥
হরি হরি কি শেল রহল মোর বুকে।
কি লাগি রসিকরাজ, কান্দে সঙ্কীর্ত্তন মাঝ,
না বুঝিয়া মনু মনোদুখে॥
সঙ্গে বিলসই যার, রাধা চন্দ্রাবলী আর,
কত শত বরজ কিশোরী।
এবে পহুঁ বুকে বুক, না দেখে নারীর মুখ,
কি লাগি সন্ন্যাসী দণ্ডধারী॥

৩। পিয়ল—পিঙল—পিঙ্গল। ৫। ওর—শেষ।
৭। বিদগধ—বিদগ্ধ; রসিক। ৮। বিহরে—বিহার করে
১১। রহল—রহিল। ১২। লাগি—জন্য। ১৩। মনু—মরিনু
১৪। বিলসই—বিলাস করে। ১৫। বরজ—ব্রজ।

ছাড়ি নাগরালি বেশ, ভ্রমে পহুঁ দেশে দেশ,
পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে।
চিন্তামণি নিজগুণে, উদ্ধারিলা জগজনে,
বলরামদাস রহু দূরে॥

সুহই।

হরি হরি গোরা কেনে কান্দে।
না জানি ঠেকিলা গোরা কার প্রেম ফান্দে॥
তেজিয়া কালিন্দী তীর কদম্ব বিলাস।
এবে সিন্ধুতীরে কেনে কিবা অভিলাষ॥
যে করিল শত কোটি গোপীসঙ্গে রাস।
এবে সে কান্দয়ে কেনে করিয়া সন্ন্যাস॥
যে আঁখি ভঙ্গীতে কত অনঙ্গ মুরুছে।
এবে কত জলধারা বাহিয়া পড়িছে॥
যে মোহন চূড়া ছান্দে জগত মোহিত।
সে মস্তক কেশ শূন্য অতি বিপরীত॥

১। ভ্রমে—ভ্রমণ করে। ৪। রহু—রহিল।
৫। কেনে—কেন। কান্দে—কাঁদে।
৬। জানি না গোরা কাহার প্রেম ফাঁদে ঠেকিল।
৭। তেজিয়া—ত্যাগ করিয়া। কালিন্দী—যমুনা।
৮। এবে—এখন। সিন্ধুতীরে—সিন্ধু নদতীরে।
১১। মুরুছে—মূর্চ্ছা যায়।
১২। গীতকল্পতরুতে "জলধারা" স্থলে "শতধারা" পাঠ আছে।
। ছান্দে—ছাঁদে।

পীতবাস ছাড়ি কেন অরুণ বসন।
কালারূপ ছাড়ি কেনে গৌরবরণ॥
কহে বলরামদাস না জানি কারণ।
তাহার কারণ কিবা যাহার বরণ॥

ভাটিয়ারী।

যত যত অবতার সার।
ঘুষিতে রহিল আমার গোরা অবতার॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ কৃষ্ণ প্রেম নাম ধন।
আচণ্ডালে দিয়া পহুঁ ভরিলা ভুবন॥
ম্লেচ্ছ পাষণ্ড আদি প্রেমের বন্যায়।
ডুবিয়া সকল লোক হাসে নাচে গায়॥
পশু পক্ষ ব্যাঘ্র মৃগী জলচরগণে।
হাসে কান্দে নাচে গায় করয়ে কীর্ত্তনে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ডুবিয়া গেল প্রেমে।
বঞ্চিত হইল একা দাস বলরামে॥

শ্রীরাগ।

বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার॥

৬। ঘুষিতে—ঘোষণা করিতে।

১৩। পাঠান্তর—"স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ডুবিল গোরা প্রেমে।"—গী, ক, ক

। বিলাওল—বিলাইল।

বড় অপরূপ গোরাচান্দের লীলা।
রাজা হৈয়া কান্ধে করে বৈষ্ণবের দোলা॥
হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারী॥
সর্ব্ব লোক ছাড়ে যারে অপরশ বলি।
দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম॥

তুড়ি।

সর্ব্ব অবতার সার গোরা অবতার।
এমন করুণা কভু না দেখিয়ে আর॥
দীন হীন অধম পতিত জনে জনে।
যাচিয়া যাচিয়া প্রভু দিলা প্রেমধনে॥
এমন দয়ালু নিধি যেবা না ভজিল।
আপনার হাতে তুলি গরল খাইল॥

১। পাঠান্তর—"বড় অপরূপ ভাই গোরাচাঁদের লীলা।"—গীতরত্নাবলী।
বিভিন্ন পাঠ—"বড় অপরূপ চৈতন্যচান্দের লীলা।"—লীলাসমুদ্র।
২। কান্ধে—স্কন্ধে। ৩। পাঠান্তর—"উপমা" স্থলে "ত[illegible]না"—
গী, র, ব।
বৌহারী—বধূ। ৫। অপরশ—অস্পৃশ্য; স্পর্শের অযোগ্য।
[illegible]বনেহ—যবনেও। ১৪। গরল—বিষ।

যে জন বঞ্চিত হৈল হেন অবতারে।
কোটি কলপে তার নাহিক উদ্ধারে॥
মুঞি সে অধম হেন প্রভু না ভজিয়া।
কহে বলরাম এবে মরিনু পুড়িয়া॥

কামোদ।

নবদ্বীপ গগনে উয়ল দিন রাতি।
ঘনরসে সিঁচল স্থলচর জাতি॥
দেখ দেখ গৌর জলদ অবতার।
বরিখয়ে প্রেম-অমিয়া অনিবার॥
তবধরি জগভরি দুরদিন ডোর।
হরিরসে ডগমগ জগজনে ভোর॥
নাচত উনমত ভকত ময়ূর।
অভকত ভেক রোয়ত জলে বূর॥

২। কলপে—কল্পে। ৩। মুঞি—আমি।
৪। এবে—এখন। মরিনু—মরিলাম।
৫। উয়ল—উদয় হইল। ৬। ঘনরস—জল।
সিঁচল—সিঞ্চন করিল। ৭। জলদ—মেঘ।
৮। বরিখয়ে—বর্ষণ করে। প্রেম-অমিয়া—প্রেমামৃত।
শ্রীগৌরাঙ্গকে মেঘের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।
৯। তবধরি—তদবধি। জগভরি—জগৎ ভরিয়া। ডোর—ডোল।
১১। এখানে ভক্তগণকে ময়ূরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।
নাচত—নাচিতেছে। উনমত—উন্মত্ত।
১২। অভকত—অভক্ত। রোয়ত—কাঁদিতেছে। বূর—নিমগ্ন হ

ভকতি-লতা তিন-ভুবনে বেয়াপ।
উত্তম অধম প্রেম ফল পাব॥
কীর্ত্তন কুলিশ যোগ বনজারি।
জ্ঞান সেও ঘন গরজে বিদারি॥
চিত বিল নিকষিল করম ভুজঙ্গ।
নিরমল কলি-মদ-দহন তরঙ্গ॥
তাপিত চাতক তিরপিত ভেল।
দশদিশ সবহুঁ নদী বহি গেল॥
ডুবল অবনী কাহোঁ নাহি ঠাম।
সংসার বাচলে রহু বলরাম॥

শ্রীরাগ।

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে।
ভাব ভরে গর গর আঁখি নাহি মেলে॥

১। বেয়াপ—ব্যাপিত। ৩। কুলিশ—বজ্র। বনজারি—বন উজ্জ্বল ক

৪। গরজে—গর্জ্জন করে। বিদারি—বিদীর্ণ করে।

৫। নিকষিল—পরিত্যাগ করিল।

৬। "নিরমল" স্থলে "বিবসল" পাঠ—গী, ক, ত।

৭। তিরপিত—তৃপ্ত। ভেল—হইল।

৮। দশদিশ—দশ দিক। সবহুঁ—সব।

৯। কাহোঁ—কাহারও; কোথায়ও। নাহি—নাই। ঠাম—স্থ
গীতকল্পতরুতে "কাহু" পাঠ আছে।

১০। বাচলে রহু—বাঁচিয়া থাকিল।

১১। আবেশ—আসক্তি; অভিনিবেশ।
লীলা সমুদ্রে "গর গর" স্থলে "গদগদ" পাঠ আছে।

নাচে পহুঁ রসিক সুজান।
যার গুণে দরবয়ে দারু পাষাণ ॥ ধ্রু ॥
পূরব চরিত যত পিরীতি কাহিনী।
শুনি পহুঁ মুরুছিত লোটায় ধরণী ॥
পতিত হেরিয়া কান্দে নাহি বান্ধে থির।
কত শত ধারা বহে নয়নের নীর ॥
পুলকে মণ্ডিত কিবা ভুজ যুগ তুলি।
লুলিয়া লুলিয়া পড়ে হরি হরি বুলি ॥
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে দুটি আঁখি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে বনের পশু পাখী ॥
যার ভাবে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহ সুখ।
বলরাম দাস সবে একলে বিমুখ ॥

১। পহুঁ—প্রভু। সুজান—সুজন।

২। দরবয়ে—দ্রব হয়। দারু—কাষ্ঠ। "দারুণ" পাঠও আছে।—লী, স।

৩। পূরব—পূর্ব্ব। ৪। মুরুছিত—মূর্চ্ছিত। ৫। কান্দে—কাঁদে। বান্ধে—বাঁধে। থির—স্থির।

৬। লীলা সমুদ্রে "নয়ানক" পাঠ পরিদৃষ্ট হয়।

৭। "কিবা" স্থলে "ছিরি"—লী, স।

৮। পাঠান্তর—"লুটিয়া লুটিয়া পড়ে হরি হরি বলি।"—ঐ।

৯। ঝুরে—অশ্রু মোচন করে।

১২। বিভিন্ন পাঠ—"হেন রসে বলরামদাস বিমুখ।"—ঐ।

কামোদ।

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে।
মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নিজ বৃন্দে॥
শুনিয়া পূরব গুণ উনমত হৈয়া।
কীর্ত্তন আনন্দে পহুঁ পড়ে মূরছিয়া॥
কিয়ে অপরূপ কথা কহনে না যায়।
গোলোক নাথ হৈয়া ধূলায় লোটায়॥
ভাবে গর গর চিত্ত গদাধর দেখি।
কান্দিয়া আকুল পহুঁ ছল ছল আঁখি॥
শ্রীপাদ বলি পহুঁ ধরণী পড়ি কান্দে।
বুঝিয়া মরম কথা কান্দে নিত্যানন্দে॥
দেখিয়া ত্রিবিধ লোক কান্দে গোরারসে।
এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে॥

মঙ্গল।

নাচত গোর সুনাগর মণিয়া।
খঞ্জন গঞ্জন, পদযুগ রঞ্জন,
রণ-রণি মঞ্জীর মঞ্জুল ধনিয়া॥

৩। পূরব—পূর্ব্ব। উনমত—উন্মত্ত। হৈয়া—হইয়া।
৪। পহুঁ—প্রভু। মূরছিয়া—মূর্চ্ছিত হইয়া।
৫। কিয়ে—কি। কহনে—কহিতে। ৮। কান্দিয়া—কাঁদি
৯। কান্দে—কাঁদে। ১২। ভেল—হইল।
১৩। সুনাগর মণি গোর নাচিতেছেন। নাচত—নাচিতেছে।
১৫। মঞ্জীর—নূপুর। মঞ্জুল—মনোজ্ঞ, মধুর। ধনিয়া—ধ্বনি।
ব, নূপুরের মধুর রণরণি ধ্বনি।

সহজই কাঞ্চন, কাঁতি কলেবর,
হেরইতে জগজন মনমোহনিয়া।
তহিঁ কত কোটি, মদন মন মুরুছল,
অরুণ কিরণ অম্বর বনিয়া ॥
ডগমগ দেহ, থেহ নাহি বান্ধই,
দুহুঁ দিঠি মেহ সঘনে বরিখনিয়া।
প্রেমক সায়রে, ভুবন মজায়ই,
লোচন কোণে করুণ নিরখনিয়া ॥
ও রসে ভোর, ওর নাহি পাওই,
পতিত কোরে ধরি ভুবন বিয়াপি।
কহ বলরাম, লম্ফ ঘন হুঙ্কতি,
হেরি পাষণ্ড হৃদয় অতি কাঁপি ॥

১। কাঁতি—কান্তি। একেই তাঁহার স্বর্ণ কান্তি বিশিষ্ট কলেবর।
২। হেরইতে—দেখিতে। মনমোহনীয়া—মনমোহনকারী।
৩। তহিঁ—তাহাতে। মুরুছল—মূর্চ্ছিত হইল।
৪। অম্বর—বস্ত্র। বনিয়া—বনাইয়া।
৫। থেহ—স্থির। স্থির বাঁধে না।
৬। দুটি চক্ষু রূপ মেঘ সঘনে বর্ষণ করিতেছে।
দুহুঁ—দুই। দিঠি—আঁখি। মেহ—মেঘ।
৭। সায়রে—সাগরে। মজায়ই—মজায়।
৮। নিরখনিয়া—পরিদৃষ্ট হয়।
৯। ওর—সীমা। সীমা পায় না।
১০। কোরে—কোলে। বিয়াপি—ব্যাপী।
১১। হুঙ্কতি—হুঙ্কার।

মঙ্গল।

হরি হরি মঙ্গল, ভরিল ক্ষিতি-মণ্ডল,
রসময় রতন পসার।
নিজ গুণ কীর্ত্তন, প্রেম রতন ধন,
অনুখন করু পরচার॥
নাচত নটবর গৌরকিশোর।
অনুখন ভাবে, বিভাবিত অন্তর,
প্রেম সুখের নাহি ওর॥ ধ্রু।
কুন্দন কনয়, বিরাজিত কলেবর,
বিহি সে করল নিরমাণ।
মনমথ মূরুছিত, অঙ্গহি অঙ্গ কত,
রূপ দেখি হরল গেয়ান॥
যাকর ভজন, শিব চতুরানন,
করু মর্ম্ম মরম সন্ধান।
হেন নাম হার, যতন করি গাঁথই,
পতিত জনেরে করে দান॥

৪। অনুক্ষণ প্রচার করেন। ৭। নাহি—নাই। ওর—সীমা।
৮। কুন্দন—খাঁটি। কনয়—সুবর্ণ।
৯। বিহি—বিধি। করল—করিলেন। নিরমাণ—নির্ম্মাণ।
১০। মূরুছিত—মূর্চ্ছিত। ১১। হরল—হরিয়া গেল। গেয়ান—জ্ঞান।
১২। যাকর—যাঁহার। চতুরানন—ব্রহ্মা। ১৩। করু—করেন।
গাঁথই—গাঁথিয়া।

অন্ধকার কূপে, মগন দেখিয়া জীব,
নবদ্বীপে পহুঁ পরকাশ।
প্রেম রতন ধন, জগভরি বিতরণ,
বঞ্চিত বলরামদাস॥

কামোদ।

কলিযুগ মত্ত, মতঙ্গজ মরদনে,
কুমতিকরিণী দূর গেল।
পামর দুরগত নাম মোতিম শত
দাম কণ্ঠ ভরি দেল॥
অপরূপ গৌর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপনগর গিরি কন্দরে
উঅল কেশরী বিরাজ॥
সঙ্কীর্ত্তন ঘন হুঙ্কৃতি শুনইতে
দুরিত দীপগণ ভাগ।

১। মগন—মগ্ন। ২। পহুঁ—প্রভু। পরকাশ—প্রকাশ।
৩। জগভরি—জগৎ ভরিয়া।
৫। মতঙ্গজ—হস্তী; হস্তীশাবক। মরদনে—মর্দ্দনে।
৬। করিণী—হস্তিনী। ৭। দুরগত—দুর্গত; বিপন্ন। মোতিম—মুক্তা।
৮। দাম—অনেক। কণ্ঠ—গলা। ১০। কন্দরে—গুহায়।
১১। উঅল—উদয় হইল। কেশরী—সিংহ। পাঠান্তর—"উয়ল কেশরীরাজ।" গী, ক, ত।
১২। হুঙ্কৃতি—হুঙ্কার। শুনইতে—শুনিতে।
১৩। দুরিত—পাপ। দীপ—জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। ভাগ—পলায়ন।

ভয়ে আকুল অণিমাদি মৃগীকুল
পুনবত গরব তেয়াগ ॥
ত্যাগ যাগ যম তিরিথি বরত শম
শশ জাম্বুকী জরি জাতি।
বলরামদাস কহ অতএ সে জগমাহ
হরি হরি শবদ খেয়াতি ॥

ধানশী।

ভাব ভরে গর গর চিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে না পায় সম্বিত ॥
হরি রসে নাহি বান্ধে থেহ।
সোঙরি সোঙরি কান্দে পূরব সুনেহ ॥

১। অণিমা—ক্ষুদ্র ; ঐশ্বর্য্যশালী।

২। পুরুষবৎ। "পুমবত"—গী, ক, ত।

৩। যাগ—যজ্ঞ। যম—সংযম। তিরিথি—তীর্থ। বরত—ব্রত
শম—শান্তি।

৪। শশ—মৃগ ; খরগোশ। জরী—জীর্ণ।

৫। অতএ—অতএব। জগমাহ—জগৎমধ্যে।

৬। বিভিন্ন পাঠ—"হরিধ্বনি শবদ খেয়াতি।"—গী, ক, ত।
খেয়াতি—খ্যাতি।

৭। গর গর—গদ্ গদ। ৮। সম্বিত—স্থির ; সোয়াস্তি।

৯। পাঠান্তর—"অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ।"—লী, স।
থেহ—স্থৈর্য্য।
পূর্ব্বের স্নেহ স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করে। সুনেহ—স্নেহ।

নাচে পহুঁ গোরা নটরাজ।
কি লাগি গোকুলপতি সঙ্কীর্ত্তন মাঝ॥
প্রিয় গদাধর কর ধরি।
মরম কথাটী কহে ফুকরি ফুকরি॥
ডগমগ আনন্দ হিলোলে।
লোলিয়া লোলিয়া পড়ে পতিতের কোলে॥
গোরা রসে সব রসময়।
না দরবে বলরাম পাষাণ হৃদয়॥

কেদার।

গৌর বরণ, মণি আভরণ,
নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে, ভুবন ভুলল,
চলিল সকল দেশ॥
মলুঁ মলুঁ সোই দেখিয়া গৌর ঠাম।
বধিতে যুবতী, গঢ়ল কো বিহি,
কামের উপরে কাম॥ ধ্রু।

১। পহুঁ—প্রভু। ৪। ফুকরি—ফুকারিয়া। ৫। হিলোলে—হিল্লোলে।
৬। লোলিয়া—ঢলিয়া; লুটিয়া। বিভিন্ন পাঠ—"ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে ভকতের কোলে।"—লী, স।
৭। পাঠান্তর—"ও রসে জগত রসময়।—ঐ।
৬ লাইন-পরে—"নিজ পর কিছুই না জানে।
দীন হীন উত্তম অধম নাহি মানে॥"—লীলাসমুদ্র।
১০। নাটুয়া—নৃত্তকারী; নর্ত্তক।
১৩। মলুঁ—মরিলাম। ১৪। গঢ়ল কো বিহি—কোন্ বিধি গড়িল।

চাঁপা নাগেশ্বর, মল্লিকা সুন্দর,
বিনোদ কেশের সাজ।
ওরূপ দেখিতে, যুবতী উমতি,
ধরল ধৈরজ লাজ ॥
ওরূপ দেখিয়া, নদীয়া নাগরী,
পতি উপেখিয়া কান্দে।
ভালে বলরাম, আপনা নিছিল,
গোরাপদ নখছান্দে ॥

শ্রীরাগ।

কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর।
ওরূপে মুগধ কৈল নদীয়া নগর ॥
বান্ধিয়া চিকণ কেশ দিয়া নানা ফুলে।
রঙ্গণ মালতী যূথী বান্ধুলী বকুলে ॥

১। নাগেশ্বর—ফুল বিশেষ। পাঠান্তর—"মল্লি থরে থর"—
গী, ক, ত এবং পদামৃতসমুদ্র।

৩। উমতি—উন্মত্ত।

৪। বিভিন্ন পাঠ—"হরল ধৈরজ লাজ।"—গী, ক, ত।
"ছাড়ল ধৈরজ লাজ।"—পদামৃতসমুদ্র।

৫। পাঠান্তর—"সে ভঙ্গি দেখিয়া"—ঐ।

৬। উপেখিয়া—উপেক্ষা করিয়া। ৭। নিছিল—সমর্পণ করিল।

৮। গীতকল্পতরু এবং পদামৃতসমুদ্রে "নখচান্দে" পাঠ আছে।

৯। আছিল—ছিল। ১০। মুগধ—মুগ্ধ। কৈল—করিল।

মধুলোভে মধুকর তাহে কত উড়ে।
ওরূপ দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে॥
মণি মুকুতার হার ঝলমল বুকে।
প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুরী চমকে॥
কুঙ্কুমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে।
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা গলে॥
মন্থর চলনি গতি দুদিগে হেলানি।
অমিয়া উথলে কিবা গ্রীবার দোলনি॥
চলিতে মধুর নাদে নূপুর বাজে পায়।
বলরাম দাস বলে নিছনি যাঙ তায়॥

বেলোয়ার।

সহজই কাঞ্চন, কান্তি কলেবর,
হেরইতে জগজন মনমোহনিয়া।
তাহি কত কোটি, মদন মুরুছাওল,
অরুণ কিরণ হুর অম্বর বনিয়া॥
রাই প্রেম ভরে, গমন সুমন্থর,
অন্তর গর গর পড়ই ধরণীয়া।

১০। নিছনি—বালাই। যাঙ—যায়; যাউক। ১১। সহজই—সহজে।
১৩। পাঠান্তর—"তহি কত কোটি, মদন মুরুছাওল, অরুণ কিরণ হুঁ অম্বর বনিয়া।" গীঃ ক, ত। তাহি—তহি—তাহাতে। মুরছাওল—মূর্চ্ছিত হইল। বনিয়া—প্রস্তুত করা; বর্ণ।
১৬। ভাবে গদ গদ হইয়া ধরণীতে পড়েন।

স্বেদ কম্প ঘন, ঘন পুলকাবলি,
ঘন হুহুঙ্কার করত গরজনিয়া ॥
ডগমগ দেহ, থেহ নাহি বান্ধই,
দুহুঁ দিঠি মেহ সঘনে বরিখনিয়া।
ওরসে ভোর, ওর নাহি পায়ই,
পতিত কোরে ধরি লোর সিচনিয়া ॥
হরি হরি বলি, রোই কত বিলপই,
বঞ্চিত বলরাম দিবস রজনীয়া ॥

তুড়ী।

গৌর মনোহর নাগর শেখর।
হেরইতে মূরুছই অসীম কুসুমশর ॥
কাঞ্চন রুচিতর রচিত কলেবর।
মুখ হেরি রোয়ত শরদ-সুধাকর ॥
জিনি মত্ত কুঞ্জর গতি অতি মন্থর।
অধর সুধারস মধুর হসিত ঝর ॥

১। স্বেদ—ঘাম। ২। গরজনিয়া—গর্জ্জন করিয়া। ৩। থেহ—স্থৈর্য্য।
৪। দুটি আঁখি মেঘের সদৃশ সঘনে বর্ষণ করিতেছে।
৫। ওর নাহি পায়ই—সীমা পায় না।
৬। পতিত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে ধরিয়া অশ্রু সিঞ্চন করেন।
৭। রোই—রোদন করেন। বিলপই—বিলাপ করিয়া।
১০। (রূপ) দেখিয়া কন্দর্প মূর্চ্ছিত হয়। ১১। রুচিতর—শোভা বিশিষ্ট।
১২। রোয়ত—কাঁদিতেছে। শরদ—সুধাকর—শরৎকালীয় চন্দ্র।
১৩। কুঞ্জর—হস্তী। ১৪। হসিত—হাস্যযুক্ত।

লোচন খঞ্জন, কাজরে রঞ্জব,
নব কুবলয় দুই কাণে।
সিন্দূর চন্দনে, তিলক বনায়ব,
অলকা করব নিরমাণে॥
তুহুঁ মুখ জ্যোতি, মুকুর দরশায়ব,
দেয়ব সুকর্পূর পানে।
বলরাম দাসক, চির দুখ মিটব,
তুহুঁ হেরব নয়ানে॥

গুর্জ্জরী।

লীলা শুনইতে, শীলা দরবই,
গুণ শুনি মুনি মন ভোর।
ও সুখ সাগরে, জগজন নিমগন,
শ্রবণে পরশ নহে মোর॥
হরি হরি কি শেল রহল মোর চিত।
না শুনিনু শ্রুতি ভরি, নাগর নাগরী,
তুহুঁ জন মধুর চরিত॥ ধ্রু।

১। খঞ্জন নিন্দিত লোচন। কাজল দিয়া রঞ্জিত করিব।
২। কুবলয়—কাণবালা। পদ্মও হইতে পারে।
৩। বনায়ব—প্রস্তুত করিব। ৪। নিরমাণে—নির্ম্মাণ।
৫। পাঠান্তর—"তুহুঁ মুখ জোরি"—লী, স। আরসিতে দেখাই
৬। দেয়ব—দিব। ৮। বিভিন্ন পাঠ—"কব তুহুঁ হেরব নয়ানে
লী, স ও গ্রী, ক, ত। ৯। শুনইতে—শুনিতে। দরবই—দ্রব
হয়। ১৩। "চিত" স্থলে "চিতে"—প, ক, ত।
১৫। "চরিত" স্থলে "চরিতে"—প ক ত।

সোই গোবর্দ্ধন, সোই বৃন্দাবন,
সো নব রসময় কুঞ্জে।
সো যমুনা জল, কেলি কুতূহল,
হত চিত তাহে নাহি রঙ্গে॥
প্রিয় সহচরীগণ, সঙ্গে আলাপন,
খেলন বিবিধ বিলাস।
হৃদয়ে না স্ফুরই, বিকলে সে জীবই,
ধিক ধিক বলরাম দাস॥

সমাপ্ত।

১। সোই—সেই। ২। সো—সেই। ৩। রঙ্গে—সুখ হয়।
স্ফুরই—স্ফুরিত হয়।

নিজ নাম মন্তর জপয়ে নিরন্তর।
ভাবে অবশ তনু গর গর অন্তর॥
হেরি গদাধর মুখ অতি কাতর।
রাই রাই করি পড়ই ধরণীপর॥
লোচন জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর।
মরমে ভরম খর বিষম বিরহ জ্বর॥
অতি রসে গর গর না চিনে আপন পর।
রোয়ত করে ধরি পতিত নীচতর॥
ওরস সাগরে মগন স্বরাস্বর।
বিন্দু না পরশল বলরাম দাস পর॥

বরাড়ী।

পূরবে গোপত কৈলা বরজ সমাজে।
এবে তাঁহা গোঙাইলা সঙ্কীর্ত্তন মাঝে॥
কেন হেন কৈলা গৌরাঙ্গ কেন হেন কৈলা।
কুলবধূ সনে প্রেম তাহা প্রকাশিলা॥ ধ্রু।

৫। বরিখয়ে—বর্ষণ করে।
৭। গীতকল্পতরু এবং লীলা সমুদ্রে "গর গর" পাঠ নাই। "জর জর" আছে। ৮। পাঠান্তর—"রোই কোরে ধরি পতিত নীচতর।"—লী, স।
৯। বিভিন্ন পাঠ—"ও সুখ সায়রে মগন নারী নর।"—ঐ।
১০। পরশল—স্পর্শ করিল।
১১। পূরবে—পূর্ব্বে। গোপত—গুপ্ত।
১২। এখন তিনি সঙ্কীর্ত্তন মাঝে কাটাইলেন।

যত যত প্রিয়জন কহিলা তারে।
যাচিয়া যাচিয়া একে দিলা সভাকারে॥
উত্তম জনারে কহি না পূরল সাধ।
জগভরি গাওয়াইলা নিজ পরিবাদ॥

* * * *

না বুঝল বলরাম করমের দোষে॥ *

সুহই।

পুলক মুকুল ভরু অঙ্গে।
ডগমগ প্রেম তরঙ্গে॥
খেনে উঠে খেনে পুন বৈসে।
জুর জুর রসের আবেশে॥
নাচে গৌরাঙ্গ প্রেম মণি।
দীন হীন কৈল প্রেম ধনী॥
স্বেদ কম্পে তনু নহ থির।
ঘন ঘন গরজে গভীর॥
প্রেম ভরে ঢলি ঢলি চলে।
খেনে রহি হরি হরি বোলে॥
কিয়ে অপরূপ ক্ষিতিতলে।
গোপীপতি পতিতের কোলে॥
প্রেম রসে জগজন ভাসে।
বঞ্চিত বলরাম দাসে॥ †

৪। নিজ অপবাদ কথা জগৎ ভরিয়া গাওয়াইলেন। * লীলাসমুদ্র।
৬। ভরু—ভরা; ভরে। ৮। খেনে—ক্ষণে। † লীলাসমুদ্র।

সিন্ধুড়া।

নটবর রসিক, রমণী মনমোহন,
কত শত বেশ বিলাস।
শ্যামরি বরণ পর, গৌর কলেবর,
অখিল ভুবন পরকাশ॥
দেখ দেখ অদভুত পহুঁক বিলাস।
রঙ্গিণী সঙ্গ, রঙ্গরস রঙ্গিত,
হেনজন করিল সন্ন্যাস॥ ধ্রু।
নায়রি কুচতট, কুঙ্কুম মণ্ডিত,
বসন বেশ ধরু সাধে।
গোরীক থোরি, বদন বিধু চুম্বন,
হৃদয়ে গহন উনমাদে॥
তাকর গাঢ়, আলিঙ্গন সঙ্গম,
পুলকিত অতিশয় সাধে।
মনসিজ সমরে, পরাভব অন্তরে,
তেঁ অতি করয়ে বিষাদে॥

৩। শ্যামরি—শ্যামবর্ণ। ৪। পরকাশ—প্রকাশ।
৫। অদভুত—অদ্ভুত। পহুঁক—প্রভুর। ৮। নায়রি—নাগরী।
৯। ধরু—ধারণ করে। ১০। গোরীক—শ্রীরাধিকার।
থোরি—অল্প। ১২। তাকর—তাঁহার।
১৩। পাঠান্তর—"পুলকিত অতি অবসাদে।"—গী, ক, ত।
১৫। তেঁ—তিনি; তাহাতে।

মরকত বরণ, রতনমণি ভূষণ,
তেজি অব তরুতলে বাস।
লম্পট গুরুবর, কোন সিদ্ধি সাধয়ে,
না বুঝই বলরাম দাস॥

ধানশী।

গোপীগণ কুচ, কুঙ্কুমে রঞ্জিত,
অরুণ বসন শোভে অঙ্গে।
কাঞ্চন নিন্দিত, কান্তি কলেবর,
রাই পরশ রসরঙ্গে॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌর বিলাস।
লাখ যুবতীপতি, যো গুরু লম্পট,
সো অব করল সন্ন্যাস॥ ধ্রু।
যো ব্রজ বধূগণ, দৃঢ় ভুজ বন্ধন,
অবিরত রহত আগোর।
সো তনু পুলকে, পূরিত অব ঢর ঢর,
নয়ানে গলয়ে প্রেম লোর॥
যো নটবর, ঘনশ্যাম কলেবর,
বৃন্দা বিপিন বিহারী।
কহয়ে বলরাম, সর্ব্বর সো অব,
অকিঞ্চন ঘরে ঘরে প্রেম বিথারী॥

২। অব—এখন। ৩। সাধয়ে—সাধন করে। ১০। যো—যে।
১১। সো—সে। ১৩। আগোর—আগলাইয়া। ১৫। লোর—অশ্রুধারা।
১৯। বিথারী—বিতরণ করে; বিস্তার করে।

তুড়ি।

বিহরে আজু রসিক রাজ,
গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ,
কুঞ্জ কেশর পুঞ্জ উজোর,
কনক রুচির কাঁতিয়া।
কোটি কাম রূপ ধাম,
ভুবন মোহন লাবণি ঠাম,
হেরত জগত যুবতী উমতী,
ধৈরজ ধরম তেজিয়া॥
অসীম পূণিম শরদ চন্দ,
কিরণ মদন-বদন ছন্দ,
কুন্দ কুসুম নিন্দি সুষম,
মঞ্জু সদন পাঁতিয়া।
বিম্ব অধরে মধুর হাসি,
বমই কতহি অমিয়া রাশি,

১। বিহরে—বিহার করেন। আজু—আজ।
৩। কুঞ্জ—লতাদি বেষ্টিত সুরম্য স্থান। কেশর পুঞ্জ—বৃক্ষ সমূহ। উজোর—উজ্জ্বল। ৪। রুচির—শোভাবিশিষ্ট। কাঁতিয়া—কান্তি।
৬। লাবণি—লাবণ্য। ৭। হেরত—নিরীক্ষণ করে। উমতি—উন্মত্তা।
৯। পূণিম—পূর্ণিমার। শরদ চন্দ—শরৎ কালের চন্দ্র।
১১। নিন্দি—নিন্দা করিয়া। সুষম—সুন্দর।
১২। মঞ্জু—মনোহর; সুন্দর। পাঁতিয়া—পাঁতি; শ্রেণী। পাঠান্তর—মঞ্জুর দল পাঁতিয়া।”—পদকল্পলতিকা।
[illegible]। বমই—উদ্গীরণ করে। কতহি—কত। অমিয়া—অমৃত।

সুধই সিধু নিকর নিঝর,
বচন ঐছন ভাঁতিয়া॥
মধুর বরজ—বিপিন কুঞ্জ,
মধুর পিরীতি আরতি পুঞ্জ,
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ,
মুগধ দিবস রাতিয়া।
আবেশে অবশ অলস ধন্দ,
চলত চলত খলত মন্দ,
পতিত কোর পড়ত ভোর,
নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥
অরুণ নয়ানে করুণ চাই,
সঘনে জপয়ে রাই রাই,
নটত উমত লুঠত ভ্রমত,
ফুটত মরম ছাতিয়া।
উত্তম মধ্যম অধম জীব,
সবহুঁ প্রেম অমিয়া পীব,
তঁহি বলরাম বঞ্চিত একলে,
সাধু ঠামে অপরাধিয়া॥

১। সিধু—সিদ্ধ—গুড়। নিকর—রাশি। নিঝর—ঝরে।
২। ঐছন—ঐপ্রকার। ৩। বরজ—বিপিন—ব্রজের কানন।
৪। আরতি—আসক্তি। ৫। সোঙরি—স্মরণ করিয়া।
৬। রাতিয়া—রাত্রি। ৭। পদকল্পলতিকায় "আবেশ" স্থলে "ভাবে" পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। ৮। খলত—স্খলিত হয়।
১৩। নটত—নৃত্য করে। উমত—উন্মত্ত। লুঠত—লুটিয়া পড়ে। ভ্রমত—ভ্রমণ করে। ১৪। ছাতিয়া—বুক।
১৬। পীব—পান করেণ ১৭। তঁহি—তথায়। ১৮। ঠামে—স্থানে।

তুড়ী।

কুসুমে খচিত, রতনে রচিত,
চিকণ চিকুর বন্ধ।
মধুতে মুগধ, সৌরভে লুবধ,
ক্ষুবধ মধুপ বৃন্দ॥
ললাট ফলক, পটির তিলক,
কুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত, কুণ্ডলে মণ্ডিত,
গণ্ড মণ্ডল রাজে॥
ওরূপ দেখিয়া, সতী কুলবতী,
ছাড়ল কুলের লাজ।
ধরম করম, সরম ভরম,
মাথেতে পড়িল বাজ॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিত, ভাঙর ভঙ্গিত,
অনঙ্গ রঙ্গিত সঙ্গ।

১। খচিত—রচিত—একই অর্থ। ২। চিকুর—কেশ। বন্ধ—বাঁধা।
৩। মুগধ—মুগ্ধ। লুবধ—লোভী।
৪। ক্ষুবধ—ক্ষুব্ধ; লোভবিশিষ্ট। মধুপ—ভ্রমর। বৃন্দ—সকল।
৫। ফলক—চর্ম্ম। ৬। কুটিল—বক্র। অলকা—কোঁকড়া
৭। তাণ্ডবে—নৃত্যে। মণ্ডিত—অলঙ্কৃত; ভূষিত।
৮। রাজে—বিরাজ করে। ১২। বাজ—বজ্র।
১৩। অপাঙ্গ—কটাক্ষ; চক্ষুর প্রান্তভাগ। ভাঙর—ভ্রূর। ভঙ্গি—অঙ্গচালন। c. f. "ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।"—বিদ্যাপতি।
১৪। অনঙ্গ—মদন। সঙ্গে যেন পুরুষ সুন্দর মদন মূর্ত্তিমান।

মদন কদন, হোয়ল সদন,
জগত যুবতী অঙ্গ ॥
অধর বন্ধুক, মাধ্বিক অধিক,
আধ মধুর হাসি।
বোলনি অলসে, কলসে কলসে,
বময়ে অমিয়া রাশি ॥
কুন্দ দাম, ঠামহি ঠাম,
কুসুম সুষম পাঁতি।
ততহি লোলুপ, মধুপী মধুপ,
উড়িয়া পড়য়ে মাতি ॥
হিরণ হীর, বিজুরি থীর,
শোহন মোহন দেহে।
অরুণ কিরণ, হরণ বসন,
বরণে যুবতী মোহে ॥

১। কদন—মর্দ্দন; যুদ্ধ। হোয়ল—হইল। সদন—গৃহ।
৩। বন্ধুক—বাঁধুলি ফুল। (লাল বর্ণ)। মাধ্বিক—মধুজাত। মধু অপেক্ষা অধিক। ৫। বোলনি—বাক্য।
৭। কুন্দ—কুঁদ ফুল। দাম—অনেক। ঠামহি ঠাম—স্থানে স্থানে।
৮। পাঁতি—পঁক্তি; শ্রেণী। ৯। ততহি—তাহাতে। লোলুপ—অতিশয় লুব্ধ। ১০। মাতি—মত্ত হইয়া।
১১। হিরণ—সোণা। হীর—রত্ন বিশেষ; হার। বিজুরি—বিদ্যুৎ। থীর—স্থির। ১২। শোহন—শোভন।
১৪। মোহে—মোহিত করে।

কাম চমক, ঠাম ঠমক,
কুন্দন কনক গোরা।
মত্ততা সিন্ধুর, গমন মন্থর,
হেরিয়া ভুবন ভোরা॥
কঞ্জ চরণ, খঞ্জন গঞ্জন,
মঞ্জু মঞ্জীর ভায।
ইন্দু নিন্দন, নখর ছন্দন,
বলি বলরাম দাস॥

শ্রীরাগ।

ততঞ্জলি করি প্রভু করিলেন আচমন।
কর্পূর তাম্বুলে করেন মুখের সোধন॥
মুখের সোধন করি সেই গৌর হরি।
সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে যেয়ে নাচে ফিরি ফিরি॥
নাচেরে গৌরাঙ্গচান্দ সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে।
সোণার নূপুর রাঙ্গা চরণে বিরাজে॥
বামে নাচে গদাধর দক্ষিণে মুকুন্দ।
সম্মুখে নাচয়ে শ্রীনিবাস নিত্যানন্দ॥

১। ঠাম—গঠন। ২। কুন্দন কনক—খাঁটি সোণা।
৩। সিন্ধুর—হাতী। ৪। ভোরা—ভোলা। ৫। কঞ্জ—পদ্ম
৬। মঞ্জু—মনোহর; মধুর। মঞ্জীর—নূপুর। ৭। ইন্দু—চন্দ্র।
৮। নখর—নখের। ছন্দন—ছাঁদ।
ততঞ্জলি করি—তাহার পর অঞ্জলি করি।

পূরবে পুরুষোত্তম পরম পণ্ডিত।
দক্ষিণে দুলাল নাচে উত্তরে অদ্বৈত॥
অগ্নিকোণে অভিরাম মরুতে মুরারী।
ঈশানে ঈশান দাস নৈঋতে নরহরি॥
বেষ্টিত বৈষ্ণব সব কীর্ত্তন মণ্ডলে।
খোল করতাল বাজে ভাসে অশ্রুজলে॥
কোলাকুলি হুলাহুলি ভাবে নাহি ওর।
বলরাম দাস তহি ভাবেতে বিভোর॥ *

শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র।

বরাড়ী।

প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সব জীব হৈল অন্ধ,
কেহো ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়ানে দেখিবে যারে,
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ড আর,
কেহো যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি হয়,
মুখে যেন হরিনাম লয়॥

৭। ওর—সীমা। ৮। তহি—এস্থলে; তথায়। * পদার্ণব সারাবলী।

কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণ প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রেম রসে, ভাসাইল গৌড়দেশে,
পূর্ণ কর সবাকার আশ।
হেন কৃপা অবতারে, উদ্ধার নহিল যারে,
কি করিবে বলরাম দাস॥

ধানশী।

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
মথিয়া সকল তন্ত্র, হরি নাম মহামন্ত্র,
করে ধরি জীবেরে বুঝায়॥
অচ্যুত-অগ্রজ নাম, ভুবনেতে অনুপাম,
সুরধুনী তীরে কৈল থানা।
হাট করি পরিবন্ধ, রাজা হৈলা নিত্যানন্দ,
পাষণ্ড দলন বীরবানা॥

৫। গীতকল্প তরুতে "ভাসাইহ" পাঠ আছে।
৭। যাহার উদ্ধার হইল না। ১০। মথিয়া—মন্থন করিয়া।
১২। অচ্যুত—অগ্রজ—বলরাম।
১৩। সুরধুনী—গঙ্গা। থানা—স্থান। ১৩। পরিবন্ধ—সংস্থাপন।
১৫। বীরবানা—বীরশ্রেষ্ঠ; বীরপণা।

পসারি শ্রীবিশ্বম্ভর, সঙ্গে লয়ে গদাধর,
আচার্য্য চতুরে বিকিকিনি।
গৌরীদাস হাসি হাসি, রাজার নিকটে বসি,
হাটের মহিমা কিছু শুনি॥
পাত্র রামাই লৈয়া, রাজ আজ্ঞা ফিরাইয়া,
কোটাল হইল হরিদাস।
কৃষ্ণদাস হৈল ডাড়্যা, কেহ যাইতে নারে ভাড়ঁ্যা,
লেখয়ে পড়য়ে শ্রীনিবাস॥
বলরাম দাসে বলে, অবতার কলিকালে,
জগাই মাধাই হাটে আসি।
ভাণ্ড হাতে ধনঞ্জয়, ভিক্ষা মাগিয়া লয়,
হাটে হাটে ফিরয়ে তপাসি॥ *

মঙ্গল।

গজেন্দ্র গমনে যায়, সকরুণ দিঠে চায়,
পদভরে মহী টলমল।
মত্ত সিংহ গতি জিনি, কম্পবান মেদিনী,
পাষণ্ডীগণ শুনিয়া বিকল॥

১। পসারি—দোকানী। ২। বিকিকিনি—বেচা কেনা।
৭। ডাড়্যা—দণ্ডদাতা। ভাড়ঁ্যা—ভাঁড়াইয়া; প্রতারণা করিয়া।
১২। তপাসি—তপস্বী। * গীতচিন্তামণি।
১৩। হাতীর ন্যায় গমন করেন। দিঠে—দৃষ্টিতে। চায়—তাকায়।
১৪। মহী—পৃথিবী। ১৬। বিকল—বিহ্বল; কাতর।

আওত অবধূত করুণার সিন্ধু।

প্রেমে গর গর মন, করে হুরি সঙ্কীর্ত্তন,

পতিত পাবন দীনবন্ধু ॥ ধ্রু।

হুঙ্কার করিয়া চলে, অচল সচল নড়ে,

প্রেমে ভাসে অমর সমাজে।

সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ খেলন রঙ্গে,

অলখিতে করে সব কাজে ॥

শেষ শায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতার নারায়ণ,

যার অংশ কলায় গণন।

কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা,

সেই রাম রোহিণীনন্দন ॥

যাঁর লীলা লাবণ্য ধাম, আগমে নিগমে গান,

যার রূপ মদন মোহন।

এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে,

উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥

ব্রজের বৈদগ্ধি সার, যত যত লীলা আর,

পাইবারে যদি থাকে মন।

বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়,

ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ ॥

১। আওত—আসিতেছে। ৮। সঙ্কর্ষণ—বলরাম।

১৪। অকিঞ্চন—দরিদ্র। ১৫। করয়ে—করেন।

১৬। বৈদগ্ধি—পণ্ডিত; চতুর।

কল্যাণী।

রূপে গুণে অনুপামা, লক্ষ্মী কোটি মনোরমা,
ব্রজ বধূ অযুতে অযুত।
রাস কেলি রস রঙ্গে, বিহরে যাহার সঙ্গে,
সো পহুঁ কি লাগি অবধূত॥
হরি হরি এ দুখ কহিব কার আগে।
সকল নাগর গুরু, রসের কল্পতরু,
সে বা কেনে ফিরয়ে বৈরাগে॥ ধ্রু।
সঙ্কর্ষণ শেষ যার, অংশ কলা অবতার,
অনুক্ষণ গোলোকে বিরাজে।
কৃষ্ণের অগ্রজ নাম, মহাপ্রভু বলরাম,
কেনে নিতাই সঙ্কীর্ত্তন মাঝে॥
শিববিহি অগোচর, আগম নিগম পর,
কলি যুগে শ্রীনিত্যানন্দ।
গৌর রসে নিমগন, করাইল জনে জন,
দূরে রহু বলরাম মন্দ॥

মঙ্গল।

অনুক্ষণ অরুণ, নয়ান ঘন ঘুরত,
ঢরকত লোর বিথার।

৩। বিহরে—বিহার করে। ৪। সো—সেই। ১২। বিহি—বিধি।
১৬। অনুক্ষণ—সর্ব্বদা। অরুণ—ঈষৎ রক্তবর্ণ।
১৭। ঢরকত—ঝরিতেছে। লোর—অশ্রু। বিথার—বিস্তার।

করে ঘন করুণ, বরুণালয় সঞ্চরু,
অমিয়া বরিখে অনিবার ॥
নাচতরে নিতাই বরচান্দ।
সিঞ্চই প্রেম, সুধারস জগজনে,
অদভুত নটন সুছান্দ ॥ ধ্রু।
পদতল তাল, খলিত মণি মঞ্জীর,
চলতহি টলমল অঙ্গ।
মেরু শিখরে কিয়ে, তনু অনুপাম রে,
ঝলমল ভাব তরঙ্গ ॥
রোয়ত হসত, চলত গতি মন্থর,
হরি বলি মূরছি বিভোর।
খেণে খেণে গৌর, গৌর বলি ধায়ই,
আনন্দে গরজত থোর ॥
পামর পঙ্গু, অধম জড় আতুর,
দীন অবধি নাহি মার।

১। গীতকল্পতরু এবং লীলা সমুদ্রে "করে" স্থলে "কিয়ে" পাঠ আছে। বরুণালয়—মেঘ। সঞ্চরু—সঞ্চারিত। ২। বরিখে—বর্ষণ করে। ৩। বরচান্দ—সুন্দর চাঁদ। ৪। সিঞ্চই—সিঞ্চন করে। ৫। অদভুত—অদ্ভুত। নটন—নৃত্য। সুছান্দ—সুছন্দ। ৬। খলিত—স্খলিত। মঞ্জীর—নূপুর। ৮। মেরু—পর্ব্বত বিশেষ। কিয়ে—কিবা। ১০। রোয়ত—কাঁদিতেছে। হসত—হাসিতেছে। চলত—চলিতেছে। মন্থর—মন্দগামী। ১২। খেণে—ক্ষণে। ১৩। পাঠান্তর—"আনন্দে গরজত ঘোর"—লী, স ও গী, ক, ত। গরজত—গর্জ্জন করে। ১৪। বিভিন্ন পাঠ—"পামর দীন হীন, অন্ধ জড় আতুর"—লী, স। আতুর—পীড়িত ব্যক্তি।

অবিরত দুর্ল্লভ, প্রেম রতন ধন,
যাচি জগতে করু দান ॥
অতিচলনোগ্র, প্রেমধন বিতরণে,
নিখিল তাপ দূরে গেল।
দীন হীন সবহুঁ মনোরথ পূরল,
অবলা উনমত ভেল ॥
ঐছন করুণ, নয়ন অবলোকনে,
কাহুঁ না রহ দুরদিন।
যলরাম দাস, কাহে ভেল বঞ্চিত,
দারুণ হৃদয় কঠিন ॥

অদ্বৈতচন্দ্র।

ভাটিয়ারী।

বন্দিব অদ্বৈত শিরে, যে আনিলা ধীরে ধীরে
মহাপ্রভু অবনী মাঝার।
নন্দের নন্দন যে, শচীর নন্দন সে,
নিত্যানন্দ রায় সখা যার ॥

১। পাঠান্তর—"অবিচল দুলহ।"—লী, স।
২। যাচিয়া জগতের লোককে বিতরণ করেন।
৩। অতি চলনোগ্র—গমনে অতি উৎসুক।
৫। দীন হীন সকলের মনোরথ পূর্ণ হইল।
৭। পাঠান্তর—"অবিচল দুলহ, প্রেমধন সম্পদ।"—লী, স।
৮। কাহারও দুর্দ্দিন আর রহিল না। ৯। কহে—

প্রভু মোর অদ্বৈত গোসাঞি।

উত্তম অধম জনে, তরাইলা ভক্তিদানে,

এমন দয়াল দাতা নাই॥ ধ্রু।

উত্তম অধম মেলি, করাইল কোলাকুলি,

অন্ধ বধির যত আছে।

পঙ্গুয়া চলিল ধাঞা, হরি হরি বোলাইয়া,

দুবাহু তুলিয়া তারা নাচে॥

প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে, অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে,

চৈতন্য বাতাসে উথলিল।

আকাশে লাগিছে ঢেউ, স্বর্গে নাহি বাঁচে কেউ,

সপ্ত পাতাল ভেদি গেল॥

ডুবিল যে নাগ লোক, নরলোক সুরলোক,

গোলোক ভরিয়া প্রেমবন্যা।

কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ হাসে কেহ ধায়,

বিশেষে ধরণী হৈল ধন্য॥

হন লীলা করে যেই, অদ্বৈত আচার্য্য সেই,

অনন্ত অপার রসধাম।

মন প্রেমের বন্যা, স্থাবর জঙ্গম ধন্যা,

বঞ্চিত হইল বলরাম॥

পঙ্গুয়া—পঙ্গু। ধাঞা—ধাইয়া। বোলাইয়া—বলিয়া।
বিশেষে—বিশেষতঃ।

নন্দোৎসব।

কামোদ।

নন্দ-সুত হেরি, যশোমতী রোহিণী,
আনন্দ করত বাধাই।
হেরিয়া গোপগণ, সভে আনন্দিত মন,
নন্দমহলে ধায়াধাই॥
কোথা গেল নন্দরাজ, পড়িল মানস কাজ,
দেখসিয়া পুত্রের বদন।
নীল বরণ শশী, উদয় করিল আসি,
দেখি কর সফল জীবন॥
এত বলি নন্দরাণী, সুতিকা দুয়ারে আঁনি,
দেখাইছে সভারে ডাকিয়া।
আনন্দে মাতিল কায়, শুনি যত গোপ ধায়,
আশীর্ব্বাদে দুবাহু তুলিয়া॥
কেহ বা আনন্দচিতে, গান করে নানাগীতে,
কোন গোপ করে জয়ধ্বনি।
কেহ বলে শুন ভাই, হেন রূপ দেখি নাই,
কোটি চান্দের মুখের বলনি॥

১। নন্দসুত—শ্রীকৃষ্ণ। ৩। সভে—সকলে।
৪। ধায়াধাই—ধাওয়া ধাই—যাতায়াত।
১৬। বলনি—শোভা।

কোন গোপ ধেয়া গিয়া, দধি দুগ্ধ ঘৃত ল'য়া,
উভারয়ে নন্দের ভবনে।
দুজনে দুজন মেলি, বাহুযুদ্ধ পেলাপেলি,
কোন গোপ করয়ে নর্ত্তনে ॥
গোপ গোপী এক মেলি, জয় জয় হুলাহুলি,
যুবক বৃদ্ধক সব ধায়।
নন্দের ভবনে গিয়া, ফিরে সভে নাচিয়া,
বলরাম দাস গুণ গায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।

বিভাস।

রজনী প্রভাতে উঠি নন্দের গৃহিনী।
দধির মন্থন করে তুলিতে নবনী ॥
নিদ্রাগত ছিল কৃষ্ণ শয়ন মন্দিরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল বৈসে পালঙ্ক উপরে ॥
আমার হয়েছে ক্ষুধা শুন গো জননী।
স্তন কিম্বা দেহ মোরে খাইতে নবনী ॥
মা মা বলিয়া তবে বাহিরে আইলা।
কি খাব বলিয়া কৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিলা ॥

উভারয়ে—পৌঁছাইয়া দেয়; নামাইয়া দেয়। ৬। বৃদ্ধক—বৃদ্ধ।
পদার্ণব সারাবলী—প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ।

দেহ দেহ ননী দেহ বলে বারম্বার।
ক্ষুধায় ব্যাকুল প্রাণ হইল আমার॥
এত বলি দ্রুত ধরে মথনের দণ্ড।
ভাঙ্গিয়ে ফেলিব এই যত আছে ভাণ্ড॥
বলরাম দাসে কহে শুন নীলমণি।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর দিব রে নবনী॥ *

তুড়ী।

আমি কিছু নাহি জানি, ভাঙ্গিয়াছে ক্ষির ননী,
তোমারে স্থধাই তার কথা।
না দেখি গোকুল চান্দ, কেমন করয়ে প্রাণ,
বলনা গোপাল পাব কোথা॥
আমি কি এমন জানি, কোলে করি যাদুমণি,
যাদুরে করাই স্তন পান।
মোরে বিধি বিড়ম্বিল, গোরস উথলি গেল,
তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥
গোপাল না লৈনু কোলে, ভুলিনু রোহিণী বোলে,
সে কোপে কুপিত যদুমণি।
কুপিত নয়নে, চাহিয়া ছিল মো পানে,
আমি কি এমন হবে জানি॥

৩। মথনের—মন্থনের।

* পদার্ণব সারাবলী—প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ।

৩। গোরস—দুগ্ধ। ১৫। লৈনু—লইলাম। ভুলিনু—ভুলিলাম।
১৭। মো—আমার। পানে—দিকে ; প্রতি।

তোমরা করিছ খেলা, গোপাল কোথায় গেলা,
দৃঢ় করি বল এক বোল।
বলরাম বলে, আকুল হইয়া,
সব রাখালের মাঝে উতরোল ॥ *

আহিরী।

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে, গোপাল কান্দে অনুরাগে,
বুক বহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে, অপযশ দেহ মোরে,
মা হইয়া বলে ননীচোরা ॥
ধরিয়া যুগল করে, বান্ধয়ে ছান্দন ডোরে,
বান্ধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহিরী রমণী হাসে, দাঁড়াইয়া চারি পাশে,
হয় নয় চাহ সুধাইয়া ॥
অন্যের ছাওয়াল যত, তারা ননী খায় কত,
মা হইয়া কেবা বান্ধে ধরি।
যে বোল সে বল মোরে, না থাকিব তোর ঘরে,
এনা দুঃখ সহিতে না পারি ॥

৪। উতরোল—গণ্ডগোল; উৎকণ্ঠা। * পদকল্পলতিকা।

১৩। ছাওয়াল—ছেলে।

১৪। পাঠান্তর—"মা হইয়া কেবা বান্ধে কারে।"—গী, র, ব।

১৬। বিভিন্ন পাঠ—"এনা দুখ কে সহিতে পারে।"—ঐ।

বলাই খাইছে ননী, মিছা চোর বলে রাণী,
ভাল মন্দ না করে বিচার।
পরের ছাওয়াল পাইয়া, মারেন আসেন ধাইয়া,
শিশু বলি দয়া নাহি তার॥
অঙ্গদ বলয়া তাড়, আর যত অলঙ্কার,
আর মণি মুকুতার হার।
সকল খসাইয়া লই, আমারে বিদায় দেয়,
এ দুখে যমুনা হব পার॥
বলরাম দাসে কয়, এই কর্ম্ম ভাল নয়,
ধাইয়া গোপাল কর কোরে।
যশোদা আসিয়া কাছে, গোপালের মুখ মুছে,
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে॥ *

গোষ্ঠলীলা।

ভাটিয়ারী।

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব॥
চুড়া বান্ধি দেগো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াঞা রাজপথে॥

৫। অঙ্গদ—বাজু; কেয়ুর। বলয়া—বালা।
১০। কোরে—কোলে। পদকল্পলতিকা।
১৪। বাছুরী—গোবৎস। ৬। দাঁড়াঞা—দাঁড়াইয়া

পীতধড়া দে'গো মা গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈলা রত্ন ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্পগুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ার টালনি॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল মুখ কাতর পরাণী॥

ভূপালী।

আজু গোঠেরে সাজল দোন ভাই।
রাম কানাই গোঠে সাজে, যোড়ে শিঙ্গা বেণু বাজে,
বরজে পড়িল ধাওয়াধাই॥

৪। আরতি—সাধ। ৫। কৈলা—করিল।
৮। গুঞ্জা—শ্বেতবর্ণ কুঁচ। শিখিপুচ্ছ—ময়ূরের পুচ্ছ।
১২। নেহারে—নিরীক্ষণ করে। পরাণী—প্রাণে।
১৩। আজু—আজ। সাজল—সাজিল। দোন—দুই।
১৫। ধাওয়াধাই—যাতায়াত।

চৌদিকে ব্রজবধূ, মঙ্গল গাওত,
মূরছিত কতহি নয়ান।
আগে লাখে লাখে ধেনু, গগনে উড়িছে রেণু,
দ্বিজগণে করে বেদগান॥
মুরহর হলধর, ধরাধরি করে কর,
লীলায় দোলায় নিজ অঙ্গ।
ঘনাঞা ঘনাঞা কাছে, আনন্দে ময়ূরী নাচে,
চান্দে মেঘে দেখি এক সঙ্গ॥
সুবল তুলিল বানা, যেখানে বলাইয়ের থানা,
রাখালের কান্ধে ভাল সাজে।
রাম কানাই কুতূহলে, সাজিলা যে আগুদলে,
বলাইয়ের যুগল শিঙ্গা বাজে॥

ভাটিয়ারী।

নন্দরাণি যাও গো ভবনে।
তোমার গোপাল আনি দিব বেলি অবসানে॥

১। চৌদিকে—চারি দিকে। গাওত—গাইতে লাগিল।

২। গীতকল্পতরুতে "কতহুঁ" পাঠ আছে।

৩। পাঠান্তর—"গগনে গোক্ষুর রেণু"—ঐ। রেণু—ধূলা।

৫। মুরহর—মুরদৈত্যহারী। বিভিন্ন পাঠ—"ধরাধরে করেকর"—ঐ।

৭। ঘনাঞা—ঘনাইয়া। ১১। আগুদলে—আগের দলে।

১৩। পাঠান্তর—"যাও গো ভবনে রাণি যাও গো ভবনে।"—
পদার্ণব সারাবলী।

১৪। বেলি—বেলা।

লৈয়া যাছি তোমার গোপাল রাখিব বসাঞা।
আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদমুখ চাঞা॥
লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল বড় পাই সুখ।
বেণুতে ফিরয়ে ধেনু এ বড় কৌতুক॥
যে দিনে যেবা মনে করি কানাই তাহা জানে।
ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হৈতে আনে॥
একদিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া।
তাহাতে রাখিল গোপাল কেমন করিয়া॥
নন্দরাণি তেঞি তোমার গোপাল লৈয়া যাই।
সঙ্গেতে সাজিল পাছে এ দাস বলাই॥

ধানশী।

আগো মা তোমার গোপাল কিবা জানয়ে মোহিনী।
আমরা সঙ্গের ভাই, তমুত না মন পাই,
তোমারে ভুলাবে কতখানি॥ ধ্রু।

১। লৈয়া যাছি—লইয়া যাইতেছি। বসাঞা—বসাইয়া।

২। চাঞা—চাহিয়া।

৮ লাইন পরে—"যশোদা প্রবোধি পাঠাইয়া হরষিত রাম কানু।
আবা রব দিয়া হাঁকাইছে সব ধেনু॥
বরজ বালক বেড়ি যায় চারি ভিত।
আনন্দে উথলে হিয়া অঙ্গ পুলকিত॥" পদার্ণবসারাবলী।

৯। তেঞি—সেই জন্য।

৯—১০। পাঠান্তর—"বলরামদাস কহে ধীরে ধীরে যাহ।
আমি কর জোড়ে বলি মিনতি মানহ॥"—ঐ।

১১। ওগো মা তোমার গোপাল কি মোহিনী জানে। ১২। তমু—তবু।

তৃণ খাইতে ধেনুগণ, যদি যায় দূর বন,
কেহো ত না যায় ফিরাইতে।
তোমার হুলাল কানু, পূরয়ে মোহন বেণু,
ফিরে ধেনু মুরলীর গীত॥
আমরা ফিরাইতে ধেনু, তাহা নাহি দেয় কানু,
সদা ফিরে সুবলের পাছে।
সুবলে করিয়া কোলে, প্রেমে গদ গদ বোলে,
না জানি মরম কিবা আছে॥
কিবা লীলা করে এহ, বুঝিতে না পারে কেহ,
অপরূপ চরিত্র বিহরে।
বলরাম দাস বলে, বলাই দাদা নাহি জানে,
আনে কিবা বুঝিবে অন্তরে॥

ভাটিয়ারী।

হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে।
দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে॥
আর এক কথা বলি শুন হলধর।
যশোদা নন্দন বলি না ভাবিহ পর॥
দূরে না লইহ ধেনু চরাইয় বাছুরি।
যোড় শিঙ্গা রব দিহ পরাণে না মরি॥

৩। পুরয়ে—বাজায়।
১১। পাঠান্তর—"বলরামদাস ভণে।"—গীতরত্নাবলী।
১৩। মাথে—মাথায়। ১৮। দিহ—দিও।

দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা।
নবনী লোভিত গোপাল পাছে আইসে একা॥
বলরাম দাসে কয় রাম সঙ্গে যাবে।
নয়ান গোচরে বাছায় সদাই রাখিবে॥ *

ধানশী।

বলরাম তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ।
যারে ঘুমে চিয়াইয়ে, দুগ্ধ পিয়াইতে নারি,
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ॥
কত জন্ম ভাগ্য করি, আরাধিয়া হর গৌরী,
পাইলাম এ দুখ পাসরা।
কেমনে ধৈরজ ধরে, মায়ে কি বলিতে পারে,
বনে যাউ এ দুগ্ধ কোঙরা॥
বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে,
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এহেন দুধের বাছা, বনেতে বিদায় দিয়া,
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায়॥
জল খাইতে গিয়াছিল, আনলে বেড়িয়াছিল,
দু হাতে আনল ধরি পিয়ে।

---

* পদার্ণব সারাবলী।

৫। লৈয়া—লইয়া। ৬। চিয়াইয়ে—জাগাইয়া।

৯। দুখ পাসরা—যাহাকে দেখিলে দুঃখ ভুলিয়া যাই।

১১। এ দুধের কুমার বনে যাউক। ১২। সাথে—সঙ্গে।

১৬। আনলে—অনলে; অগ্নিতে। ১৭। পিয়ে—পান করে।

এ নন্দের ভাগ্য বলে, যশোদার পূণ্য ফলে,
'তেঞি সে গোপাল মোর জিয়ে ॥
বলরাম দাসের বাণী, শুন শুন নন্দরাণী,
কেন সদা ভাবিতেছ তুমি।
গোপাল সাজায়ে দেহ, মোর মিনতি মানহ,
সঙ্গে যাইব গোঠে আমি ॥ *

সিন্ধুড়া।

শ্রীদাম সুদাম দাম, শুন রে বলরাম,
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতি দূর, নব তৃণ কুশাঙ্কুর,
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে, গোপাল করিয়া মাঝে,
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে, রাঙ্গা পায় জানি লাগে,
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥
নিকটে গোধন রেখো, মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো,
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ জাতি, গোধন পালন বৃত্তি,
তেঞি বনে পাঠাই যাদব ॥

২। সেই জন্য আমার গোপাল বাঁচিয়া থাকে। * পদার্ণব সারাবলী।
৮। তো সভারে—তোমাদের সকলকে।
১৭। বিহি—বিধি। কৈলা—করিলেন। ১৮। তেঞি—সেই জন্য।

বলরাম দাসের বাণী, শুন ওগো নন্দরাণি,
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া, দিব আমরা যোগাইয়া,
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয় ॥

বিহাগড়া।

নটবর নব কিশোর রায়,
রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে,
ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে,
হৈ হৈ হৈ ঘনয়ে বোলত,
মধুর মুরলী বায় গো ॥
নীল কমল বদন চান্দ,
ভাঙর ভঙ্গিম মদন ফান্দ,
কুটিল অলকা তিলক ভাল,
কলিত ললিত তায় গো।
চূড়ে বরিহা গোকুলচন্দ,
কিবা পবন বায় মন্দ মন্দ,

৪। তোমার নিকট নিশ্চয় করিয়া বলিলাম।

৫। নটবর—শ্রেষ্ঠ নর্ত্তক। ৭। চলত—চলিতেছে।

৯। ঘনয়ে বোলত—ঘন ঘন বলিতেছে।

১০। বায়—নিনাদ করে ; বাজে।

১২। ভাঙর ভঙ্গিম—ভ্রুভঙ্গী। ১৪। কলিত—বিদিত।

১৫। চূড়ে বরিহা—চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ। ১৬। বায়—বহে।

মধুকর মন হয়ে বিভোর,
নিরখি নিরখি ধায় গো ॥
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি,
হেরি হেরি পালটি পালটি,
গোরী গোরী থোরি থোরি,
আন নাহিক ভায় গো।
বলরাম দাস করতহিঁ আশ,
রাখাল সঙ্গে সদাই বাস,
বেত্র মুরলী লইয়ে খুরলি,
সঙ্গে সঙ্গে যায় গো ॥ *

শ্রীরাগ।

যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া।
মাথামাথি রণ করে শ্রমযুত হৈয়া ॥
প্রখর রবির তাপে শুকাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সবারে ॥
মলিন হইল কানাই মুখখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সবাকার ॥

৫। থোরি—অল্প। ৬। আন—অন্য: ৭। করতহিঁ—করিতেছে।
* পদার্ণব সারাবলী। ১২। শ্রমযুত হৈয়া—শ্রমযুক্ত হইয়া।
৮। দেখিয়া আমাদের সকলের বুক ফাটিয়া যায়।

বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই।
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই ॥

ভাটিয়ারী।*

রাম কানু দুই ভাই দুই দিকে দাঁড়াইল।
দুজনে সমান খেলু বাঁটিয়া লইল ॥
সুবল কানায়ের দিকে নাচিতে লাগিল।
শ্রীদাম সুদাম তারা কানাইয়ের দিকে হৈল ॥
সভাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ করিল ॥
আজুকার খেলাতে ভাই যে জন হারিবে।
কান্ধে করি বংশীবটে রাখিয়া আসিবে ॥
সাতলি ভাঙ্গিতে নারে ভেয়েরে কানাই।
আপনি সাতলি ভাঙ্গি জিতল বলাই ॥
বলরাম দাসে কয় শুন প্রাণ কানু।
কান্ধে করি লয়ে চল চরে যেথা ধেনু ॥

ধানশী।

আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়।
সুবলে করিয়া কান্ধে, বসন আঁটিয়া বান্ধে,
বংশী বট তলে লইয়া যায় ॥

১। বেলি—বেলা। ৩। রাম—বলরাম। কানু—কানাই।
৪। খেলু—খেলিবার সাথি। ১১। সাতলি—ক্রিড়া বিশেষ।
ভেয়েরে—ভাই। * পদার্ণব সারাবলী। ১৫। আজু—আজ

শ্রীদাম বলাই লইয়া, চলিতে না পারে ধাইয়া,
শ্রমজল ধারা বহে অঙ্গে।
এখন খেলাব যবে, হইব বলাইয়ের দিগে,
আর না খেলাব কানাইয়ের সঙ্গে॥
কানাই না জিনে কভু, জিনিলে হারয়ে তবু,
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিব বলাইয়ের সঙ্গে, চড়িব কানাইয়ের স্কন্ধে,
নহে কান্ধে করিব ঘনশ্যাম॥
মত্ত বলাই চান্দে, কে করিতে পারে কান্ধে,
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেড়ুয়া লইয়া করে, হারিলে সবারে মারে,
বলরাম দাস দেখি কয়॥

উত্তর গোষ্ঠ।

শ্রীরাগ।

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম থাই নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মা পথ পানে চাঞা॥

৫। জিনে—জয়লাভ করে।
পদকল্পলতিকা। এই পদটী পদকল্পতরুতে বলরামদাসের ভনিতা যুক্ত দৃষ্ট হয়।

১৩। জড় কর—একত্র কর। সান দেও—বাজাও।

বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম দাস কহে শুন কানাইয়ের বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥

ভাটিয়ারী।

চাঁদ মুখে বেণু দিয়া, সব ধেনু নাম লৈয়া,
ডাকিতে লাগিলা উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া কানাইয়ের বেণু, ঊর্দ্ধ মুখে ধায় ধেনু,
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেনু রব, বুঝিয়া রাখাল সব,
আসিয়া মিলল নিজ সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল, ফিরাইয়া একত্র কৈল,
চালাইল গোকুলের মুখে॥
শ্বেত কান্তি অনুপাম, আগে ধায় বলরাম,
আর শিশু চলে ডাহিনে বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে, ভাল শোভা করিয়াছে,
তার মাঝে নব ঘন শ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোক্ষুর রেণু,
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।

১২। মুখে—অভিমুখে। ১৪। ডাহিনে—দক্ষিণে।
১৭। গোক্ষুর রেণু—গোক্ষুর পায়ের ধূলা।
১৮। গীতরত্নাবলীতে "ভঙ্গে" স্থলে "রঙ্গে" পাঠ আছে।

যতেক রাখালগণ, আবা আবা ঘনে ঘন,
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥

গৌরী।

নন্দ দুলাল বাছা যশোদা দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥
রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
গদ গদ কণ্ঠ না নিকশয়ে বাণী ॥
একদিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
কোরে লইয়া নিরখয়ে যুগল পাণি ॥
নেতের অঞ্চলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরে যাউক মা ॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন কমলে ॥

গৌরী।

কোন্ বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।
আজি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু ॥

৩। দুলাল—প্রিয়। ৪। ছাওয়াল—ছেলে।
৬। না নিকশয়ে বাণী—বাক্য নিঃসরণ হয় না।
৭। দিঠে—দৃষ্টিতে। ৮। গীতরত্নাবলী। কোলে লইয়া হাত দুই খানি নিরীক্ষণ করেন। ৯। নিছনি—বালাই।
১৩। রাম—বলরাম। কানু—কানাই।

ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই সুখাঞাছে হিয়া॥
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ভ্রমিলা কোন্ গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুঁকিল চরণে।
এক দিঠ হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে পাছে।
দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখেছে॥

কল্যানী।

রাণী ভাসে 'নন্দ সাগরে।
বা বসাইয়া শ্যাম, দক্ষিণে বসাইয়া রাম,
চুম্ব দেই মুখ সুধাকরে॥ ধ্রু।
ননী ছেনা সর, আনিয়া সে থরে থর,
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইয়ের মুখে, দেয় রাণী মহাসুখে,
নিরখয়ে চান্দ মুখ পানে॥
গোপের রমণী যত, চৌদিকে শত শত,
মুখ হেরি লহুঁ লহুঁ বলে।

২। সুখাঞাছে—সুখাইয়াছে।
৪। গীতকল্পতরু এবং গীতরত্নাবলীতে "ভ্রমিলা" স্থলে "ফিরিলা" পাঠ আছে।
৯। রাণী—নন্দরাণী; যশোমতী।
১০। রাম—বলরাম।
১১। মুখচন্দ্র চুম্বন করেন।

মাতা যশোমতী মেলি, মঙ্গল হুলাহুলি,
আরতি করয়ে কুতূহলে ॥
জ্বালিয়া রতন বাতি, করে সঙে আরতি,
হরষিত যশোমতী মাই।
কহে বলরাম দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে,
দুহুঁ রূপের বলিহারী যাই ॥

কালীয় দমন

পাহি[illegible] ।

ব্রজবাসীগণ কান্দে [illegible]নু বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কা[illegible] যত মৃগ পশু ॥
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সবায় ॥
নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ।
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
সবে বলে বিষ জল করিব ভক্ষণ ॥
বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ করিয়া।
এখনি উঠিছে কালী দমন করিয়া ॥

৬। দুহুঁ—দুইজনের।

শ্রীরাধিকার রূপ।

মালসী

জয়তি জয় বৃষভানু নন্দিনী,
শ্যাম মোহিনী রাধিকে।
বেণী লম্বিত, যৈছে ফণি মণি
বেঢ়ল মালতী মালিকে॥
শরদ বিধুবর ও মুখ মণ্ডল
ভালে সিন্দুর বিন্দু যে।
ভাঙ গঞ্জিত জিনিয়া কাম ধনু
চিবুকে মৃগমদ বিন্দু যে॥
গরুড় চঞ্চু জিনি নাসিকা সুবলনি
তাহে শোহে গজ-মোতি যে।
রাতা উতপল অধর যুগল
দশন মোতিম পাঁতি যে॥

৩। যৈছে—যাহাতে। ৪। মালতী মালা বেঢ়িল।
৫। ঐ মুখমণ্ডল শরতের চন্দ্রের সমান। ৭। ভাঙ—ভ্রূ।
৯। গরুড়ের ঠোঁটকে পরাজয় করে।
১০। পাঠান্তর—"তাহে গজমোতি লোল যে।"—লী, স।
শোহে—শোভা করে। ১১। অধর যুগল রক্তোৎপল সদৃশ।
বিভিন্ন পাঠ—"অধর উজোর।"—ঐ।
১২। দন্তগুলি যেন মুক্তার পঙ্‌ক্তি।

হৃদয় উপর শোহে কুচগিরি
লাজে চকোরিণী ভোর রে।
নাভি সুরোবরে লোম ভুজগিনী
বিহরে কুচগিরি কোর রে॥
কণ্ঠে শোভিত হার মণিময়
ঝলকে দামিনী বিজই।
কনক দণ্ড জিনি বাহু সুবলনি
কতহুঁ আভরণ সাজই॥
ক্ষীণ কটিতটে নীল শাটী শোহে
কনক কিঙ্কিনী রোলই।
চরণে নূপুর শবদ সুন্দর
যৈছে চটকিনী বোলই॥
যাবক রঞ্জিত ও নখ চন্দ্রিক
কাঁম রোয়ত তাহ রে।
দীন বলরাম করত পরিহার
দেহ পদযুগ ছাহ রে॥

১। পাঠান্তর—"শোহে কুচ যুগ"—লী, স এবং গী, ক, ত।
২। ভোর—বিভোর। ৩। ভুজগিনী—ভুজঙ্গিনী।
৪। কোর—কোল। ৬। দামিনী—বিদ্যুৎ। বিজই—বিজয়ী।
৭। বাহু এমন সুন্দর যে সুবর্ণ দণ্ড তাহার নিকট পরাজিত হয়।
৮। কত অলঙ্কার তাহাতে বিরাজ করে।
"কতহুঁ" স্থলে "তাহে"—লী, স।
১০। রোলই—নিনাদ করে; বাজে। ১২। চটকিনী—চটক পক্ষী।
১৩। যাবক—আলতা। ১৪। রোয়ত—কাঁদিতেছে। ১৬। ছাহ—ছায়া।

নখী।

চামর ডামরী, শ্যামর কবরী,
নিবিড় তিমির রাতি।
ফণি মণিগণ, ভূষণ ঐছন,
উয়ল উড়ুক পাঁতি॥
কস্তুরী চন্দন, ভ্রমরী মকরী,
পত্রক চিত্রক লেখ।
ললাটে সিন্দুর, অনঙ্গ মন্দির,
সীমন্তে সিন্দুর রেখ॥
কুন্তল বলিকা, মণিকা কলিকা,
অলকা বলকা শোভে।
মদন মাদন, মনহি উদিত,
মদন কদন ক্ষোভে॥
রতন রচন, বেণী সুশোভন,
কুসুম ঠামহি ঠাম।

১। ডামরী—ডমর—ভয়ে পলায়ন করে। শ্যামর—কৃষ্ণবর্ণ। কবরী—বেণী। ২। নিবিড়—ঘন। তিমির—অন্ধকার।
৩। ঐ ছন—ঐ প্রকার। ৪। উয়ল—উদয় হইল। উড়ুক—নক্ষত্র। পাঁতি—পংক্তি।
৬। পত্রক—পাতা; পত্রাবলী রচনা। চিত্রক—চিত্র; তিলক।
৭। অনঙ্গ মন্দির—কামের আলয়। ৮। সীমন্তে—সীঁথায়। রেখ—রেখা। ৯। কুন্তল—কেশ। বলিকা—ভঙ্গী।
১১। মাদন—হর্ষোৎপাদক। মনহি—মন হইতে।
১২। কদন—মর্দ্দন; পীড়ন। ১৪। ঠামহি ঠাম—স্থানে স্থানে।

জনু পসারল, অতনু মাতল,
করিকর অনুপাম ॥
চন্দন বিন্দু, পূণিম ইন্দু,
সিন্দুর মিহির পাশে।
অলকা ভুখিল, রাহু বিয়াকুল,
ধরত ফিরত আশে ॥
ভাঙক ঠাম, দেখত কাম,
ধনুয়া মান ছোড়।
হেরত বরজ, মকর কেতন,
চেতন রতন চোর ॥
অঞ্জন রঞ্জন, নয়ন খঞ্জন,
চাহনি মোহনি ভঙ্গ।
নিমিষে নিমিষে, হরিষে বরিষে,
রমণ রভস রঙ্গ ॥
শ্রুতি অলঙ্কৃতি, চক্র আকৃতি,
শোভিত চারু শলাক।

১। জনু যেন। পসারল—প্রসারণ করিল। অতনু—বিপুল। মাতল—মাতিল। ২। করিকর—হস্তীশুণ্ড।
৩। পূণিম—পূর্ণিমার। ৪। মিহির—মেঘ।
৫। ভুখিল—ক্ষুধার্ত্ত; লুব্ধ। বিয়াকুল—ব্যাকুল।
৬। ধরিবার আশায় ফিরিতেছে। ৭। ভাঙক—ভ্রূর। ঠাম—ভঙ্গী।
৭—৮। ভ্রু ভঙ্গী দেখিয়া কাম ধনু মান পরিত্যাগ করিলেন।
৯। মকর কেতন—কন্দর্প। ১৩। হরিষে—হর্ষে।
বরিষে—বর্ষণ করে। ১৪। রভস—রহস্য; রস।
১৫। শ্রুতি—কর্ণ। অলঙ্কৃতি—অলঙ্কৃত; ভূষিত। ১৬। শলাক—কাঁটা।

তঁহি মনোভব, কোটি পরাভব,
ভুলল ভ্রমর লাখ ॥
দেখত দেখত, বেকত করত,
তরুণ তপন দণ্ড।
লোল কুণ্ডল, দীপতি মণ্ডল,
উয়ল যুগল গণ্ড ॥
নাসিক ওর, মোতিম কোর,
ভোর জগত রীঝ।
যৈছন কীর, চঞ্চু গীর,
পড়ত দাড়িম বীজ ॥
বিম্ব অধর, অতি সুমধুর,
ঈষত হসিত ছন্দ।
হেরত বরজ, যুবতী উমতী,
ধরতি পড়তি ধন্দ ॥
থকিত চকিত, সরস অলস,
রচন বচন আধা।
আনন্দ হিল্লোলে, ভুবন মগন,
ধরণী ভরয়ে সুধা ॥

১। মনোভব—কামদেব। ৩। বেকত—ব্যক্ত।
৪। তরুণ—যুবা ; নবীন। ৫। লোল—চালিত ; দোলায়মান।
দীপতি—দীপ্তি। ৭। ওর—সীমা ; শেষ।
৮। রীঝ—লজ্জা। ৯। যৈছন—যেমন। কীর—শুক পক্ষী।
চঞ্চু—ঠোঁট। ১২। হসিত—হাস্যযুক্ত।
১৩। উমতী—উন্মত্তা। ১৫। থকিত—স্থগিত।

খপূর কপূর, সহিত লোহিত,
দশন বসন সাজ।
প্রবাল আবলী, বেঢ়ল বান্ধুলী
অরুণ রকত মাঝ॥
উজোর বিজুরী, থির হীর সারি,
দমন দশন বৃন্দ।
সিন্দুরে মণ্ডিত, মোতিম খণ্ডিত,
কুন্দ কোরক নিন্দ॥
চিবুক কূহরে হরল নাগর,
মানস হরিণী হেরি।
কস্তুরীর বিন্দু, কালোজলে দেল,
মদন মৃগ উঘেরী॥
কোটি সুধাকর মুখ মনোহর,
লাবনী অবনী ভোর।
চন্দন চিত্রক, ছলে কি লাগল,
নাহক চিত চকোর॥

১। খপূর—ঘট। কপূর—কর্পূর। ৩। বেঢ়ল—বেঢ়িল। বান্ধুলী—রক্তবর্ণ পুষ্প বিশেষ। ৪। অরুণ—লাল। রকত—রক্ত। ৫। উজোর—উজ্জ্বল। বিজুরী—বিদ্যুৎ। থির—স্থির। হীর—হীরক। ৬। দশন—দন্ত।
৮। কোরক—কলিকা। নিন্দ—নিন্দা করে।
১৬। নাহক—নাথের।

কম্বু গ্রীব, বন্ধু-জীব,
অম্বুজ নীপক মাল।
আমোদে লুবধ, ধাবই ক্ষুবধ,
গাবই ভ্রমর জাল ॥
বিদ্রুম মৌক্তিক, হেম হীরক,
ত্রিবলী হংস হার।
দয়িত যুবতী, লিখন রতন,
রচিত পদক সার ॥
অগুরু রচিত, বাহু যুগ চিত,
অঙ্গদ কঙ্কণ সাজে।
নীলমণি বনি, বলয় উরমী,
কর যুগে সুবিরাজে ॥
আধ আধ করি, কি বিধি মেটল,
অরুণ চান্দ কি বাদ।
নখ করতল, মাঝহি কমল,
অতয়ে ফুটল আধ ॥
উচ কটোর, কুচক জোর,
রুচির চোর সীত।

১। কম্বু—শঙ্খ। গ্রীব—গ্রীবা। বন্ধু-জীব—বাঁধুলি ফুল।
২। অম্বুজ—পদ্ম। নীপক—কদম্বের। মাল—মালা।
৩। ধাবই—ধাবিত হইতেছে। ৪। গাবই—গাইতেছে।
৫। বিদ্রুম—প্রবাল। মৌক্তিক—মুক্তার। ৭। দয়িত—প্রিয়।
১১। উরমী—অঙ্গুরীয়। ১৩। মেটল—সৃষ্টি করিল; নিষ্পাদন করিল।
১৭। উচ—উচ্চ। কটোর—কটোরা। কুচক—স্তনের।
১৮। রুচির—সুন্দর। সিত—শ্বেতবর্ণ।

সাস্ত কুম্ভ, রচিত কুম্ভ,
রুচি আরম্ভ রীত ॥
তঁহি পুরাতন, জগত অতুল,
নবীন যৌবন নিধি।
মদন মোহন, মোহন কারণ,
কামে কি দেয়ল বিধি ॥
গন্ধ বরচিত, অঙ্গে বিরাজিত,
চন্দন ঘুসৃণ চিত।
বিহি চিতাওল, পূজক মদন,
সদন দৈবক ভীত ॥
কুঞ্জক মেচক, বরজ বিরাজ,
ধৈরজ ধরম লুট।
তরুণ তপন, মথন রতন,
কিরণ দামিনী ছুট ॥
জলদ জড়িত, যৈছন তড়িত,
সিলিম নীলিম শাটী।
মন্থর চলিত, মধুর সিঞ্চিত,
চঞ্চল অঞ্চল ধটী ॥
নাভি সুশীতল, সরসি অতুল,
পিয় হিয় ঝাস থাপি।

১। পাঠান্তর—"সাত কুম্ভ"—গী, ক, ত।
৮। ঘুসৃণ—কুঙ্কুম। ৯। বিহি—বিধি।
১১। মেচক—ময়ূর পুচ্ছস্থ চন্দ্রক। ২০। ঝষ—মৎস্য।

হেরি কুচগিরি, উত্তরি পৈঠত,
এহিঁ লোমাবলী সাপি ॥
কেশরী রাজ, ক্ষীণ হিঁ মাঝ,
তিন ত্রিবলী লেখা।
একে একে তিন, ভুবন হারিয়া,
দেয়ল এ তিন রেখা ॥
কবহুঁ গোপত, কবহুঁ বেকত,
নাহ চিত রীত চোর।
হেরি শশিমুখী, নীবীছলে তথি,
বান্ধল পাটক ডোর ॥
সঘন জঘন, চক্র বিখণ্ডন,
সরস রসনা সাজ।
তাহে কি মদন, জিতল ভুবন,
বিজয় ডিণ্ডিম গাজ ॥
উরুযুগ দলি, কনক কদলী,
করভ কনক ছন্দ।
রমণ মোহন, বিরহ জলধি,
রতনের সেতুবন্ধ ॥

২। পাঠান্তর—"তহি লোমাবলী সাপি।"—গী, ক, ত।

৩। সিংহের ন্যায় ক্ষীণ মাজা। ৭। কবহুঁ—কখন।
গোপত—গুপ্ত। বেকত—ব্যক্ত। ৮। নাহ—নাথ।

১৪। ডিণ্ডিম—ঢোল। গাজ—শব্দ; নাদ।
পাঠান্তর—"বিজই ডিণ্ডিম গাজ"—গী, ক, ত।

জানু সম্পুট, গোপী-লম্পট,
জীবন সম্পদ চোর।
হাটক গঠিত, কটক রচিত,
চটক পটিম মোর॥
রতন রচিত, মঞ্জুল মঞ্জীর,
রঞ্জিত চরণ কঞ্জ।
মন্থর চলিত, মধুর সিঞ্চিত,
হংস বারণ গঞ্জ॥
উছলি চরণ, ও রবি কিরণ
দিগহি বিগহি ভাস।
নখ বিধু ধ্বত, পদতল গত,
তিমির করত নাশ॥
নখর নিকর, নিকে পসারল,
কত নিশাকর হাট।
পুনঃ পুন ছবি, দেখিয়া উবরি,
তমক হৃদয় ফাট॥
প্রপদ সহিত, জগত মোহিত,
বেকত অলত রাগ।
অধর বরণ, নাগত অরুণ,
নাগল কি পদ্ম আগ॥

৫। মঞ্জুল—মনোহর। মঞ্জীর—নূপুর। ৬। কঞ্জ—পদ্ম।
৮। বারণ—হস্তী। গঞ্জ—গঞ্জনা দেয়। ১৩। নিকর—সমূহ।
১৭। প্রপদ—চরণপ্রান্ত। ১৮। অলত—আলতা।

জিতল স্থথল, কমল বিমল,
চরণ তল কি পাঁতি।
ধূলী ভিন্ন পদ, চিহ্নক আমোদ,
ভুলল ভ্রমর মাতি ॥
মৃদুল অঙ্গুলী, সরস পরশ,
উরবি দরবি জাত।
হেরি বলরাম, পূর মন কাম,
ধরণী ধরয়ে মাথ ॥

নায়িকার পূর্ব্বরাগ। *

কামোদ।

ভালে সে চন্দন চান্দ,[১] নাগরী মোহন ফান্দ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।

---

* শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা-বর্ণন উদ্দেশে শ্রীরাধাকে নায়িকা এবং শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক সম্বোধন করা হইয়াছে।

দেখিয়া বা গুণ শ্রবণ করিয়া সঙ্গমের (মিলনের) পূর্ব্বে হৃদয়ে যে রাগ লোভ হয়, তাঁহাকেই পূর্ব্বরাগ বলা হইয়াছে।

"সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিয়া।
জনমে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া ॥
সেই পূর্ব্বরাগ * * * * "
—ভক্তমাল।

১। পাঠান্তর—"কপোলে চন্দন চান্দ"—পদামৃতসমুদ্র ও লীলাসমুদ্র।

বিনোদ ময়ূরের পাখে, জাতি কুল নাহি রাখে,
মো পুনি ঠেকিলুঁ ও না ফান্দে ॥
সই, কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া, ও রূপ নিছনি নিয়া,
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে ॥ ধ্রু ॥
দেখিয়া ও মুখ ছান্দ, কান্দে পূনমিক চান্দ,
লাজে ঘরে ভেজাঞা আগুনি।
নয়ান কোণের বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে,
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি ॥
আই আই মলুঁ মলু, কি রূপ দেখিয়া আলুঁ,
কালাঁ অঙ্গে পড়িছে বিজুরী।
স্বরূপে দঢ়াইলুঁ মনে, ও রূপ যৌবন সনে,
আপনি সাজাঞা দিলুঁ ডালি ॥
কি খেণে দেখিলুঁ তারে, না জানি কি হৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাসে কহে, ও রূপ দেখিয়া গো
কোন পামরি রবে ঘরে ॥

২। পুনি—পুনর্ব্বার। ৪। নিছনি—ছবি।
৬। পূণমিক—পূর্ণিমার। ৭। ভেজাঞা—দিই। আগুনি—আগুন।
১০। মলুঁ—মরিলাম। আলুঁ—আসিলাম। ১১। বিজুরী—বিদ্যুৎ।
১৩। বিভিন্ন পাঠ—"দিলুঁ" স্থলে "দিব"—পদামৃতসমুদ্র ও লী, স'৭
১৭। পাঠান্তর—"কোন বা পামরী রহে ঘরে।"—ঐ।

মল্লার।

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম্।
মুরতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মলুঁ মলুঁ কিনা রূপ দেখিলুঁ স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥ ধ্রু॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন কোণে জাতি কুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী॥
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে॥

তুড়ি।

শুনইতে কানহি আনহি শুনত,
বুঝইতে বুঝই আন।

১। কিশোর বয়স—নবীন বয়স। বৈদগধি—রসিকতা। ঠাম—ভঙ্গী। ২। অভিনব—নূতন।
১২। পাঠান্তর—"পরাণ যেমন করে কহনে না যায়।"—ক্ষী, স।
১৪। বিভিন্ন পাঠ—"বলরাম দাস বলে কি হয় পরশে"—ঐ।
১৫। শুনইতে—শুনিতে। আনহি—অন্য। ১৬। আন—অন্য।

পুছইতে গদগদ উতর না নিকষই
কহইতে সজল নয়ান ॥
সখি হে কি ভেলি এ বর নারী।
কবহুঁ কপোল থকিত রহুঁ ঝামরী
জনু ধনহারী জুয়ারি ॥ ধ্রু ॥
বিছুরল হাস, রভস রস চাতুরী,
বাউরী জনু ভেলি গোরী।
খনে খনে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই,
সঘন ভরম ভেলি ভোরি ॥
কাতর কাতর নয়ানে নেহারই,
কাতর কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন,
ঝর ঝর এ দুই নয়ানী ॥
ঘন ঘন নয়নে, নীর ভরি আওত,
ঘন ঘন অধরহি কাঁপ।

১। নিকষই—নিঃসরণ হয়। ৩। ভেলি—হইল। বরনারী—সুন্দরী।
৪। কবহুঁ—কখনও। থকিত—স্থগিত। ঝামরী—মলিন।
৫। জনু—যেন। জুয়ারি—জুয়াচোর।
৬। বিছুরল—বিস্মৃত হইল। হাস—হাস্য। রভস—রহস্য।
৭। বাউরী—উন্মত্তা। ৮। খনে—ক্ষণে। দীঘ নিশসি—দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে। তনু মোড়ই—গা মোড়া দেয়।
১৩। পাঠান্তর—"ঝর ঝর কমল নয়ানী।"—লী, স।
১৪। আওত—আসিতেছে।

বলরাম দাস কহ, জানলুঁ জগমাহ,
প্রেমক বিষম সন্তাপ ॥

সুহই।

হেথা দূতি রাই সনে ছিলা।
শ্যাম চান্দে দেখিতে পাইলা ॥
রাইয়েরে দেখায় শ্যাম চান্দে।
হেরি রাই ফুকরিয়া কান্দে ॥
দূতি যাই নয়ান মুছায়।
না কান্দিহ বলি নিবারয় ॥
আমি ছলে মিলাইব শ্যাম।
তুমি হেথা করহ বিশ্রাম ॥
এত বলি চলে দূতি রঙ্গে।
মিলল শ্যাম ত্রিভঙ্গে ॥
বলরাম দাস সঙ্গে যায়।
শ্যাম মুখ ঘন ঘন চায় ॥ *

তুড়ি।

রসভরে মন্থর, লহু লহু চাহনি,
কি দিঠি চুনায়লি ভাতি।

১। জানলুঁ—জানিলাম। জগমাহ—জগৎ মধ্যে।
৮। নিবারয়—নিবারণ করে। * গীতরত্নাবলী।
১৫। লহু—লঘু; মৃদু। ১৬। দিঠি—দৃষ্টি। চুনায়লি—বাছিয়া লইল

গরল মাখি হিয়ে, শেল কি হানল,
জ্বর জ্বর করু দিন রাতি ॥
সজনি, ইথে লাগি কান্দয়ে পরাণ।
কত কত জনমক, পূণ ফলে মিলল,
দিঠি ভরি না হেরলু কান ॥ ধ্রু।
কতএ অমিয়া প্রীতি,— বচনে উগারই,
কুলবতী মোহন মন্ত্র।
সো হিয় লাগি, রজনী দিন জাগই
তুহি তুহি জিউ করু অন্ত ॥
নিশি দিসি সোঙরি, সোঙরি চিত আকুল,
ও গতি আধ আধ পায়।
হঠ করি মরমে, মরমে মঝু পৈঠল,
বিছুরে বিছুরি নাহি যায় ॥
কে দেই চন্দন তিলক বনায়ল,
সো ভেল হৃদয়ক ফান্দ।
বলরাম দাস কহ, অব আর না রহ,
কুল কি মরিজাদ ॥

৩। ইথে—এই জন্য। ৬। কতএ—কত।
উগারই—উদ্গীরণ করে। ৮। হিয়—হৃদয়।
৯। জিউ—জীবন। ১০। সোঙরি—স্মরণ করিয়া।
১২। হঠ—বল পূর্ব্বক। পৈঠল—প্রবেশ করিল।
১৩। বিছুরে—বিস্মৃত হইতে। ১৭। মরিজাদ—মর্য্যাদা।
লীলা সমুদ্র।

সুহই।

নব অনুরাগে ঘরে রহই না পারি।
গুরুজন পথ ধরি করত নেহারি॥
গুরুজন পরিজন সঙ্গে নিন্দে গেল।
দেখি ধনী অতি উৎকণ্ঠিত ভেল॥
বিছুরল আপনক বেশ বনান।
সখীগণ সঞে তব করল পয়ান॥
পূর্ণমিক চান্দ জিনিয়া মুখ জ্যোতি।
ঝলমল করে তনু কতয়ে মণি মোতি॥
থল কমল দল চরণ সঞ্চার।
নব অনুরাগে কত আরতি বিথার॥
আওল মদন কুঞ্জগৃহ মাঝ।
না হেরল তাহি বরজ যুবরাজ॥
বৈঠলি তহিঁ পুনঃ ছোড়ি নিশ্বাস।
নাগর আনিতে চলু বলরাম দাস॥

১। রহই—রহিতে। ২। করত নেহারি—নিরীক্ষণ করে।
৩। নিন্দে—নিদ্রা। ৪। ভেল—হইল।
৫। বিছুরল—বিস্মৃত হইল। আপনক—আপনার।
৬। সঞে—সঙ্গে। পয়ান—প্রস্থান।
৭। পূর্ণমিক চান্দ জিনিয়া—পূর্ণিমার চাঁদকে জয় করিয়া।
৮। কতয়ে—কত। ৯ ১০ থল কমল দল—স্থলপদ্মের পাতা।
১০। আরতি বিথার—আশক্তি বিস্তারিত করে।
১১। আওল—আসিল। ১২। তাহি—তথায়।
বরজ যুবরাজ—শ্রীকৃষ্ণ। ১৩। বৈঠলি—বসিল। তহিঁ—তথায়।
ছোড়ি—পরিত্যাগ করে। ১৪। চলু—চলিল।

বরাড়ী।

কাহে কমলমুখী ঝামরি ভেলি।
পালটি আওলি যমুনা নাহি গেলি॥
পুরুখ কহল ধনী থোর।
রোধল কণ্ঠ থকিত রহু বোল॥
আজু সতি মাধব শুভ দিন তোরি।
হেরলু তোহে অনুরাগিণী গোরী॥ ধ্রু॥
পুন পুন পুছই কাহে তুহুঁ ভোরি।
কোন পুরুখ রহু পন্থ আগোরি॥
সো নাহি শকতি কহত পুন বাত।
মরকত রতন দেখায়লি হাত॥
গোপতহুঁ অম্বরে মেটই লোর।
তবহুঁ ঢরকি পড়ু আঁচর ওর॥

১। কেন কমলমুখী মলিনা হইল।
২। পালটি আওলি—পুনরায় আসিল। নাহি গেলি—গেল না; স্নান করিয়া গেল। ৩। কহল—কহিল। থোর—অল্প।
৪। রোধল কণ্ঠ—কণ্ঠ রোধ হইল। থকিত—স্থগিত।
৫। সত্যই মাধব আজ তোমার শুভ দিন। ৬। হেরলু—দেখিল। গোরী—সুন্দরী। ৭। পুছই—জিজ্ঞাসা করি। কাহে—কেন। তুহুঁ—তুমি। ভোরি—বিভোর।
৮। রহু—রহে। পন্থ—পথ। আগোরি—আগলাইয়া।
৯। বাত—বাক্য। ১১। গোপতহি—গোপনে। মেটই—মোচন করে; থামায়। লোর—অশ্রু।
১২। তবহুঁ—তবুও। ঢরকি—উথলিয়া। আঁচর—অঞ্চল।

বলরাম কহ ধনি চাতক লেহ।
শুনি পহুঁ দিঠি ভেল শাওন মেহ॥

নায়কের পূর্ব্বরাগ। †

গান্ধার।

হেরতহি করু কত আদর।
পিরীতি বরিখ করু বাদর॥
পুছইতে কুশল তোহারি।
মুগধিনী কহই না পারি॥
মাধব কোনে কহব তছু কাহিনী।
রসবতী কোটি শিরোমণি॥ ধ্রু।
জানলু আরতি রাই।
কহল কুশল থির নাই॥

২। পহুঁ—প্রভু। দিঠি—চক্ষু। শাওন মেহ—শ্রাবণের মেঘ।

* লীলা সমুদ্র। † শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

"সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিয়া।
জনমে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া॥
সেই পূর্ব্বরাগ * * * "—ভক্তমাল।

৩। কত আদর করিয়া দেখিতেছেন।

৪। পিরীতি বর্ষায় বাদল করিল। ৫। পুছইতে—জিজ্ঞাসা করিতে। তোহারি—তোমার। ৬। মুগধিনী—বিহ্বলা। কহই—কহিতে।

৭। কোনে—কেমন করিয়া। তছু—তোমার। ৯। জানলু—জানিলাম; জানিলে। আরতি—আশক্তি। ১০। থির—স্থির।

শুন পুন শতগুণ বিকলি।
কহ লো বরজপতি কুশলি॥
মুরছি পড়ই যব গোরি।
কহল কুশল তব তোরি॥
তব থির পরসন নয়না।
হেরল বলরাম বয়না॥ *

বরাড়ী।

পহিলহি মোহে নিরখি লহু হাস।
পুন ধনী তেজলি দীঘ নিশ্বাস॥
ছলে হাম কহল তুয়া পরসঙ্গ।
থোড়ি মোড়ি মুখ ঝাঁপলি অঙ্গ॥
পরিখত যব হাম মাগত মেলানি।
গাঁথল হার উঘারল আনি॥

১। বিকলি—ব্যাকুলতা। ২। কুশলি—মঙ্গল।
৩। যখন শ্রীরাধিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ৫। পরসন—প্রসন্ন।
৬। হেরল—নিরীক্ষণ করিল। ৭। পহিলহি—প্রথমে।
মোহে—আমাকে। নিরখি—দেখিয়া। লহু—লঘু। হাস—হাস্ত।
৮। তেজলি—ত্যাগ করিল। দীঘ—দীর্ঘ।
৯। ছলে আমি তোমার প্রসঙ্গ বলিলাম। ১০। থোড়ি—অল্প।
মোড়ি—মুড়িয়া। ঝাঁপলি—আবৃত করিল।
১১। পরিখত—পরীক্ষা করিতেছি। যব—যখন। মাগত—বাঞ্ছা করে।
মেলানি—তত্ত্ব; উপহার। ১২। উঘারল—উন্মোচন করিল।

নায়ক নীলমণি লেই উঘারি।
শির পর থাপলি সো বরনারী ॥
সো পুন হার ভরল করি গাথ।
যতনহি পহিরলি লেই মঝু হাত ॥
তরলনয়ানী রহলি শির নাই।
বলরাম কহ পহুঁ কহত বুঝাই ॥ *

ধানশী।

শশীমুখী হেরলু অপরূপ সেহ।
শ্যামর সুন্দর রসময় দেহ ॥
শুনি তছু কাহিনী করুণ নিহারি।
ঘন ঘন চমকি রহলি সিতকারি ॥
কি কহব মাধব তুয়া পূণভাগ।
জানলু রাইক তোহে অনুরাগ ॥ ধ্রু ॥
পুন হাম কইলো তড়িত তহি হেরি।
পীতাম্বর জনু পাইব না হরি ॥
পুন ধনী ঝাপই পুলকিত গাত।
ছলবল লোরে রহলি নতমাথ ॥

২। বরনারী—সুন্দরী। ৫। নাই—নামাইয়া; নত করিয়া। * লীলা সমুদ্র। ৭। হেরলু—হেরিলাম। সেহ—সেই। ৮। শ্যামর—শ্যামবর্ণ। ১০। সিতকারি—আনন্দসূচক শব্দ করা। ১১। পূণভাগ—পূণ্যের অংশ। তুয়া—তোমার। ১৫। ঝাপই—আবৃত করে। ১৬। ছলবল—ছলছল।

সলিল ধার জনু মোতিক পাঁতি।
শুন ধনি দিঘলি শশীতনু ভাঁতি॥
বলরাম মনহি বিচার ন কৈলা।
প্রেম লখিমি মূরতি মতি ভেলা॥

ধানশী।

মাধব, ঐছে বচন শুনি সো সখী চললহি রাইক পাশ।
মনমাহা বচন রচন করি যৈছনে নাহক পূরয়ে আশ॥
অপরূপ দোতীক রীত।
সখীগণ সঙ্গে, রাই যাঁহা বৈঠই,
তাঁহি যাই উপনীত॥ ধ্রু।
শুন শুন রমণী শিরোমণি মুগধিনী,
তুয়া অনুগত ভেল শ্যাম।
তুয়া রূপ হেরি সোই ভেল আকুল,
কহই দাস বলরাম॥

৪। প্রেম যেন লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। লীলা সমুদ্র।
৫। চললহি—চলিল। ৬। মনমাহা—মন মধ্যে। রচন—রচনা।
যৈছনে—যে প্রকারে। নাহক—নায়কের (শ্রীকৃষ্ণের)।
৭। দোতীক—দূতীর। ৮। পাঠান্তর—"রাই যাঁহা বৈঠিয়া।"—
গী, ক, ত।
৯। তাঁহি—তথায়; সেখানে। ১২। ভেল—হইল।

শ্রীরাধিকার স্বয়ং দৌত্য।

কেদার।

রাই বোলহ করিব কি।

তিলেক তোমার পরশ না পাইলে

সেই ক্ষণে নাহি জী ॥ ধ্রু।

তোমার অঙ্গের সরস পরশ

পাইলে যে সুখ উঠে।

বুকের ভিতর বান্ধিয়া রাখয়ে,

ছাড়িতে পরাণ ফাটে ॥

বিহি নিদারুণ করিলেক ভিন

তোমা হেন গুণ নিধি।

এ মুখ দেখিয়া হৃদি উল্লাসয়ে

সকলি পাইনু সিধি ॥

হেন লও মনে প্রবেশিয়া বনে,

তোমারে করিয়া বুকে।

বলরাম চিতে দেখি দিন রাইতে

আপন মনের সুখে ॥ *

১। বোলহ—বল। ২। পরশ—স্পর্শ। ৩। জী—বাঁচি।

৮। বিহি—বিধি। ভিন—ভিন্ন। ১০। উল্লাসয়ে—পুলকিত হয়।

১১। সিধি—সিদ্ধি। ১৪। রাইতে—রাত্রে। * লীলা সমুদ্র।

অভিসার।

ধানশী।

হেরই পীন পয়োধর রোয়ই,
বিহিকে বোলই মন্দ।
গুরুয়া নিতম্ব ভরে, এভব দুবরি
ঝামরি ভেল মুখচন্দ॥
মাধব এ তুয়া কোন বিচার।
ননি পুতলি তনু, সরবই গরবই,
কৈছে করবি অভিসার॥ ধ্রু।
কাচুরি ফারি, চরণ তলে রোধই
নাসিক মোতি না রাখ।

---

* অভিসার লক্ষণ—

"প্রিয়র মিলন আশে কুঞ্জেতে গমন।
সঙ্কোচ পূর্ব্বক, অভিসারের লক্ষণ॥"—ভক্তমাল।

সম্ভোগ অভিলাষে নায়ক বা নায়িকার সঙ্কেত স্থানে গমন।

১। হেরই—দেখিয়া। পীন—উন্নত। পয়োধর—স্তন। রোয়ই—কাঁদে। ২। বিহিকে—বিধিকে। বোলই—বলে।
৩। গুরুয়া—গুরু; ভারি। দুবরি—দুর্ব্বল।
৪। ঝামরি—মলিন। ভেল—হইল। মুখচন্দ—মুখচন্দ্র।
৫। তুয়া—তোমার। ৬। সরবই—সর্ব্বদা। গরবই—গৌরবান্বিত।
৭। অভিসার—গমন। ৮। কাচুরি—কাঁচুলি। ফারি—ছিঁড়িয়া ফেলা।
৯। নাসিক—নাসিকার। মোতি—মুক্তা।

চলই না পারই, আরতি বাঢ়ই,
কাতরে মাগই পাথ ॥
চলতহি তুরিত, ক্ষণে পুন বৈঠত,
পদযুগে দেয়ই গারি।
কহ বলরাম, ততহি অতি দুতর,
লোচনে শাওন বারি ॥ *

কেদার।

বাঁশী রবে উনমত পুলকিত মনে।
সাজল নিকুঞ্জ বনে শ্যাম দরশনে ॥
মণিময় আভরণ বিচিত্র বসনে।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করিলা গমনে ॥
গজেন্দ্র গমনে যায় রাই বিনোদিনী।
রমণীর শিরোমণি কানু মন মোহিনী ॥
চলিতে না পারে রাই নিতম্বের ভরে।
ধৈরজ ধরিতে নারে মুরলীর স্বরে ॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই ইতি উতি চায়।
মাধবীলতার তলে পাইলা শ্যাম রায় ॥

১। আরতি—আশক্তি। ২। পাথ—পক্ষ।
৩। চলতহি—চলিতেছে। তুরিত—শীঘ্র। ৪। গারি—গালি।
৫। ততহি—তথা। দুতর—দুস্তর। ৬। শাওন—শ্রাবণ।
* লীলা সমুদ্র। ৭। উনমত—উন্মত্ত।
৮। সাজল—সাজিল। ১৫। ইতি উতি—এদিক ওদিক।

আইস আইস বিনোদিনী ডাকে বিনোদিয়া।
চকোর ধাইল যেন চান্দেরে পাইয়া॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
নিজ অঙ্গবাসে মুছে বদন কমলে॥
হাটিয়া আসিতে কত বেজেছে চরণে।
এত দুখ দিল মোর মুরলীর তানে॥
দুহুঁ তনু মিলল মনের হরিষে।
বলরাম দাস চলি গেল আশে পাশে॥ *

ভূপালী।

চান্দ বদনী ধনী করু অভিসার।
নব নব রঙ্গিণী রসের পসার॥
মধু ঋতু রজনী উজোরল চন্দ।
সুমলয় পবন বহয়ে মৃদু মন্দ॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিনী বাজ॥
নূপুর চরণে বাজয়ে রুণু ঝুনু।
মদন বিজয়ী বাণ হাতে ফুলধনু॥

১। বিনোদিয়া—শ্রীকৃষ্ণ। ৩। পসারিয়া—বিস্তার করিয়া।
* গীতরত্নাবলী।
৯। চাঁদবদনী ধনী (শ্রীরাধিকা) গমন করিতেছেন।
১১। উজোরল—উজ্জ্বলিত করিল।
১২। "বহই" পাঠও দেখা গিয়াছে।

বৃন্দা বিপিনে ভেটল শ্যাম রায়।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায়॥
ধনী মুখ হেরিয়া মুগধ ভেল কান।
বৈঠল তরু তলে দুহুঁ এক ঠাম॥
পূরল দুহুঁক মরম অভিলাষ।
আনন্দে হেরত বলরাম দাস॥

ধানশী।

সাজল রসবতী সহচরী সঙ্গ।
মনমথ সমর মনহি মন রঙ্গ॥
কালিন্দী কূলে নিকুঞ্জক মাঝ।
রঙ্গভোমি অতি সুললিত সাজ॥
ঋতুপতি চমূপতি নব পরবেশ।
আওল বিপিনে রচন করি বেশ॥
মদন কুঞ্জমাহা, শ্যাম রণধীর।
সাজলি তহিঁ ধনী সমরে সুধীর॥
ঐছনে হেরইতে কানুক পাশ।
কহইতে আওল বলরাম দাস॥

১। ভেটল—মিলিত হইল। ৪। ঠাম—স্থান।
৭। সাজল—সাজিল। ৯। কালিন্দী—যমুনা। নিকুঞ্জক—নিকুঞ্জের।
১০। রঙ্গভোমি—রঙ্গভূমি; নাট্যশালা। ১১। চমূপতি—সৈন্যাধ্যক্ষ। পরবেশ—প্রবেশ।
১২। আওল—আসিল। ১৩। কুঞ্জমাহা—কুঞ্জমধ্যে।

বলরামদাস।

(দূতীর উক্তি।)

গান্ধার।

যাকর মাঝ হেরি মৃগ রাজ।
ভয়ে পৈঠল গিরিকন্দর মাঝ॥
শুনইতে সচকিত সবহুঁ মতঙ্গ।
চরণহি সোঁপল নিজ গতি ভঙ্গ॥
আনি দেই নিজ লোচন ভঙ্গী।
বন পরবেশল সবহুঁ কুরঙ্গী॥
মঙ্গল কলস পয়োধর জোর।
তঁহি নব পল্লব অধর উজোর॥
চৌদিশে মধুকর মন্ত্র উচার।
ঋতুপতি যোধে ভেল আগুসার॥

১। যাকর—যাহার। মৃগরাজ—সিংহ। পাঠ "মৃগমদরাজ"—পী, ক, ত।

২। পৈঠল—প্রবেশ করিল। ১—২। যাহার মাঝা দেখিয়া সিংহ গিরিকন্দরে ভয়ে প্রবেশ করিল।

৩। "সচকিত" স্থলে "চমকই"—পী, স।

৩—৪। সমস্ত হস্তীগণ সচকিত হইয়া আপন আপন গমন ভঙ্গী তাঁহার পদতলে সমর্পণ করিল। ৬। পরবেশল—প্রবেশ করিল।

৫—৬। সমস্ত মৃগ আপন আপন নয়ন ভঙ্গী আনিয়া দিয়া বনে প্রবেশ করিল। ৭। জোর—জোড়া। ৯। চৌদিশে—চারি দিকে। উচার—উচ্চারণ করে। ১০। যোধে—যুদ্ধে। আগুসার—অগ্রসর। পাঠান্তর—"ভেল" স্থলে "পহিলে"—পী, স।

একলি চড়িল মনোরথ মাহ।
দৃঢ় করি কঞ্চুক কয়ল সন্নাহ॥
অব কি করব হরি করহ বিচারি।
তুয়া পর সুন্দরী সাজল ধারি॥ ধ্রু।
লোচন বাণ করল শর জাল।
দশদিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ার॥
যব করে পরশল কুসুম চাপ।
তবধরি মঝু হিয়া থরহরি কাঁপ॥
কুসুম বিশিখ যব লেওব হাত।
পড়ব কুসুম শর বজর বিঘাত॥
বিধুমুখী নিধুবন সমরে সুধীর।
যতনে পাওল ঋতু পতি বীর॥
সেই করব তহিঁ বীরকদাপ।
তাকর কৌন সহব পরতাপ॥
সো যব আওব রঙ্গক ঠাম।
কহ বলরাম কি কহ পরিণাম॥

১। মাহ—মধ্যে। ২। কঞ্চুক—কাঁচুলি। সন্নাহ—পরিধান; পরান। বিভিন্ন পাঠ—"দৃঢ় কঞ্চুক তহি কয়লি সন্নাহ"—লী, স।

৬। দশদিক অন্ধকার হইল। ৭। যব—যখন।

৮। তবধরি—তদবধি। মঝু—আমার। ৯। বিশিখ—বাণ; শর।

১০। বিঘাত—আঘাত। ১৩। দাপ—দর্প।

১৪। তাকর—তাহার। কৌন—কে। সহব—সহিবে। পরতাপ—প্রতাপ।

১৬। পাঠান্তর—"কহ বলরাম কি হবে পরিণাম।"—লী, স।

(উত্তর।)

ধানশী।

শুনইতে উলসিত সব অঙ্গ মোর।
ভেটব সমরে ধীর সখি তোর॥
সঙ্গর রঙ্গ হৃদয়ে মঝু আছ।
আগে তুহুঁ সব বিসরব হাম পাছ॥
এ সখি এ সখি তুহুঁ নাহি ডরবি।
হামারি বীরপণ দেখি কিয়ে মরবি॥ ধ্রু।
সিংহ মাতঙ্গ কুরঙ্গ নহ কোই।
ত্রিভুবন শোহন মোহন হোই॥
ঋতুপতি কোটি ছোটি করি জান।
মনমথ কোটি মথন হাম কান॥
কি করব মধুকর মন্ত্র উচার।
শ্যাম ভ্রমর যাহা কমল বিহার॥

১। শুনইতে—শুনিতে। উলসিত—উল্লাসিত।
২। ভেটব—মিলিত হইব। ৩। সঙ্গর—যুদ্ধ। মঝু—আমার।
৪। বিসরব—দলবদ্ধ হইবে; যাইবে। গী, ক, তে "বরিষব" পাঠ দৃষ্ট হইল। হাম—আমি।
৫। পাঠান্তর—"এ সখি রঙ্গিনি তুহুঁ নাহি ডরবি।"—লী, স। ডরবি—ভীতা হইবি। ৬। বীরপণ—বীরপণা। মরবি—মরিবি।
৭। কোই—কেহ। ৮। শোহন—শোভন।
৯। ছোটি—ছোট। ১০। কান—কানাই।
১১। বিভিন্ন পাঠ—"কি করব অলিকুল মন্ত্র উচার।"—লী, স। উচার—উচ্চারণ।

অবলা কি করব রণ বলক্ষীণা।
সহচরীগণ বল যুগতি বিহীনা ॥
কিয়ে ছিয়ে ফুলধনু কুসুমক বাণ।
হিয়ে মণি কিরণহিঁ করব মৈলান ॥
ভাঙ চাপ মঝু বিশিখ কটাখ।
বরিখনে জর জর করবহিঁ তাক ॥
ভুজযুগবল্লী পাশে করি বন্ধ।
গিরব গিরায়ব কতহুঁ করি ছন্দ ॥
সো ধনী কয়ল যো কঞ্চুক সন্না।
নখর কৃপাণে হাম করব বিভিন্না ॥
নিরদয় হৃদয় কপাটক চাপে।
লঙ্ঘিব কুচগিরি আপন প্রতাপে ॥

১। "বলক্ষীণা" স্থলে "বলহীনা"—লী, স। ২। যুগতি—যোগ্যতা।
৩। কিয়ে—কিবা। ছিয়ে—ছি। ৪। হিয়ে—হৃদয়ে। মৈলান—উপহার। পাঠান্তর—"হিয়ে মণি কিরণ কি করব মৈলান"—গী, ক, ত। ৫। ভাঙ—ভ্রূ। চাপ—ধনুক। বিশিখ—বাণ। কটাখ—কটাক্ষ। ভ্রূ আমার ধনুক, কটাক্ষ আমার শর।
৬। বর্ষণ করিয়া তাহাকে জর জর করিব।
৭। ভুজযুগবল্লী—ভুজলতাদ্বয়। ৮। গিরব—পতিত হইব। গিরায়ব—ফেলিব। কতহুঁ—কত। ছন্দ—ছাঁদ।
৯। কঞ্চুক সন্না—কাঁচলি পরিধান।
১০। কৃপাণ—খড়্গ।
১১। নিরদয়—নির্দ্দয়। কপাটক—কপাটের।

রণ রথ জঘন করব অবলম্ব।
যুঝব যুঝায়ব করি কত দম্ভ॥
নব পল্লব জিনি অধর সুধাতে।
করব বিখণ্ডন বদন বিঘাতে॥
তব যদি দৈবে করয়ে বিপরীতে।
ঐছন যুগতি করব হাম চিতে॥
সরবস দেই লেয়ব তছু শরণে।
প্রাণ পরাজিত সোঁপব চরণে॥
তুহুঁ পদ সেবন হিয়ে অভিলাষ।
বলরাম দাস হিয়ে এ বড়ি উল্লাস॥ *

১। জঘন—জঙ্ঘা। অবলম্ব—অবলম্বন। ২। যুঝব—যুদ্ধ করিব।
৪। বিঘাতে—আঘাতে।
৭। সরবস—সর্ব্বস্ব। সর্ব্বস্ব দিয়া তাহার শরণ লইব।
৮। পরাজিত প্রাণ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিব।
৯—১০। "জনমে পদ সেবন আশে।
গোবিন্দ দাস চিতে বড়ই উল্লাসে॥"—লী, স।

* লীলাসমুদ্র'গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে এই পদের ভণিতায় গোবিন্দ দাসের নাম নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সঙ্কলিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থেও এই পদ নাই। ইহা বলরাম দাসের পদ তাহার সন্দেহ নাই।

রসোদ্গার।

সুহই।

সুন্দরি বুঝিলুঁ তোমার ভাব।

প্রেমরতন, গোপতে পাইয়া,

ভাঁড়িলে কি হবে লাভ॥

আনছলে কহ, আনের কথা,

বেকত পিরীতি রঙ্গ।

রসের বিলাসে, অঙ্গ ঢল ঢল,

রঙ্গিত প্রেমতরঙ্গ॥

ভাবের ভরে, চলিতে না পার,

চরণ হইল হারা।

কানুর সনে, নিকুঞ্জ বনে,

রঙ্গেতে হইয়াছ ভোরা॥

১। বুঝিলুঁ—বুঝিলাম। ২। গোপতে—গোপনীয়ভাবে।

৩। ভাঁড়িলে—ভাঁড়াইলে; ছলনা করিলে।

৪। আনছলে—অন্যছলে।

৫। পাঠান্তর—"বেকত পিরীতি ভঙ্গ।"—নী, স। বেকত—ব্যক্ত।

৬—৭। বিভিন্ন পাঠ—"রসের বিলাসে, অঙ্গ চর চর,

রঙ্গিত রস তরঙ্গ।"—ঐ।

৯। পাঠান্তর—"বচন হইল হারা।"—ঐ। ১১। ভোরা—বিহ্বল।

পুছিলে না কহ, মনের মরম,
এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে, কি আর বলিবে,
ভাবেতে মজিল চিত॥

সিন্ধুড়া।

মরম কহিলুঁ, মো পুনঃ ঠেকিলুঁ,
সে জনার পিরীতি ফান্দে।
রাতি দিন চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
তারে সে পরাণ কান্দে॥
বুকে বুকে মুখে, চোখে লাগি থাকে,
তবু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া, হিয়ার মাঝারে,
আমায় রাখিতে চায়॥

১। পুছিলে—জিজ্ঞাসা করিলে। ৪। চিত—চিত্ত।

৫। কহিলুঁ—কহিলাম। মো—আমি। ঠেকিলুঁ—ঠেকিলাম।

৬। ফান্দে—ফাঁদে।

৯—১০। পাঠান্তর—"বুকে বুকে মুখে, চোখে লাগিয়া থাকোঁ,
তভু মোরে সদাই হারায়।"—পদামৃতসমুদ্র।
"বুকে বুকে মুখে, চোখে লইয়া থাকে,
তভু মোরে সেজে না সোওয়ায়।"—লী, স।

১২। বিভিন্ন পাঠ—"আমারে থুইবারে চায়।"—
পদামৃত সমুদ্র ও লী, স।

হার নহোঁপিয়া,. গলায় পরয়ে,
চন্দন নহোঁ মাথে গায়।
অনেক যতনে, রতন পাইয়া,
থুইতে সোয়াস্ত না পায়॥
কর্পূর তাম্বুল, আপনি সাজিয়া,
মোর মুখে ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া, চিবুক ধরিয়া,
মুখে মুখ দেই লেয়॥
সাজাঞা কাচাঞা, বসন পরাঞা,
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে, মুখ নিরখিতে,
তিতিল নয়ান লোরে॥
চরণে ধরিয়া, যাবক রচই,
আলাঞা বান্ধয়ে কেশ।

৪। পাঠান্তর—"কি করিবে সোয়াথ না পায়।"—পদামৃত সমুদ্র।

৮। লেয়—লয়।

৯—১০। বিভিন্ন পাঠ—"সাজাইয়া কাচাইয়া, বসন পরাইয়া,
আদরে বৈসায় কোরে।"
লী, স ও পদামৃত সমুদ্র।

১২। তিতিল—ভিজিল। লোর—অশ্রু।

১৩—১৪। বিভিন্ন পাঠ—"বসন লইয়া, মুখানি মোছাইয়া,
আলুআইয়া বান্ধে কেশ।"—পদামৃতসমুদ্র।
"মুখানি মোছায়া, পরায় সিন্দুর,
খসায়া বান্ধয়ে কেশ।"—লী, স।

যাবক—আলতা।

বলরাম চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
পাঁজর হইল শেষ ॥

ধানশী।

রাতি দিন চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে,
ঘন ঘন মুখ খানি মাজে।
উলটি পালটি চায়, সোয়াস্ত নাহিক পায়,
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে ॥
সই! ও দুঃখ লাগিয়াছে মনে।
যারে বিদগধ রায়, বলিয়া জগতে গায়,
মোর আগে কিছুই না জানে ॥ ধ্রু।
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি, জাগিয়া পোহায় রাতি,
নিন্দ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে; খেনে করে উতরোলে,
তিলে শতবার মুখ চুমে ॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে,
হিয়া হইতে শেজে না ছোয়ায়।
দারিদ্রের ধন হেন, রাখিতে না পায় স্থান,
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ॥

৬। আরতি—আশক্তি। ৮। বিদগধ—রসিক।
১১। নিন্দ—নিদ্রা। পিয়া—প্রিয়।
১২। পাঠান্তর—"ঘন ঘন করে কোলে, প্রাণ প্রাণ কত বোলে," —
লী, স।

ধরিয়া দুখানি হাতে, কখন ধরয়ে মাথে,
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয়, ক্ষণে আঁখি মুদি রয়,
বলরাম কি কহিতে পারে॥

তুড়ি।

নয়ানে নয়ানে, থাকে রাতি দিনে,
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া, মুখানি তুলিয়া,
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে॥
সই! কি ছার পরাণ ধরি।
কি তার আরতি, কিবা সে পিরীতি,
জীতে কি পাসরিতে পারি॥
নিশ্বাস ছাড়িতে, গুণে পরমাদ,
কাতর হইয়া পুছে।
বালাই লইয়া, মো মরোঁ বলিয়া,
আপনা দিয়া কত নিছে॥
না জানি কি সুখে, দাড়াঞা সমুখে,
যোড় হাতে কিবা মাগে।
যে করয়ে চিতে, কে যাবে প্রতীতে,
বলরাম চিতে জাগে॥

৫। নয়ান—চক্ষু। ৭। মুখানি—মুখখানি।
১০। আরতি—আশক্তি; প্রেম। ১১। জীতে—জীবনে।
পাসরিতে—ভুলিতে। ১৩। পুছে—জিজ্ঞাসা করে।

বিভাষ।

কিবা সে কহিব, বন্ধুর পিরীতি,
তুলনা দিব যে কিসে।
সমুখে রাখিয়া, মুখ নিরখিয়া,
পরাণ অধিক বাসে ॥
আপনার হাতে পাণ সাজাইয়া,
মোর মুখ ভরি দেয়।
মোর মুখে দিয়া, আদর করিয়া,
মুখে মুখ দিয়া লেয় ॥
মরোঁ মরোঁ সই! বন্ধুর বালাই লৈয়া
না জানি কেমনে, আছয়ে বন্ধুয়া,
মোরে কাছে না দেখিয়া ॥ ধ্রু।
করতলে ঘন, বদন মাজই,
বসন করয়ে দূর।
পরশিতে অঙ্গ, সকলি সোঁপিলুঁ,
ধৈরজ পাওল চূর ॥
মরম বান্ধল, নানা সুখ দিয়া,
বচন ঠেলিতে নারি।

৩। পাঠান্তর—"মুখ নিরখয়ে"—গী, ক, ত ও লী, স।

৮। বিভিন্ন পাঠ—"আপন মুখ মেলি লয়।—লী, স।

১০। পাঠান্তর—"আছয়ে তখন"—গী, ক, ত।
"করিছে বন্ধুয়া"—লী, স।

১৫। চূর—চূর্ণ।

যখন যেমতি, করে অনুমতি,
তখনি তেমতি করি॥
তোর সঞে সখি, কথাটি কহিতে,
সোয়াস্ত না পাঙ হিয়া।
বলরাম কহে, মরি যাই হেন,
পিরীতি বালাই লৈয়া॥

ভাটিয়ারী।

নানা ন্যাস বেশ করি, পরায় পাটের শাড়ী,
সাধে সাধে সমুখে হাঁটায়।
দেখিয়া হাঁটন মোর, হইয়া আনন্দে ভোর,
দুই বাহু পসারিয়া ধায়॥
সই! তেঞি সে হিয়ার মাঝে জাগে।
কত কুলবতী যারে, হেরিয়া ঝুরিয়া মরে,
সেই যোড় হাতে মোর আগে॥ ধ্রু।
অতি রসে গরগরি, কাঁপে পঁহু থরহরি,
আরতি করিয়া কোলে করে।
ঘন ঘন চুম্বনে, নিবিড় আলিঙ্গনে,
ডুবাইল রসের সাগরে॥

৪। পাঙ—পাই; পায়। ৬। "পিরীতি নিছনি লইয়া"—পাঠও আছে।
৭। ন্যাস বেশ—বেশ বিন্যাস। ১০। পসারিয়া—বিস্তার করিয়া।
১৫। আরতি—আদর। ১৬। পাঠান্তর—"ঘন ঘন আলিঙ্গনে"—
লী, স।

চন্দন মাখায় গায়, দেয় বসনের বায়,
নিজ করে তাম্বুল খাওয়ায়।
বিনি কাজে কত পুছে, কত না মুখানি মোছে,
হেন বাসে দেখিতে হারায়॥
"তুমি মোর ধন প্রাণ, তোমা বিনা নাহি আন,"
কহে প্রিয়া গদগদ ভাষে।
যতেক পিরীতি তার, জগতে কি আছে আর,
কি বলিবে বলরাম দাসে॥

ধানশী।

কি কহব বঁধুর পিরীতি।
নিরপম সকল কি রীতি॥
আপনা না জানে আমা পিয়ে।
রাখে মোরে হিয়ায় পুরিয়ে॥
সদায় বদন নিরখয়।
তবু আঁখি তিরপিত নয়॥
বচন শুনিতে সাধ কত।
রহে যেন সেবকের মত॥

১। বায়—বাতাস। ৩। পুছে—জিজ্ঞাসা করে। মুখানি—মুখখানি।
৫—৬। বিভিন্ন পাঠ—"তুমি মোর জাতি প্রাণ, তোমা বহি নাহি আন,
বোলে প্রিয়া গদগদ ভাষে।"—পী, স।
১০। নিরপম—নিরুপম। ১৩। নিরখয়—দেখে।
১৪। তিরপিত—তৃপ্ত।

আলতা পরায় মোর পায়।
আপনার নাম লেখে তায়॥
বলরাম দাসে কহে সার।
শ্যাম বঁধু রসের পাঁথার॥

সম্ভোগ মিলন।

সুহই।

নিকুঞ্জ মন্দিরে রাই প্রবেশিলা রঙ্গে।
আপন বরণ দেখে শ্যামক অঙ্গে॥
আন রমণী কহি নিবারই দিঠ।
ফিরিয়া চলিলা ধনী শ্যাম করি পীঠ॥
আকুল গোকুল চাঁদ পসারিয়া বাহু।
শরদের চাঁদ যেন গরাসয়ে রাহু॥
দরশে বিরস কেনে কিয়ে অপরাধ।
চাঁদ বিনে চকোর না জীয়ে তিল আধ॥
বলরাম দাস কহে শুন বিনোদিনি।
শ্যাম অঙ্গে কত কোটি দরপণ জিনি॥

পদার্ণব সারাবলী। ৬। শ্যামক—শ্যামের। গীতকল্পতরুতে "আপন বরণ রাই দেখে শ্যামক অঙ্গে।"—পাঠ আছে।
৭। আন—অন্য। নিবারই—নিবারণ করে। দিঠ—দৃষ্টি।
৮। ধনী শ্যামের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া চলিলেন।
১০। গরাসয়ে—গ্রাস করে। ১১। দরশে—দরশনে।
১২। জীয়ে—বাঁচে।

বিহাগড়া।

দুহুঁ দুহুঁ নয়ানে নয়ানে ভেল মেলি।
লখই না পারই কলহ কিয়ে কেলি॥
গদ গদ বচন কহই নাহি পারি।
যৈছন রোখে অবশ রহু থারি॥
ভাঙ ধনুয়া পর করই সন্ধান।
মরমহি হানল মনমথ বাণ॥
ঋতুপতি সমতি শৈলপতি রাজ।
আগহি ভেজল সমরক সাজ॥
মুকুলিত চূত অশোক বক ফুল।
ভৈ গেল সবহুঁ বিশিখ সমতুল॥
তাহে মলয়ানিল ভেল অনুকূল।
বাওই রণ বাজন দ্বিজ কুল॥
অপরূপ রঙ্গভোমি বন মাঝ।
বৈঠল দুহুঁ জন সমর সমাঝ॥

১। দুই জনের নয়নে নয়নে মিলন হইল। ২। লখই—দেখিতে। কিয়ে—কি ; কিবা। কেলি—করিলে। ৩। কহই—বলিতে। ৪। রোখে—রোষে। থারি—দাঁড়াইয়া। ৫। ভাঙ—ভ্রূ। ধনুয়া—ধনু। পর—উপর। ৬। মরমহি হানল—মরমে হানিল। ৭। ঋতুপতি—বসন্ত কাল। সমতি—সমভিব্যাহারে। শৈলপতিরাজ—মলয়ানিল। ৮। আগহি—আগেই। ভেজল—প্রেরণ করিল। সমরক—যুদ্ধের। ১০। ভৈ গেল—হইল। সবহুঁ—সকল। বিশিখ—শর ; বাণ। সমতুল—সমতুল্য। ১২। বাওই—বাজায়। দ্বিজকুল—পক্ষ্যাদি। ১৩। রঙ্গভোমি—রঙ্গভূমি। ১৪। সমাঝ—সমাজ।

রতিরণ বীরক নয়ন শরজালে।
ভাগল সহচরী দূরহি নেহালে॥
ভুজে ভুজে দুহুঁ জন বন্ধন ছন্দ।
বলরাম দাস কহে লাগল ধন্ধ॥

পঠমঞ্জরী।

কুসুম ভরে নব পল্লব দোল।
মধু পিবি মধুকরী মধুকর বোল॥
তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায়।
দুহুঁ জন আরতি চন্দন বায়॥
পূর্ণমিক রাতি মোহন ঋতুরাজ।
বৈদগধি বিদগধ মিলল সমাজ॥
নাহ নীলমণি বরণ সুঠাম।
রাই মুকুর কাঞ্চন দশবাণ॥
দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি।
রাই ভেল শ্যাম শ্যাম ভেল গোরী॥
আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস।
ওরূপ বলিহারি বলরাম দাস॥

১। বীরক—বীরের। ২। ভাগল—পলায়ন করিল।
দূরহি নেহালে—দূরে হইতে নিরীক্ষণ করে।
৫। দোল—দোলে। ৬। পিবি—পান করিয়া।
৯। পূর্ণমিক—পূর্ণিমার। ঋতুরাজ—বসন্তকাল।
১০। বৈদগধি—রসিকতা। বিদগধ—রসিক।
১১। নাহ—নাথ। বরণ—বর্ণ। ১২। মুকুর—দর্পণ।
১৩। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া বিভোর হইলেন।
১৫। উপজল হাস—হাসির উৎপত্তি হইল।

শ্রীরাগ।

সব সখীগণ সঞে, রাই সুধামুখী,
কানুক ভোজন শেষ।
ভুঞ্জয়ে কত, পরমানন্দ কৌতুকে,
গুণমঞ্জরী পরিবেস॥
অপরূপ ভোজন কেলি।
করিয়া আচমন, নিভৃত নিকেতন,
চলু সব সহচরী মেলি॥
রতন পালঙ্কপর, সুতল রাই কানু,
প্রিয় সখী তাম্বুল দেল।
ক্ষণে এক নিন্দে, নিন্দায়লি দুহু জন,
বলরাম হরষিত ভেল॥

কেদার।

রাধামাধব রতি রণ বিরমে।
বৈঠল মাধব রাধা বামে॥
হেরি সহচরী কোই চামর বীজই।
বয়ন পাখালি বসনে কোই মোছই॥

১। সঞে—সঙ্গে। ২। কানুক—কানুর। ৩। ভুঞ্জয়ে—ভোজন করে।
৪। পরিবেস—পরিবেষণ। ৭। চলু—চলিল। মেলি—মিলিত হইয়া।
৮। সুতল—শুইল। ৯। তাম্বুল—পান। ১০। নিন্দে—নিদ্রা যায়।
১২। রাধামাধব রতিরণের পর বিশ্রাম করিতেছেন।
১৩। বৈঠল—বসিলেন। ১৪। কোই—কোন। বীজই—ব্যজন করে।
১৫। বয়ন—বদন। পাখালি—প্রক্ষালন করিয়া। মোছই—মোছে।

কোই সখী দেয়ল তাম্বুল বয়ানে।
আনন্দে হেরই ঢর ঢর নয়ানে॥
কোই সখী দেয়ত গন্ধ সুবাসে।
চরণ সেবন করু বলরাম দাসে॥

বরাড়ী।

রাধা মাধব, শয়নহি বৈঠল,
আলসে অবশ শরীর।
তবহি বনেশ্বরী, বহুত যতন করি,
আনল সারী শুক কীর॥
হেরি দোঁহে ভেল আনন্দ।
রাইক ইঙ্গিতে, বৃন্দা পঢ়াওত,
বহু গীত পদ্য সুছন্দ॥
কানুক রূপগুণ, শুক করু বর্ণন,
প্রেমে প্রফুল্লিত পাখ।
সারী পঢ়ত, রাই গুণামৃত,
কানুক বুঝিয়া কটাখ॥

১। দেয়ল—দিল। ২। ঢর ঢর—ঢল ঢল। ৩। দেয়ত—দিতেছে।
৪। করু—করেন। ৫। শয়নহি বৈঠল—শয়ন করিয়া উঠিয়া বসিল।
৬। আলসে—আলস্যে। ৭। তবহি—তখন। বহুত—অনেক।
৮। আনল—আনয়ন করিল। কীর—শুকপক্ষী।
১০। পঢ়াওত—পড়াইতে লাগিল। ১২। করু—করে।
১৩। পাখ—পক্ষ। ১৪। পাঠান্তর—"সারী পঢ়ত যত"—গী, ক, ত।
১৫। কটাখ—কটাক্ষ।

ঐছন দুহুঁ জন ইঙ্গিতে দুহুঁ পুন,
পাঠ করত অনুপাম।
সো বচনামৃত, শ্রবণহি শুনব,
কব ইহ দাস বলরাম॥

রসালস।

সুহই।

পদ আধ চলন্ত, খলত পুন বেরি।
পুন ফেরি চুম্বয়ে দুহুঁ মুখ হেরি॥
দুহুঁ জন নয়নে গলয়ে জলধার।
রোই রোই সখীগণ চলই না পার॥
ক্ষেণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার।
গলিত বসন ফুল কুন্তল ভার॥
নূপুর আভরণ আঁচরে নেল।
দুহুঁ অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল॥

৪। কব—কবে। ৫। এক আধ পা যায় এবং পুনর্ব্বার পড়িয়া যায়।
৬। ফেরি—ফিরিয়া। চুম্বয়ে—চুম্বন করে।
৭। গলয়ে—গলে; বহির্গত হয়।
৮। রোই—রোদন করিয়া। চলই—চলিতে।
৯। ক্ষেণে—ক্ষণে। নেহার—নিরীক্ষণ করে। ১১। নেল—লইল।

পুনঃ পুন হেরইতে হেরই না পায়।
নয়নক লোরহিঁ বসন ভিগায় ॥
চলইতে হেরল নিকটহিঁ গেহ।
পীত বসনে সব গোপয়ে দেহ ॥
আপাদ মস্তক সব বসনে বেয়াপি।
অলপে অলপে চলে পদযুগ চাপি ॥
নিজ মন্দিরে ধনি আওলি দেখি।
গুরুজন গৃহে পুন সচকিতে পেখি ॥
তুরিতহিঁ বৈঠলি মন্দির মাঝে।
বৈঠল সুন্দরী আপন শেজে ॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
নিতি নিতি হেরব বলরাম দাস ॥

রামকেলি।

মন্দিরে চলব জানি, হিয় অতি কাতর,
আকুল জলধি তরঙ্গ।

১। হেরইতে—দেখিতে। ২। নয়নের জলে বসন ভিজাইয়া দেয়।
৩। চলইতে—যাইতে যাইতে। হেরল—দেখিল। নিকটহি—সন্নিকটে।
গেহ—গৃহ। ৪। গোপয়ে—গোপন করে।
৫। বেয়াপি—ব্যাপিত। ৬। গীতকল্পতরুতে "চলে" স্থলে "সব" পাঠ
দৃষ্ট হইল। চাপি—চাপিয়া। ৮। পেখি—দেখি।
৯। তুরিতহিঁ—অতি শীঘ্র। "বৈঠলি" স্থলে "পৈঠলি" পাঠও পাওয়া
গেল। ১০। শেজে—শয্যায়। ১১। নিতি—নিত্য; প্রত্যহ।
দুহুঁক—দুই জনের। ১৩। হিয়—হৃদয়।

কত কত চুম্বন, কতহুঁ আলিঙ্গন,
দুবর ভেল দুহুঁ অঙ্গ ॥
৩সখিহে ! কিয়ে বিধি লাগল বাদে।
কণ্ঠ কণ্ঠ গহি, সব সখী রোয়ত,
হেরইতে দুহুঁক বিষাদে ॥
সোঙরি বিচ্ছেদ, খেদ দুহুঁ আকুল,
দুহুঁ রহু কোরে আগোরি।
দুহুঁক নয়ন নীরে দুহুঁ তনু ভিগই,
রোয়ই মুখে মুখ জোরি ॥
এ মুখ দরশন, বিনে তনু জারব,
কহি কহি রোয়ে মুরারি।
ধনি মুখ উলটি, পালটি কত হেরই,
কত জিউ করত নিছারি ॥
ব্রজপতি রাণী, সঙ্গে পুন ব্রজপতি,
আই কুঞ্জ মাহা পৈঠ।

২। দুবর—দুর্ব্বল। ভেল—হইল। দুহুঁ—দুই।
৩। কিয়ে—কি ; কিবা। ৪। গহি—গেল। রোয়ত—কাঁদিতে লাগিল।
৬। সোঙরি—স্মরণ করিয়া। ৭। রহু—রহিল। কোরে—কোলে ; ক্রোড়ে। আগোরি—আগলাইয়া। ৮। ভিগই—ভিজিয়া গেল।
৯। জোরি—একত্র করিয়া। ১০। জারব—জীর্ণ হইবে।
১৩। নিছারি—ছার জ্ঞান করা ; সামান্য জ্ঞান করা।
১৪। ব্রজপতি রাণী—যশোদা। ব্রজপতি—নন্দরাজ।
১৫। আই—আসিয়া। মাহা—মধ্যে। পৈঠ—প্রবেশ করিল।

শুনইতে বলরাম, দুহুঁক সম্ভেদল,
দুহুঁক ছোড়ি দুহুঁ বৈঠ ॥

রামকেলি।

দুহুঁক বেয়াকুল, হেরিয়া সহচরী,
বহু পরবোধলি তায়।
কত পরিহাস, বচনে দুহুঁ জনে,
বিরহে করায় অন্তরায় ॥
দেখ দেখ অপরূপ সখি সুচতুর।
রভস সরোবরে, দুহুঁক ডুবায়ই,
আপন মনোরথ পূর ॥ ধ্রু।
দুহুঁ মুখ দুহুঁ জন, চুম্বই পুন পুন,
দুহুঁ দোহাঁ কোরে আগোরি।
তেজল সরম, ভরম ধনি বিছুরল,
গেহ গমন পুন ভোরি ॥

১। সম্ভেদল—মিলন করিয়া দিল। ২। ছোড়ি—ছাড়িয়া। বৈঠ—বসিল। ৩। দুজনকে ব্যাকুল দেখিয়া। ৪। পরবোধলি—প্রবোধ দিল। ৬। বিরহ দূর করে। ৮। রভস—রহস্য। ডুবায়ই—ডুবাইয়া। ৯। পূর—পূর্ণ করে। ১১। কোরে—কোলে। আগোরি—আগলান। ১২। তেজল—ত্যাগ করিল। বিছুরল—বিস্মৃত হইল। ১৩। গৃহে যাওয়া পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল।

সহচরীগণ সব, মনহি বিচারই,
কৈছে লেয়ব তুহুঁ বাসে।
তৈখনে নয়ন, যুগল ভেল ঢর ঢর,
কহতহিঁ বলরাম দাসে॥

রামকেলি॥

বেশ বনায়ই পহিরি পুন শাড়ী।
যব পহুঁ আগে রহলি ধনি ঠাড়ি॥
হেরইতে কানু সিনায়ল লোরে।
মাতল রাই ধরল ধনি কোরে॥
দারুণ দুর-বিহি দুর-যশ নেল।
হিয়া মাহা হানল গরলক শেল॥
কোরহি বৈঠলি মুগধিনী রাই।
বসনহি ঝাঁপি রোই শির নাই॥

১। মনহি—মন মধ্যে। বিচারই—বিচার করে।
২। কেমন করিয়া ঘরে লইয়া যাইব। ৩। তৈখনে—তথন।
ভেল—হইল। ৪। কহতহিঁ—বলিতেছেন।
৫। বনায়ই—বনাইয়া। পহিরি—পরিধান করা।
৬। পঁহু আগে—প্রভুর সম্মুখে। ঠাড়ি—দাঁড়াইয়া থাকা।
৭। হেরইতে—দেখিতে। সিনায়ল—স্নান করাইল। লোরে—চক্ষুর জলে। ৮। "রাই" স্থলে "রোই" পাঠ—গী, ক, ত ও লী, স।
মাতল—মাতিল। ধরল—ধরিল। কোরে—কোলে।
৯। দুরবিহি—দুষ্ট বিধি। ১০। হৃদয় মধ্যে বিষের শেল হানিল।
১২। শির বসন দ্বারা আবৃত করিয়া ও নত হইয়া কাঁদিতেছে।

শিরোপরি শির ধরি রোয়ই কান।
কাঁপি সঘন পুন হরল গেয়ান॥
মূরছি গোরী পড়ল ক্ষিতি মাহ।
পুন করি কোরে রোই বরনাহ॥
উঠই ধরণী পহুঁ কর উরতারি।
ভোরি রোয়ত নাহি ধনি নিল কোরি॥
মুখ হেরি রোয়ই করই আশোআস।
ছল ছল দিঠি জলে গদ গদ ভাষ॥
চুম্বি আলিঙ্গি সাঁতায়লি শ্যাম।
লেই ধনি গেহ চলব বলরাম॥

বিভাষ।

রাই মুখ পঙ্কজ, কুসুমে মাজল,
বসনহিঁ পুলক আগোর।
নিরমিতে সিন্দূর, যতনে নিবারই,
নীঝর নয়নক লোর॥

১। রোয়ই—কাঁদিতেছে। কান—কানাই।
২। হরল গেয়ান—জ্ঞান হারাইল। ৩। মাহ—মধ্যে।
৪। বরনাহ—সুন্দর কানাই। ৫। গী, ক, ত ও লী, স গ্রন্থে "উঠই" স্থলে "লুঠই" পাঠ আছে। উরতারি—সত্বর হইয়া।
৬। পাঠান্তর—"যতনহি ধনি ধরি নেওল কোরি।—লী, স।
৭। আশোয়াস—আশ্বাস। ৯। চুম্বি—চুম্বন করিয়া। আলিঙ্গি—আলিঙ্গন করিয়া। সাঁতায়লি—সান্ত্বনা করিল।
১১। পঙ্কজ—পদ্ম। পাঠান্তর—"কুমকুমে মাজল।"—গী, র, ব। মাজল—মাজিল; রগড়াইল; মুছিল। ১৩। নিবারই—নিবারণ করি। ১৪। নীঝর—নির্ঝর; ঝরণা। লোর—অশ্রু।

এ সখি চতুর শিরোমণি কান।
নিরমজি উনমজি, আরতি সায়রে,
করল বেশ নিরমাণ॥
অঞ্জইতে লোচন, ছুনয়ান ছল ছল,
করল ঘরম-জল চোরি।
কত পরকারহিঁ কাঁপ নিবারল,
লিখইতে উচ কুচ জোরি॥
বসন পরাইতে, মুগধল নাগর,
থম্বি রহল যব নাহ।
তব দিঠি কুঞ্চিত, রঙ্গদেবী সখী,
তহিঁ বলরাম মুখ চাহ॥

পঠমঞ্জরী।

চিরণী নিরখি, চমকি ঘন পুলকিত,
কাজরে কাঁপয়ে কান।
হেরইতে সিন্দূর, লোরে সিনায়ল,
কি করব বেশ বনান॥

১। কান—কানাই। ২। নিরমজি—ডুবিয়া। উনমজি—ভাসিয়া; জল হইতে উঠিয়া। আরতি—আশক্তি। সায়রে—সাগরে। ৪। অঞ্জইতে—অঞ্জন পরিতে। ৫। ঘরম—ঘাম। চোরি—চুরি। ৭। উচ—উচ্চ। জোরি—জোড়া। ৯। থম্বি—স্তম্ভিত। ১২। নিরখি—দেখিয়া। ১৩। কাজরে—কাজলে। ১৪। লোরে—চক্ষুর জলে। সিনায়ল—স্নান করিল।

এ সখি সোঙরিতে মঝু মন ঝুরে।

নিয়ড়হি গোরী, নাহ ভেল যৈছন,

কিয়ে জানি হোয়ব দূরে ॥ধ্রু।

কাঁচলি নামহি, ধৈরজ তেজল,

মনহি গহন উনমাদ।

উচকুচ যুগকর, পরশি বনায়ত,

কি জানিয়ে করু পরমাদ ॥

কিয়ে বিহি রাই প্রেম দেই নিরমিল,

রসময় নাগর শ্যাম।

কনক মঞ্জরী, রতি মঞ্জরী রোয়নে,

রোয়ব কব বলরাম ॥

পঠমঞ্জরী।

বিকসিত কুসুম ঝরই মকরন্দ।

সব বন পবন পসারল গন্ধ ॥

মধু পিবি ধাবই মধুকর পুঞ্জ।

গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলি নিকুঞ্জ ॥

১। সোঙরিতে—স্মরণ করিতে। মঝু—আমার।

২। নিয়ড়হি—নিকটে। নাহ—নাথ। ভেল—হইল।

৩। পাঠান্তর—"না জানি কি হোয়ত বিদূরে।"—লী, স ও গী, র, ব।

৪। তেজল—ত্যাগ করিল। ৬। বিভিন্ন পাঠ—"উচ কুচ কোরক"—ঐ।

১০। রোয়নে—কাঁদিতে; কাঁদে। ১১। রোয়ব—কাঁদিবে। কব—কবে।

১২। ঝরই—ঝরিয়া পড়ে। মকরন্দ—পুষ্পের মধু।

১৩। পসারল—বিস্তার করিল। ১৪। পিবি—পান করিয়া; পান করিতে।

ধাবই—ধাবিত হয়। ১৫। গাবই—গান করে।

কূজই কোকিল মধুকর নাদ।
শুনি শুনি মনমথ মদ উনমাদ॥
উয়লহিঁ হিমকর উজোর রাতি।
ঝলকই তরুকুল কিশলয় পাঁতি॥
দশদিশ পূরল খগ-মৃগ গানে।
বলরাম জানল নিশি অবসানে॥

ভৈরবী।

মধুর সময় রজনী শেষে,
শোহই মধুকর কানন দেশে,
গগণে উয়ল মধুর মধুর,
বিধু নিরমল কাঁতিয়া।
মধুর মাধুরী কেলি নিকুঞ্জ,
ফুটল মধুর কুসুম পুঞ্জ,
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী,
মধুর মধুহি মাতিয়া॥

১। কূজই—কূজন করে।
২। পাঠান্তর—"শুনি শুনি মনসিজ রস উনমাদ।"—দী, স।
৩। উয়লহিঁ—উদয় হইল। হিমকর—চন্দ্র। উজোর—উজ্জ্বল।
৪। ঝলকই—ঝলক দেয়। কিশলয়—বৃক্ষের কচি কচি পাতা।
৫। খগ—পক্ষী। ৬। "জানল" স্থলে "জাগল" পাঠও আছে।
৮। শোহই—শোভা করে। ৯। উয়ল—উদয় হইল।
১০। বিধু—চন্দ্র। কাঁতিয়া—কান্তি।

আজু খেলত আনন্দে ভোর,
মধুর যুবতী নব কিশোর,
মধুর বরজ রঙ্গিনী মেলি,
করত মধুর রভস কেলি ॥ধ্রু।
মধুর পবন বহই মন্দ,
কূজয়ে কোকিল মধুর ছন্দ,
মধুর বিহসি শরদ সুভগ,
নদহ বিহগ পাঁতিয়া।
রহই মধুর সারীকীর,
পড়ই ঐছন অমিয়া গীর,
নটই মধুর ময়ূর ময়ূরী,
রটই মধুর ভাঁতিয়া ॥
মধুর মিলন খেলন হাস,
মধুর মধুর রস বিলাস,
মদন হেরই ধরণী লুটই,
বেদন ফুটত ছাতিয়া!
মধুর মধুর চরিত রীত,
বলরাম চিতে ফুরত নিত,
দুহুঁক মধুর চরণ সেবন,
ভাবন জনম যাতিয়া ॥

১। আজু—আজ। ৪। রভস—রহস্য।
৮। নদহ—নদৎ—শব্দ করিতেছে (?) পাঁতিয়া—পংক্তি।
৯। কীর—শুক পক্ষী। ১০। অমিয়া—অমৃত। গীর—পড়ে
১১। নটই—নৃত্য করে। ১৮। নিতি—নিত্য।

শুভগ।

জনলি কানু, গোপতে পরিহায়লি,
কাতরে লোচনে ওরে।
ললিতা ছল করি, রাইক করে ধরি,
ডারল নাহক কোরে॥
হরি হরি সব সহচরীগণ মেলি।
কিশলয় শয়ন, তলে দুহুঁ বৈঠব,
বিলসব রসময় কেলি॥ ধ্রু।
বুঝিয়া বিশাখা সখী, আনন্দে মাতল,
মাঝহি বচন বেয়াজে।
কর ধরি ধনি মুখ, বসন উঘাড়ল,
চুম্বই নাগর রাজে॥
চিত্রা বান্ধি, দুহুঁক পটাঞ্চলে,
কহলি গেহ চলু বালা।
চলইতে রাই, উঠই না পারই,
হেরি হাসয়ে সখী মালা॥

৪। শ্রীকৃষ্ণের কোলে সমর্পণ করিল।

৯। বেয়াজে—লজ্জায়। ১০। উঘারল—অনাবৃত করিল; খুলিল।

১১। পাঠান্তর—"চুম্বই বিদগধ রাজে।"—লী, স।

১২। চিত্রা দুজনের বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া।

১৩। বলিল "বালা চল—বাড়ী চল"।

ধনি দিঠে পেরল; জানি সুনাগর,
তোড়ল গাঁঠিক বন্ধ।
কাহুক চুম্বই, কাহু আলিঙ্গই,
হেরি বলরাম আনন্দ॥

(সখ্যুক্তি।)

ললিত।

সখি হে এ তুয়া কৈছন রীত।
তুয়া বচনে ধনী, বেচল নিজ তনু,
তুহুঁ পুন ভেলি বিপরীত॥ ধ্রু।
স্বামী-বরত ছলে, কাননে আনলি,
একলি প্রিয় সখী মোর।
নলিনী সুকোমল, দুলহুঁ সুনায়রী,
ডারলি মদ করি কোর॥
সখী, সতী বরতিনি, নব কুলকামিনী,
পরপ্রিয়া স্বপনে না জানি।
এ নব যৌবন, অমূল্য রতন ধন,
পর করে দেয়ল আনি॥

১। শ্রীরাধিকা কটাক্ষ দ্বারা আজ্ঞা করিল।

২। গাঁঠের বাঁধুনি খুলিল। ৫। সখি, তোমার এ কি প্রকার রীত।

৭। "ভেলি" স্থলে "কহ" পাঠ আছে—গী, ক, ত ও লী, স।

৮। স্বামী-বরত—স্বামীব্রত। ৯। একলি—একলা।

১০। পাঠান্তর—"নলিনী সুকণ্ঠরী"—লী সং। দুলহুঁ—দুর্লভ।
সুনায়রী—সুনাগরী। ১১। মত্ত-হস্তীর কোলে নিক্ষেপ করিলি।

১২। বরতিনি—ব্রত যুক্তা।

তুঁয়া রসে রসবতী, ছোড়ল নিজপতি,
গুরুজন ভীত না মানি।
বলরাম দাস হিয়া, অমিয়া নিসিঞ্চিব,
চম্পকলতা সখী বাণী॥

ললিত।

দলিত নলিন সম, মলিন বদন ছবি,
অধরহি খণ্ড বিখণ্ড।
মিটল উজ্জ্বল, চন্দন কজ্জ্বল,
মরদল মরকত গণ্ড॥
এ সখি তুহুঁ অতি নিকরুণ দেহ।
হিয় চক্রী কুচ, ভর দেই মরদলি,
শিরিষ কুসুম তনু এহ॥ ধ্রু।
নীল উৎপল দল, কোমল উরথল,
ফারলি কর নখ হানি।
ইথে অতি বেদন, মুদি রহু লোচন,
কিয়ে ভেল গদগদ বাণী॥

৩। অমৃত সিঞ্চন করিবে।

৫। দলিত পদ্মের ন্যায় বদন ছবি মলিন হইয়াছে।

৬। অধর খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে।

৭। মিটল—অদৃশ্য হইল; ঘুচিয়া গেল। ৮। মরদল—মর্দ্দন করিল।

১০। হৃদয়ের চক্র সদৃশ স্তন জোর করিয়া মর্দ্দন করিলে।

১১। এহ—এই। ১২। উরথল—বক্ষঃস্থল।

১৩। পাঠান্তর—"ফারলি নখ শর হানি।"—লী, স ও পী, ক, ত।
নখ শর হানিয়া চিরিয়া ফেলিলে। ১৪। নয়ন মুদিয়া থাকে।

মনমথ ভূপতি, ভীত নাহি মানলি,
সখীগণ গৌরব ছোড়ি।
চিত্রা-বচনে লাজে, ধনী নত মুখী,
বলরাম দাস সুখে ভোরি ॥

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

ললিত।

অধরহু বদন, মদন শর জর জ্বর,
নখর শকতি হিয়া ফোরি।
কঙ্কণ করগহি, তোড়ি সবহুঁ তনু,
সরবস লেয়লি মোরি ॥
শুন সহচরি হেরিনু কিয়ে নটচান্দ।
রস ঔখদ দেহ, মোহে সন্তায়বি,
পুন দেয়সি পরিবাদ ॥ ধ্রু।

১। মনমথ রাজা ভয় করিল না।
৪। বিভিন্ন পাঠ—"হেরি বলরাম সুখে ভোরি।"—লী, স ও গী, ক, ত।
৫। অধরহু—অধরও। ৬। নখর—নখ।
ফোরি—ফাড়িয়া ফেলা; চিরিয়া ফেলা।
৭। করগহি—নারিকেল ফুল নামক অলঙ্কার (?) তোড়ি—ফাড়িয়া।
৮। সরবস—সর্ব্বস্ব। লেওলি—লইলে। মোরি—আমার।
৯। নটচান্দ—নষ্টচন্দ্র। ১০। ঔখদ—ঔষধ। সান্তায়বি—সান্ত্বনা করিবে। ১১। দেয়সি—দিতেছ। পরিবাদ—অপবাদ।

পুন ভুজপাশে, বান্ধি হিয়ে তাড়লি,
দুহুঁ কুচ পর্ব্বত ঘাতে।
রতি মতি দুবরি, কয়ল কলেবর
ইথে ঘুমলু পরভাতে॥
মুরুছল হেরি, তবহুঁ নাহি ছোড়ল,
পুছহ মনমথ ঠাম।
কর দেই রাই, নাহ মুখ ঝাপল,
হেরব কব বলরাম॥

ললিত।

ফুয়ল কবরী ধনি বদন বেয়াপ।
রাহু কিয়ে বিধু মণ্ডল ঝাঁপ॥
চুম্বনে মেটল কুঙ্কুম রাগ।
কাজর সিন্দূর দূরহি দূরভাগ॥
জানলু কানু নিঠুর হিয়ে তোর।
ঐছন ভাঁতি কয়ল সখী মোর॥

১। পাশ—রজ্জু। বান্ধি—বাঁধিয়া। তাড়লি—তাড়না করিলে।
২। দুই পর্ব্বত সদৃশ স্তনের আঘাতে। ৩। দুবরি—দুর্ব্বল।
৪। ঘুমলু—ঘুমাইলাম। পরভাতে—প্রভাতে।
৫। মুরুছলু—মূর্চ্ছিত হইলাম। তথাচ ছাড়িল না।
৭। নাহ—নাথ। ঝাপল—আবৃত করিল।
৯। ফুয়ল—আলুলায়িত; উন্মুক্ত। বেয়াপ—ব্যাপিত।
১০। কিয়ে—কিবা। ঝাঁপ—ঢাকিল। ১১। মেটল—লোপ করিল।
১২। দূরহি দূরভাগ—অতি দূরে পলায়ন করিল।
১৩। জানলু—জানিলাম। নিঠুর—নিষ্ঠুর। হিয়ে—হৃদয়।
১৪। ঐছন—এই প্রকার। ভাঁতি—শোভা; অবস্থা। কয়ল—করিলে।

বলহি অধর দল দশনে বিদার।
শয়নহি লুঠই টুটল হার॥
নখ পদ জর জর উচ কুচভার।
টুটলি সব তনু অতনু ভাণ্ডার॥
স্থপুরুখ জানি সোপলুঁ তোহে রাই।
তাড়লি নিরজনে একলি পাই॥
তুহুঁ সতি বৃন্দাবন বাটোয়ার।
বলরাম কহ সখি না বলহ আর॥

(কুঞ্জভঙ্গ)

রামকেলি।

সহচরীগণ দেখি, লাজে কমল মুখী,
ঝাঁপি রহল মুখ আধ।
অলখিতে আধ, কমল দিঠি অঞ্চলে,
হেরই হরি মুখ চান্দ॥

১। বলপূর্ব্বক দাঁত দিয়া ওষ্ঠ যুগল বিদীর্ণ করিয়াছ।

২। টুটল—ভাঙ্গিয়া গেল। ৩। উচ—উচ্চ।

৪। "টুটলি" স্থলে "লুটলি"—লী, স ও গী, ক, ত। অতনু—বিপুল।

৫। সুপুরুখ—সুপুরুষ। সোঁপলু—সমর্পণ করিলাম।

৬। তাড়লি—অত্যাচার করিলে। নিরজনে—নির্জ্জনে। একলি—একলা।

৭। সতি—সত্য। বাটোয়ার—বাটপাড়; ডাকাইত।

১০। মুখের আধ খানি আবৃত করিল।

১১। অলখিতে—অলক্ষিত ভাবে। দিঠি—দৃষ্টি।
"কমল" স্থলে "সজল"—লী, স। ১২। চান্দ—চাঁদ।

হরি হরি মাধবীলতা গৃহ মাঝ।
কুসুমিত কেলি, শয়নে দুহুঁ বৈঠলি,
চৌদিশে রঙ্গিনী সমাঝ॥ ধ্রু।
গোরিক থোরি, বদন বিধু হেরইতে,
পহুঁ ভেল আনন্দে ভোর।
ঘন ঘন পীত— বসন দেই মোছই,
নিঝরই নয়নক লোর॥
হেরইতে সখীগণ, ঢর ঢর লোচন,
লোরে ভিগায়ই দেহ।
বলরাম কবহিয়, নয়ন জুড়ায়ব,
হেরব দুহুঁ জন লেহ॥

বিভাষ।

ঝঙ্করু বনভরি, মধুকর মধুকরী,
কূজই কোকিল বৃন্দ।
শুনি তনু মোড়ি, গোরি পুন শুতলি,
মুদি নয়ন অরবিন্দ॥

৩। চৌদিশে—চারি দিকে। ৪। শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র নির্মেঘের নিমিত্ত দেখিয়া। ৫। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে বিভোর হইলেন। ৭। নিঝরই—ঝরিতেছে। ৯। ভিগায়ই—সিক্ত করে; ভিজাইয়া দেয়। পদামৃত সমুদ্রে ৩।৪ চরণ নাই।
১২। ঝঙ্করু—ঝঙ্কার করে। ১৩। কূজই—কূজন করে।
১৪। মোড়ি—মোড়া দিয়া। শুতলি—শুইল।
১৫। মুদি—মুদিয়া। অরবিন্দ—পদ্ম।

জাগহুঁ প্রাণ পেয়ারি।

রজনী পোহায়ল, গুরু জন জাগল,

ননদিনী দেয়ব গারি ॥ ধ্রু।

জটিলা শাষ, আশুভরি রোয়ই,

খোজই যামুন তীর।

সারীক বচনে, চমকি ধনি উঠইতে,

ঢুলি ঢুলি পড়ই অথির ॥

চললি চিয়ায়নে, তুরিতহিঁ সখীগণ,

জাগল অভরণ রোলে।

বলরাম হেরি, জাগাই উঠায়ল,

দুহুঁ তনু ঝাঁপি নিচোলে ॥

(কুঞ্জভঙ্গ।)

বিভাষ।

লহু লহু ছোড়ি, গোরি তনু বৈঠল,

জাগল নাগর রাজে।

১। জাগহুঁ—জাগ। পেয়ারি—প্রিয়তমা।

৩। ননদিনী গালি দিবে। ৪। শাষ—শাশুড়ী। আশু ভরি—আশ পূর্ণ করিয়া। রোয়ই—কাঁদিতেছে। ৫। যমুনার তীরে খুঁজিতেছে।

৭। পাঠান্তর—"ঢরি ঢরি পড়ই অথির।"—লী, স। অথির—অস্থির।

৮। চিয়ায়নে—জাগাইবার জন্য। তুরিতহিঁ—শীঘ্র।

৯। "জাগল" স্থলে "জাগউ" গী, ক, ত। ১১। নিচোলে—উত্তরীয়বস্ত্রে।

১২—১৩। পাঠান্তর—"লহু লহু নাগরী, তনু ছোড়ি নাগর,
বৈঠল শেজক মাঝে।"—পদামৃত সমুদ্র।

লহু—মৃদু। ছোড়ি—ছাড়িয়া। গোরি তনু—শ্রীরাধিকার অঙ্গ। বৈঠল—বসিল। নাগর রাজ—শ্রীকৃষ্ণ।

ও সুখ লাগি, জাগি পুন নাগরী,
শুতলি ঘুম বিয়াজে ॥
হরি হরি অব সুখ যামিনী শেষে।
অতি রসে ভোরি, গোরী তনু বল্লরী,
বিগলিত অম্বর কেশে ॥ ধ্রু।
রতনক দীপ, সমীপ আনি পহুঁ,
করহিঁ চিবুক ধরি থোর।
রাই চন্দ্র মুখ, মণ্ডল হেরই,
ঢর ঢর লোচন লোর ॥
বিপুল পুলক কুল, ঝাঁপল দুহুঁ তনু,
দুহুঁ থর হরি ঘন কাঁপ।
বলরাম ঐছন, কব দুহুঁ হেরব,
মেটব হৃদয়ক তাপ ॥

ললিত।

বৃন্দাবন শুক, সারিক কোকিল,
অলিকুল মঙ্গল গানে।

২। শুতলি—শুইল। বিয়াজে—লজ্জায়। ৩। অব—এখন।
৪। ভোরি—বিভোর হইয়া। গোরী তনু বল্লরী—শ্রীরাধিকার দেহ লতা।
৪—৫। বিভিন্ন পাঠ—অতি রসে ভোরি, জোরি তনু শুতব,
বিগলিত অম্বর বেশ।"—নী, স।
৬। পহুঁ—প্রভু। ১০। ঝাঁপল—আবৃত করিল।
১৩। পাঠান্তর—"মেটব সব হিয়, তাপ।"—নী, স ও পদামৃত সমুদ্র।
মেটব—মিটিয়া যাইবে। ১৪। সারিক—সারী।

রহই কপোত, তবহিঁ বচনায়ুধ,
দশদিশ ভরল নিশানে ॥
হরি হরি কোন চিয়ায়ব মোর।
নিশি পরভাতে, তবহি নাহি জাগত,
ঘুমল যুগল কিশোর ॥ ধ্রু।
ঝামর দীপ, সুধাকর ধূসর,
দিশি ভরু অরুণীম কাঁতি।
কুমুদিনী ছোড়ি, নলিনীগণে ধাবই,
আকুল মধুকর পাঁতি ॥
মন্দির শূণ হেরি, বরজ মহেশ্বরী,
করলহিঁ বিপিন পয়ানে।
ললিতা কাতর, বচন সুধাকর,
বলরাম শুনব কাণে ॥

১। "রহই" স্থলে "রবই"—লী, স ও গী, ক, ত। বচনায়ুধ—বাক্য-রূপ অস্ত্র। ২। ভরল—পরিপূরিত হইল। নিশান—চিহ্ন।
৩। চিয়ায়ব—জাগাইবে। ৪। তবহি—তথাচ।
৬। ঝামর—মলিন; জ্যোতি বিহীন।
সুধাকর ধূসর—চন্দ্র জ্যোতি বিহীন।
৭। ভরু—পরিব্যাপ্ত। অরুণিম কাঁতি—অরুণ বর্ণ কান্তি।
৮। কুমুদিনী—রক্ত পদ্ম। নলিনী—পদ্মী। ধাবই—ধাবিত হয়।
৯। পাঁতি—পংক্তি। ১০। শূণ—শূণ্য। বরজ মহেশ্বরী—যশোদা।
১১। বনে গমন করিলে

বিভাষ।

খোজতি ফিরতি, জননী যশোমতী,
আওল কুঞ্জ কুটীর।
শুনইতে দক্ষ, বিচক্ষণ ভাষণ,
চমকিত গোকুল বীর ॥
হরি হরি অব তুহুঁ ঘুমক লাগি।
কোরে আগোরি, ছরম ভরে শুতলি,
রতি রণে যামিনী জাগি ॥ ধ্রু।
রতি রসে অবশ, কলেবর নাগর,
উঠত থোরহি থোর।
প্রাণ পিয়ারী, নেহারি বদন পুনঃ,
ভোরি রহল তছু কোর ॥
রাই বদন ঘন, চুম্বই সাদরে,
কাতর হৃদয় মুরারি।
নয়নক নীরহি, শয়ন ভিগায়ই,
হেরি বলরাম বিভোরি ॥

১। খোজতি—খুঁজিতে। ফিরতি—ফিরিতে।
২। আওল—আসিলেন। ৩। দক্ষ—নিপুণ; পটু।
৩—৪। অতি পটু বিচক্ষণ নামক শুক পক্ষীর উক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিলেন। ৫। অব—এখন।
৬। কোরে—কোলে। আগোরি—আগলাইয়া। ছরম—শ্রম।
৯। আস্তে আস্তে উঠিতেছেন। ১০। পাঠান্তর—"প্রাণ পিয়ারী, নেহারি পুনহুঁ পহুঁ"—লী, স ও পদামৃত সমুদ্র।
১৪। নীরহি—জল দ্বারা। বিছানা ভিজাইলেন।
১৫। বিভিন্ন পাঠ—"হেরি বলরাম বলিহারী।"—লী, স; গী, ক ত ও পদামৃত সমুদ্র।

বিভাষ।

বৃন্দা বচনহি, উঠই ফুক্কারই,
শুক পিকু সারীক পাঁতি।
শুনতহিঁ জাগি, পুন দুহুঁ ঘুমল,
নায়রী কোরহিঁ যাতি॥
হরি হরি জাগহ নাগর কান।
বর পামর বিহি, কিয়ে দুখ দেয়ল,
রজনী হোয়ল অবসান॥
আওল বাউরী, বরজ মহেশ্বরী,
বোলত পুন দধি লোল।
শুনইতে কাতর, বিদগধ নাগর,
থোর নয়ন যুগ খোল॥

১। বচনহি—কথায়। ফুকারিয়া উঠিল।
২। পিকু—কোকিল। সারীক—সারির। পাঁতি—পঁক্তি; শ্রেণী।
৩। শুনতহিঁ—শুনিয়া; শুনিতে শুনিতে। পাঠান্তর—"পুনহু পহুঁ ঘুমল।"—লী, স, গী, ক, ত ও পদামৃত সমুদ্র। এই পাঠই ঠিক।
৪। নায়রী—নাগরী; শ্রীরাধিকা। কোরহিঁ—কোলে। "যাতি" স্থলে "জাগি"—গী, ক, ত। ৫। কান—কানাই।
৬। বর পামর—পামর শ্রেষ্ঠ। বিহি—বিধি। কি দুঃখ দিল।
৭। রাত্রি অবসান হইল। পাঠান্তর—"কয়ল রজনী অবসান।"—লী, স ও পদামৃত সমুদ্র।
৮। বাউরি—উন্মাদগ্রস্তা। বরজ মহেশ্বরী—যশোমতী।
৯। দধিলোল—বানর। ১০। শুনইতে—শুনিতে। বিদগধ—রসিক।
১১। থোর—অল্প। "যুগ" স্থলে "দুহুঁ"—লী, স ও পদামৃত সমুদ্র।

নাগরী হেরি, পুনহি দিঠি মুদল,
পুলক মুকুল ভরু অঙ্গে।
বলরাম হেরি, কবহুঁ সুখ সায়রে,
নিমজব রঙ্গ তরঙ্গে॥

বিভাষ।

মিটল চন্দন, টুটল আভরণ,
ছুটল কুন্তল বন্ধ।
অম্বর খলিত, গলিত কুসুমাবলী,
ধূসর দুহুঁ মুখ চন্দ॥
হরি হরি অব দুহুঁ শ্যামর গোরী।
দুহুঁক পরশ, রভসে দুহুঁ মুরুছিত,
শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি॥ ধ্রু।
রাইক বাম, জঘন পর নাগর,
ডাহিন চরণ আপি।
নওল কিশোরী, আগোরী কোরে,
পহুঁ ঘুমল মুখে মুখ ঝাঁপি॥

১। দিঠি—চক্ষু। ২। ভরু—ভরিল। ৩। কবহুঁ—কবে। সায়রে—সাগরে। ৪। নিমজব—ডুবিব। ৫। মিটল—লুপ্ত হইল। টুটল—ভাঙ্গিল। ৬। বাঁধা চুল আলুলায়িত হইল। ৭। অম্বর খলিত—বস্ত্র খসিয়া পড়িল। গলিত—জীর্ণ। ৮। দুই মুখচন্দ্র ধূসর বর্ণ ধারণ করিল। ১০। দুহুঁক—দুজনের। পরশ—স্পর্শ। রভসে—রহস্যে; আমোদে। মুরুছিত—মূর্চ্ছিত। ১১। বুকে বুক দিয়া শুইল। ১২। জঘন—জঙ্ঘা। ১৩। আপি—অর্পণ করিয়া; রাখিয়া। ১৪। নওল—নূতন। আগোরী কোরে—কোলে আগলাইয়া। ১৫। ঝাঁপি—ঢাকিয়া।

কিয়ে মদন শর, ভীতহি সুন্দরী,
বৈঠলি পিয় হিয় মাহ।
কব বলরাম, নয়ন ভরি হেরব,
করব অমিয়া অবগাহ॥

ললিত। ভৈরবী।

শ্যাম সুনাগর, ময়মদ কুঞ্জর,
তারল রস উনমাদে।
নুনিক পুতলি জনু, গোরি সুনাগরী,
মুরছলি অতি অবসাদে॥
হরি হরি কৈছে চলব ধনি গেহা।
নিধুবন সমর, পরাভব কাতর,
শুতলি দুবরি দেহা॥ ধ্রু।

২। বৈঠলি" স্থলে "পৈঠল"—লী, স; গী, ক, ত; গী, র, ব।
পিয়—প্রিয়। হিয় মাহ—হৃদয় মধ্যে।

৪। অমিয়া—অমৃত। অবগাহ—স্নান।

৫। ময়মদ কুঞ্জর—মদমত্ত হস্তী।

৬। তারল—আক্রমণ করিল। "তারল" স্থলে "ভোরল" পাঠ গীতকল্পতরু ও গীতরত্নাবলী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। উনমাদে—উন্মাদে।

৭। ননীর পুতলির ন্যায়। সুনাগরী সুন্দরী—শ্রীরাধিকা।
"গোরী সুনায়রী" স্থলে লীলা সমুদ্রে "কোঙরী নায়রী" পাঠ আছে।

৮। মুরছলি—মূর্চ্ছিতা হইলেন। "অতি" স্থলে "রতি"—গী, র, ব।

৯। কৈছে—কেমন করিয়া। গেহা—গৃহে।

১০। শুতলি—শুইলেন। দুবরি—দুর্ব্বল।

ঘন ঘন চুম্বন, দৃঢ় পরিরম্ভন,
জরজরি পড়ি রহুঁ শয়নে।
অম্বর, কেশ, সম্বরি নাহি পারই,
ছরমহি মুদল নয়নে॥
নিরদয় নাহ, তবহি নাহি ছোড়ই,
বান্ধল তনু ভুজ পাশে।
ক্ষীণ তনু বারি, ডারি হিয়ে ঘুমল,
কি করব বলরাম দাসে॥

শ্রীরাগ।

বৃন্দার রচিত কতেক পরকার।
সখীগণ আনল বহু উপহার॥
রতন থারি ভরি রাখল তাই।
বারি ঝারি ভরি দেওল যাই॥
রতন আসন পর বৈঠল কান।
ভোজন কয়ল আপন মন মান॥

১। পরিরম্ভন—আলিঙ্গন; সম্ভোগ। ৩। বস্ত্র বা কেশ কিছুই সামলাইতে পারিতেছেন না। ৪। শ্রমযুক্ত হইয়া নয়ন মুদিলেন।
৫। নিরদয় নাহ—নির্দ্দয় নাগর। তবহি—তথাচ। নাহি ছোড়ই—ছাড়েন না।
৬। "তনু" স্থলে "পুন"—লী, স ও গী, ক, ত। বান্ধল—বাঁধিলেন।
৭। পাঠান্তর—"ভোরি হিয়ে শুতল।"—গী, র, ব।
৯। কতেক পরকার—কত প্রকার। ১০। আনল—আনিল।
১১। থারি—থালা। ১২। দেওল—দিল। ১৩। বৈঠল—বসিলেন। কান—কানাই। ১৪। কয়ল—করিলেন।

আচমন সারি তলপে মুখবাস।
ভোজন করু ধনি সখীগণ পাশ ॥
যো কিছু শেষ ভুঞ্জল সখী সাথ।
আচমন কয়ল মুছল পদ হাত ॥
শ্যাম বামে ধনি বৈঠল যাই।
প্রিয় সহচরী কোই তাম্বুল যোগাই ॥
শুতল শেজে রাই ঘন শ্যাম।
চামর বীজন করু দাস বলরাম ॥

ললিত।

বৃন্দা বিপিনহিঁ সব দ্বিজকুল।
কূজয়ে চৌদিশে হোই আকুল ॥
সারী শুক তহিঁ কোকিল মেলি।
কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি ॥
ময়ূর ময়ূরী ধ্বনি শুনিতে রসাল।
বানরী রব তহি অতি সুবিশাল ॥

১। সারি—সমাধা করিয়া। তলপে—এথানে বোধ হয় অর্থ "ভোজন করে' বা 'আনয়ানর্থ অনুমতি করে'।
মুখ বাস—মুখের সুগন্ধি কারক দ্রব্য, কর্পূরাদি।
২। করু—করে। ৩। ভুঞ্জল—ভোজন করিল। সাথ—সঙ্গে।
৭। শুতল—শয়ন করিল। ৮। বীজন করু—ব্যাজন করে।
৯। বিপিনহিঁ—বনে। দ্বিজকুল—পক্ষী সকল।
১০। কূজয়ে—রব করে। চৌদিশে—চারি দিগে। হোই—হইয়া।
১১। মেলি—একত্র হইয়া। ফুকারত—চিৎকার করে।
১৪। তহি—তথায়।

ঐছন শবদ ভেল বনমাহ্।
জাগল দুহুঁ জন নাগরী নাহ॥
আলসে দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে।
শুতি রহল পুন কিশলয় শেজে॥
পুনহি ফুকারই সারী সুকীর।
ঐছন যৈছে সুধারস গীর॥
কব বলরাম শুনব তহিঁ শ্রবণে।
রাধা মাধব হেরব নয়নে॥

বসন্তোৎসব।

শ্রীরাগ।

নাগর বলয়ে ডাকি এই সে করিব।
রাই সঙ্গে একে একে ফাগুয়া খেলাব॥
তোমরা সভাই থাক রাই দেহ রণ।
কে হারে কে জিনে তবে দেখিব যেমন॥

১। ঐছন—ঐ প্রকার। বনমাহ—বনমধ্যে।
২। জাগল—জাগিল। নাহ—নাগর; নাথ।
৩। তেজে—ত্যাগ করে। ৪। শুতি রহল—শুইয়া রহিল।
৫। পুনহি—পুনর্ব্বার। সুকীর—সুশুক পক্ষী।
৬। গীর—ঝরে। ৭। কর্ব—করবে। ৯। নাগর—শ্রীকৃষ্ণ।
বলয়ে—বলেন। ১০। ফাগুয়া—আবীর। ১১। সভাই—সকলে।

ললিতা বলেন. শুন ওহে বনমালী।
রণেতে হারিলে কাড়ি লইব মুরলী॥
নাগর বলয়ে ভাল ওই বোল তবে।
তোমরা হারিলে মোরে কোন ধন দিবে॥
হাসিয়া বলেন শুন রাধা সুধামুখী।
থাকুক বড়াই তোমার আগে রণ দেখি॥
জিনিতে না পার কভু গোপীর সমাজ।
মিছাই গৌরব কর মুখে নাহি লাজ॥
নাগর বলয়ে ভাল ওই সত্য হয়।
আপনার যশ বিনে কেবা অন্য কয়॥
হারিলে মুরলী দিব আর পীতধড়া।
রাধার চরণে দিব মোহনীয়া চূড়া॥
নতুবা কি দিব বল এই বলি আমি।
চতুরা নাগরী রাধে সব জান তুমি॥
রাই কহে শঠ কথা এ নহে তোমার।
হারিলে বেসর দিব আর গলার হার॥
বলরাম দাস মনে আনন্দ হইল।
সত্য সত্য বলি ফাগু খেলিতে লাগিল॥ *

শ্রীরাগ।

রাই কানু খেলিবারে হইল দুই দল।
পিচকারী মারে শ্যামে গোপিনী সকল॥

৬। বড়াই—জাঁক। ৭। জিনিতে—জয় করিতে।

* পদার্ণব সারাবলী।

মারয়ে আবীর গোরী কস্তূরী চন্দন।
ফুলেল মারিছে অঙ্গে জিতিয়ে কাঞ্চন॥
আতর গোলাপ মারয়ে শুভ চিত।
মারিছে শ্যামের অঙ্গে দেখি বিপরীত॥
যে দিগে পলায়ে নাগর সেই দিগে ধায়।
নয়ান ঝাঁপিয়া নাগর পলাইতে না পায়॥
ললিতা কাড়িয়া নিল শ্যামের পীতধড়া।
বিশাখা কাড়িয়া নিল মোহনীয়া চূড়া॥
ইন্দুরেখা সখী তখন শ্যামেরে ধরিল।
ভুজ যুগ বাঁধিয়া রাধার আগে আনি দিল॥
হাসিতে লাগিল রাই নাগর দেখিয়া।
মিছাই শরম কর বল না বুঝিয়া॥
নাগর কহয়ে শুন এই বলি আমি।
সূক্ষ্ম করি বিচার কর শুন বিনোদিনী॥
নাগরের কাতর বাণী শুনি সুধামুখী।
মলিন বদন রেয়ের ছল ছল আঁখি॥
বলরাম দাসের মনে আনন্দ হইল।
রাই সঙ্গে শ্যাম চাঁদ নিকুঞ্জে বসিল॥ *

১। মারয়ে—মারে। গোরী—শ্রীরাধিকা।
২। জিতিয়ে—পরাজয় করিয়া। ৩। চিত—চিত্ত।
১৬। রেয়ের—রাধিকার। * পদার্ণব সারাবলী।

রাস-লীলা।

কেদার।

একে সে মোহন যমুনার কূল,
আর সে কেলি কদম্বের মূল,
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আরে সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব,
পিক কুহু কুহু করত রাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোলনি,
বিবিধ রাগ গায়নী॥
বয়স কিশোর মোহন ঠাম,
নিরখি মূরছি পড়ত কাম,
সজল জলদ শ্যাম ধাম,
পিঙল বসন দামিনী।
সাঙল ধবল কালিম গোরি,
বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গাওত রসে বিভোরী,
সবহুঁ বরজ কামিনী॥

৫। রাব—রব; শব্দ। ৮। পাঠান্তর—"কেদার রাগ গায়নী"—লী, স।
৬। বিভিন্ন পাঠ—"সঙ্গিনী বরজ কামিনী"—ঐ।

বিশাল পিনাস পিণাক ভাল,
সপ্ত স্বর বাজত তাল,
এ সব মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ,
কেলি কতহুঁ গায়নী।
নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল,
ঝন নন নন নটন লোল,
হাসি হাসি কেহু করত কোল,
ভালি ভালি বোলনী॥
বলরাম দাস পঢ়ত তাল,
গাওত মধুর অতি রসাল,
শুনত ভুলত জগত উমত,
হৃদয় পুতলি দোলনী॥*

নৌকা-বিলাস।

কামোদ।

তোমরা কে বট ধনি পরিচয় দেহ আগে জানি।
এ হেন বিনোদ সাজে, কোথা যাবে কোন কাজে,
বল বল বলগো তা শুনি॥

। পাঠান্তর—"বীণাক পিনাস পিণাক ভাল।"—লী, স ও গী, ক, ত।
। বিভিন্ন পাঠ—"মেলি কওহুঁ গায়নী"—ঐ।
। বিভিন্ন পাঠ—"ভালত ভালত বোলনী"—লী, স।
১। উমত—উন্মত্ত। * এই পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয়।

কমল বদন খানি, চরণ কমল জিনি,
কমল লোচনী কমলিনী।
জীবনে যৌবনে ভরা, তাহে মাথে পসরা,
হাঁটিয়া এসেছ ধন্য মানি॥
এনা বেশে কিবা আশে, যাইবা কাহার বাসে,
বিজয় করিয়া বিনোদিনি।
মোর ভাগ্যে হেন হবে, নায়ে পদ পরশিবে,
বিশ্রাম করিবা ধনি তুমি॥
তোমরা ডাকিছ সুখে, তরণী পড়েছে পাকে,
আপনা সারিয়া পাছে আনি।
সুপ্রভাত হইল নিশি, দিবসে উদয় শশী,
বলরাম দাসে কহে বাণী॥ *

বড়ারী।

ওহে আমরা এসেছি না জানিয়ে।
কথায় বুঝিলাম মোরা, তরণী করিয়া ভারা,
আইলা নবীন নেয়া হোয়ে॥
কড়ি দিয়া পার হব, ভাঙ্গা নায়ে না চড়িব,
নৌতুন আনগা গড়াইয়া।

১। জিনি—জয় করিয়া। ২। লোচনী—নয়না।
৫। এনা—এমন। ৭। নায়ে—নৌকায়। পরশিবে—স্পর্শ করিবে।
* পদার্ণব সারাবলী। ১৪। ভারা—ভাড়া। ১৫। নেয়া—নাবিক।
১৬। নায়ে—নৌকায়। ১৭। নৌতুন—নূতন।

তরণী নৌতুন নয়, নানা ছলে কথা কয়,
হাসি হাসি মুখানি ঝাঁপিয়া ॥
কালিন্দীর কাল জল, মুখ পদ্ম শত দল,
মেঘের আড়েতে যেন শশী।
হাসিতে বিজুরী খেলে, বচন কহিবার কালে,
অমিয়া বরিখে রাশি রাশি ॥
নয়ানে নয়ান বাণ, করে দোঁহ সন্ধান,
দোঁহ বাণে দোঁহ জর জর।
উথলিল প্রেম সিন্ধু, চকোর পাইল ইন্দু,
দোঁহ প্রেমে দোঁহ গরগর ॥
দিব কি রূপের সীমা, নাহি দেখি উপমা,
সে আনন্দের নাহিক উপমা।
বলরাম দাসে কয়, কিবা সে আনন্দময়,
ভাগ্যবতী কালিন্দী যমুনা।

দান-লীলা।

বড়ারী।

কে যাবে কে যাবে বলি ডাকে উচ্চৈস্বরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল বিকি বেচিবারে ॥
সাজায়ে পসরা রাই দিল দাসীর মাথে।
চলিল মথুরার বিকে বড়ায়ের সাথে ॥

৬। বরিখে—বর্ষণ করে। * পদার্ণব সারাবলী।
১৭। মাথে—মাথায়। ১৮। সাথে—সঙ্গে।

পথে যেতে কহে কথা কানু পরসঙ্গ।
অন্তরে উপজিল প্রেম তরঙ্গ ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চল হরিণী যেন দিগ নেহারে ॥
বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনি।
গমন বিলম্ব কর পথে আছে দানী ॥ *

কামোদ।

চলে বৃষভানুর নন্দিনী।
আনন্দে পূরল চিত, অঙ্গ ভেল পুলকিত,
শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী ॥ ধ্রু।
সুবর্ণের ভাণ্ড প্রতি, ঘৃত ঘোল ছেনা দধি,
পসরা সাজায়ে সারি সারি।
তাহার উপরে ভালি, বিচিত্র নেতের ফালি,
দাসী শিরে করে ঝলমলি ॥
রঙ্গিয়া বড়াই সঙ্গে, যায় নানা রস রঙ্গে,
মত্ত গতি জিনিয়া করিণী।
বায়ু বেগে চলি যায়, বসন উড়য়ে গায়,
হংস গমন ধনী জিনি ॥

১। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ। ৪। নেহারে—নিরীক্ষণ করে।
* পদার্ণব সারাবলী। ৭। বৃষভানুর নন্দিনী—শ্রীরাধিকা।
৮। পূরল—পরিপূর্ণ হইল। চিত—চিত্ত।
১৫। করিণী—হস্তিনী। ১৬। উড়য়ে—উড়ে।

লোটন লোটায় পিঠে, কাঁকালি লুকায় মুঠে,
নবীন কিশোরী রাই তনু।
নীল উড়নি তায়, শোভে ভাল হেম গায়,
নিতম্বে সোণার রুণু ঝুনু॥
মুখে চুয়াইছে ঘাম, জিনি মুকুতার দাম,
হেন বুঝি কুমুদের সখা।
শীতল তরুর ছায়, রহিয়া রহিয়া যায়,
কদম তলায় আসি দিল দেখা॥
নাগর আছিল কতি, দেখিয়া সে রসবতী,
দান ছলে মিলিল আসি।
বলরাম দাসে কয়, হইল আনন্দময়,
যেমন চকোরে মিলে শশী॥ *

গুর্জ্জরী।

কোথা হইতে এলে তুমি কোথায় তোমার ঘর।
কিসের পসরা তোমার মাথার উপর॥
হেন ধনী কমলিনী কোথাকে গমন।
মুনি জনার ধ্যান ভাঙ্গে দেখে ও চরণ॥

১। কাঁকালি—কাঁকাল; মাঝা।
৫। চুয়াইছে—অল্প অল্প বাহির হইতেছে; নিঃসৃত হইতেছে।
৯। আছিল কতি—কোথায় ছিল। পদার্ণব সারাবলী।
১৫। কোথাকে—কোথায়।

না যাইও না যাইও ধনী বৈস তরু তলে।
আইস কাছে বাজে পাছে চরণ কমলে ॥
চাঁচর চিকুরে বেণী দোলিছে কোমরে।
ফণির ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে ॥
করি কুম্ভ জিনি তার কুচ যুগ গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥
সিন্দূরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়।
রবি শশী বলি পাছে রাহু গরাসয় ॥
নলিনী বদন রাই তব মুখ করে।
খাইলে ছাড়িবে নাই দারুণ ভ্রমরে ॥
নানা অভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি।
দারুণ ব্রজের চোরে লুটিবে সকলি ॥

১। "ধনি" স্থলে "রাই" পাঠ আছে।

২। পাঠান্তর—"আসিতে পেয়েছ ব্যথা চরণ কমলে।"—হ, লি, পু।

৩। "চিকুরে" স্থলে "কেশের" পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। দোলিছে—দুলিতেছে।

৪। ভরমে—ভ্রমে। ৬। কেশরী—সিংহ। ৭। ভালে—কপালে।

৮। গরাসয়—গ্রাস করে।

৯।১০। পাঠান্তর—"নীল উড়নির মাঝে মুখ শোভা করে।
কমল ভরমে পাছে দংশিবে ভ্রমরে।—হ, লি, পু।
ইহার পর নূতন দুই পংক্তি পাওয়া যায় যথা—
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভালে শোভে।
বিধিবেক ব্যাধে হেম হরিণীর লোভে।"—ঐ।

১১—১২। বিভিন্ন পাঠ—"মণিময় আভরণ অঙ্গে ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি।"—ঐ।

বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনি।
শ্যাম সঙ্গে রসরঙ্গে কর বিকি কিনি॥

সুহই।

কোথাকারে যাও রাধে আমারে ছাড়িয়ে।
হইয়াছি পথের দানী তোমার লাগিয়ে॥
ব্রহ্মা আদি দেব যত না পায় ধেয়ানে।
সো হরি মিনতি করে নাহি শুন কাণে॥
তোমার লাগিয়া হাম বৃন্দাবন কৈল।
তুয়া গুণ গাইবারে মুরলী শিখিল॥
বিরলে পাইয়াছি নাগল না দিব ছাড়িয়া।
বলরাম দাসে কয় উলসিত হৈয়া॥ †

বরাড়ী।

ওহে কানাই তিলেক নাহিক তোমার লাজ।
বিষয় কে দিল পথে, ঠেকেছ রাধার হাতে,
অলপে সে না আসিবে কাজ॥ ধ্রু।
দ্বিভুজে মুরলী ধর, বাঁশীতে সন্ধান পূর,
বুকে হান মনমথ বাণ।

---

* পদার্ণব সারাবলী। ৩। কোথাকারে—কোথায়।
৫। ধেয়ানে—ধ্যানে। ৬। সো—সেই।
৭। কৈল—করিলাম। ৮। তুয়া—তোমার।
১০। উলসিত—পুলকিত। † পদার্ণব সারাবলী।

রমণী মণ্ডলী করি, আভরণ লব কাড়ি,
ভাল মতে সাধাইব দান ॥
কুবোল বলহ যদি, মাথায় ঢালিব দধি,
বসিতে না দিব তরুতলে।
কাড়ি লব পীতধড়া, এউলায়ে ফেলিব চূড়া,
বাঁশীটি ভাসায়ে দিব জলে ॥
শকট পড়িল পায়, ভাঙ্গিলা পায়ের ঘায়,
পুতনা বধেছ শিশুকালে।
বৎসাসুরে বধে যে, তাহারে পরশে কে,
তাহা মোরা জানি ভালে ভালে ॥
একুই নগরে ঘর, দেখা শুনা আট পর,
বুঝাইব আঁখি ঠারাঠারি।
বলরাম দাসে কয়, এ কথা অন্যথা হয়,
তবে জেন আয়ানের নারী ॥ *

ভাটিয়ারী।

কানু কহে ধনী, শুন বিনোদিনি,
গালিয় বরণ আমি।
মোরে পরশিয়া, গৌর করহ,
কেমন রূপসী তুমি ॥

৯। পরশে—স্পর্শ করে। ১১। একুই—একই।
আট পর—আট প্রহর। * পদার্ণব সারাবলী।

যাহার যেমন, বিধির করণ,
সকল সমান নয়।
রূপের গরিমা কি কাজ কিশোরী,
দেহ দান যেবা হয় ॥
আহীরের নারী, না কর চাতুরী,
অনেক জানহ ছলা।
মোরে লাজ বাস, দেখিয়ে যে হাস,
ধরিয়ে সখীর গলা ॥
রাজারে দিয়াছি কর, সুধু ঘাট নহে মোর,
কিসের গরিমে কর তুমি।
বলরাম দাসে কয়, উচিত গণ্ডা যেবা হয়,
না দিলেও যাইতে পার তুমি ॥ *

সুহই।

যখন গোধন লৈয়া, আঙ্গিনার নিকট দিয়া,
যাও তুমি বেণু বাজাইয়া।
বেণু ধ্বনী কৈলা তুমি, অট্টালিকা পরে আমি,
সভে এলাম বাহির হৈয়া ॥
দেখিব ব'লে এলাম আমি, ফিরিয়া না চাইলা তুমি,
নেচে গেলে হলধরের বামে।
অদর্শন হইলা তুমি, কান্দিতে কান্দিতে আমি,
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে ॥

৬। ছলা—ছলনা। পদার্ণব সারাবলী।

ললিতা চতুরা ছিল, দান ছলে মিলাওল,
তেঞি এলাম তোমা দরশনে।
বলরাম দাসে কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
আন নাহি জানি তোমা বিনে॥ *

অনুরাগ—নায়ক সম্বোধনে।

তুড়ি।

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে ব্যথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়া ধারা রাখি যদি গায়।
আনছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥

১। মিলাওল—মিলাইল। ২। তেঞি—সেই জন্য।
৪। আন—অন্য। *। পদার্ণব সারাবলী।
৫। বেথিত—ব্যথিত। ৭। তাপে—গঞ্জনায়।
৮। পাঠান্তর—"আইখে লোর দেখিলে বোলে কান্দে বন্ধুর ভাবে।"—লী, স। লোর—অশ্রু। ভাবে—উদ্দেশে।
৯। "ধারা" স্থলে "কায়া"—লী, স ও গী, ক, ত।
১০। "আনছলে" স্থলে "আচল" পাঠও দেখা গেল।

কালা নাম লইতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী॥
দুঃখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদ মুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলজ প্রাণ দড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাসে বলে হউক খেয়াতি।
জীতে পাশরিতে নারি তোমার পিরীতি॥

আশাবরী।

নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা॥
তাহে আর ননদিনী করে অপমান।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ॥
মোর দিব্য লাগে বন্ধু মোর দিব্য লাগে।
চাঁদ মুখ দেখি মরি দাঁড়াও মোর আগে॥

১। "কালা" স্থলে "কানু"—গী, ক, ত।
৪। বিভিন্ন পাঠ—"দেখিতে সন্দেশ হৈল তোমার চান্দ মুখ।"—লী, স।
৫। "কিবা" স্থলে "কত"—ঐ।
৬। নিলজ—নির্লজ্জ। দড়াই—দাঁড়াই।
৭। খেয়াতি—খ্যাতি।
৯। "বচন" স্থলে "কুবচন"—লী, স।
১০। পাঠান্তর—"তার আগে দাঁড়াইতে ডরে হালে গা।"—ঐ।

এ তোমার ভুবন-মোহন রূপখানি।
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণী ॥
গুরুভয় লোক লাজ নাহি পড়ে মনে।
কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে ॥
কত পরকারে চিত করি নিবারণ।
তবু সে তোমার প্রেম নহে বিস্মরণ ॥
তোমার পিরীতি বন্ধু পরাণ সনে জড়া।
কহে বলরাম দাস কেমনে যাবে ছাড়া ॥

গান্ধার।

বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুড়ী মোর জ্বলন্ত আগুনি ॥
সানান ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন।
পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন ॥
বন্ধু তোমায় কি বলিব আন।
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ ॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে।
লাজে মুখ না তোলোঁ সতীর সমুখে ॥

২। দগধে পরাণী—প্রাণ দগ্ধ হয়। ৫। পরকারে—প্রকারে।
৭। জড়া—জড়িত। ১০। আগুনি—আগুন।
১২। "কুলবধূর" স্থলে "কুলবতীর"—গী, ক, ত।
১৪। বলু—বলুক। ১৬। তোলোঁ—তুলি।

গুরুজন পরিজন বলে অখেয়াতি।
তভু পাসরিতে নারেঁ। তোমার পিরীতি ॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি ॥
বলরাম দাস কহে ভাঙ্গিল বিবাদ।
সকল নিছিয়া নিলুঁ তোমার পরিবাদ ॥

ধানশী।

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
স্থধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে ॥
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই।
সবাই বলে আমি তোমার তেঞি জীতে চাই ॥ ধ্রু।
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াক নয়ান ॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি ॥

১—২। লীলাসমুদ্র। অখেয়াতি—অখ্যাতি। পাসরিতে—ভুলিতে। নারোঁ—পারি না। ৪। আন—অন্য।
৬। নিছিয়া—ত্যাগ করিয়া; বিসর্জ্জন করিয়া। নিলুঁ—লইলাম। পরিবাদ—কলঙ্ক। ৭। শপতি—শপথ; দিব্য। মাথে—মাথায়।
১০। তেঞি—সেই জন্য। জীতে—বাঁচিতে।
১২। "কাছে" স্থলে "পথে"—লী, স।

অনুরাগ—সখী সম্বোধনে।

তুড়ি।

ছাড়িব ঘরের আশ, করিব সে বনবাস,
এই চিতে দঢ়াইনু সার।
রাতি দিবস চিতে, হিয়ার উপরে থোব,
না করিব আর আঁখের আড়॥
সই! তোমারেই কহিয়ে মরম।
জাতি ভাসাইলুঁ, কুলে তিলাঞ্জলী দিলুঁ,
খাইলুঁ সে ধরম করম॥
শাশুড়ী ননদী ডরে, নিশ্বাস না ছাড়ি ঘরে,
এই দুখে হেন সাধ করে।
অঙ্গের উপর অঙ্গ থুইয়া, চাঁদমুখ নিরখিয়া,
মনের কথাটি কব তারে॥
নয়ানে না দেখি আন, আর নাহি শুনে কাণ,
যত দেখোঁ সব লাগে ধন্দ।
বলরাম দাসে বলে, না জানি কি কহিলে,
ও নাগর গোকুলের চন্দ॥

২। দঢ়াইনু—দৃঢ় করিলাম। ৪। আঁখের—চক্ষুর। আড়—অন্তরাল।
৬। ভাসাইলুঁ—ভাসাইলাম। দিলুঁ—দিলাম।
৭। পাঠান্তর—"ঘুচাইনু কুলের ধরম।"—গী, র, ব।
১৩। দেখোঁ—দেখি।
১৪। বিভিন্ন পাঠ—"না জানি সে কি করিলে।"—গী, র, ব।
"না জানি কিবা হৈল।"—গী, ক, ত।
"না জানি কি হৈল মোরে।"—লী, স।
১৫। চন্দ—চন্দ্র।

শ্রীরাগ।

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী।
কোন বিধি সিরজিল ছার কুলনারী॥
কথার দোসর নাই যারে কহোঁ দুখ।
দেখিতে না পাঙ চাঁদ সূরযের মুখ॥
কহ সখি! কি হবে উপায়?
না জানি কি গুণ কৈল বিদগধ রায়॥
ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ।
তবুত না গুণে মনে এত পরমাদ॥
ও রূপ দেখিয়া কৈলুঁ মরণ সমাধি।
রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি॥
আন কথা কহোঁ যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে তখনি মোর শ্যাম আইসে মুখে॥
ভাবেতে বিভোর তনু গদগদ বাণী।
ধরিতে ধরণ না যায় দুটি আঁখির পাণী॥
ও চান্দ মুখের হাসি আধ আধ বোলে।
হিয়ার ভিতরে প্রাণ নিরবধি দোলে॥
সে রূপে মজিল চিত্ত পাসরিলে নয়।
বলরাম দাস বলে না জানি কি হয়॥

১। একেশ্বরী—(এখানে) একলা, একাকী।
২। পাঠান্তর—"কোন বিহি সিরজিল কুলের বৌহারী।"—লী, স। সিরজিল—সৃষ্টি করিল। ৩। দোসর—দ্বিতীয় ব্যক্তি। কহোঁ—বলি। ৪। পাঙ—পাই। সূরুয—সূর্য্য।
৬। বিদগধ—রসিক। ১০। বেয়াধি—ব্যাধি। ১২। ভরমে—ভ্রমে।
১৪। "আঁখির" স্থলে "চোখের"—লী, স ও গী, ক, ত।
১৫—১৬। লীলাসমুদ্র।

শ্রীরাগ।

রাজার ঝিয়ারী, কুলের বৌহারী,
স্বামী সোহাগিনী নারী।
পিরীতি লাগিয়া, এ তিন খোয়াইলুঁ,
হইলুঁ কুল খাঁখারি॥
সই! কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে সে জন, নাহি দরশন,
জগত ভরিল লাজে॥
ধরম করম, সব তেয়াগিলুঁ,
যাহার পিরীতি সাধে।
জাতি কুলশীল, সকলি মজিল,
সে জনার পরিবাদে॥
ভাবিতে চিন্তিতে, হিয়া জর জর,
না রুচে আহার পানী।
কহে বলরাম, এ তিন আঁখর,
কেবল দুখের খনি॥

১। ঝিয়ারী—কন্যা। বৌহারী—বধূ।
৩। তিন—জীবন। খোয়াইলুঁ—হারাইলাম।
৪। হইলুঁ—হইলাম। খাঁখারি—অঙ্গার।
৬। পাঠান্তর—"স্বপনে যে জনার সনে, নাহি দরশন।"—শ্রী, স।
১১। পরিবাদে—কলঙ্কে। ১৩। পানী—জল।
১৪। তিন আখর—পিরীতি।

ভাটিয়ারী।

যো মুখ দেখিতে, হিয়া বিদরয়ে,
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভালে সে কামিনী, দিবস রজনী,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥
সোই কি জানি কদম্ব তলে।
ওরূপ দেখিয়া, কুলে তিলাঞ্জলী
দিলুঁ যমুনার জলে॥ ধ্রু।
বঙ্কিম নয়ানে, ভঙ্গিম চাহনি,
তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি, নিশ্চয় জানিলু,
মজিল কুলের নারী॥
চাঁচর চুলে সে, ফুলের কাঁচনী,
সাজনী ময়ূর পাখে।
বলরাম বলে, কোন বা দারুণী,
কুলের ধরম রাখে॥

শ্রীরাগ।

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কালরূপ খানি॥

১। যো—যে। হিয়া বিদরয়ে—হৃদয় বিদীর্ণ হয়।
২। "তাহে" স্থলে "তাথে"—লী, স ও গী, ক, ত।
৩। ভালে—ভাল। ১২। কাঁচনী—শোভা।
১৩। "সাজনী" স্থলে "সাজলি"—লী, স ও গী, ক, ত।
সাজনী—শোভা করিতেছে।

আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে ॥
কিরূপ দেখিলুঁ সোই নাগর শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে নয়ান ফাঁপর ॥
সহজে মূরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চূর ॥
আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধী ॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগমন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে ॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চান্দে।
বলরাম বলে তেই সদাই পরাণ কান্দে ॥

ভাটিয়ারী।

অঙ্গে অঙ্গে, মণিমুকুতা খেচনী,
বিজুরী চমকে তায়।
ছিছি কি অবলা, সহজে চপলা,
মদন মূরছা পায় ॥

৪। পাঠান্তর—"আঁখি ঝরে প্রাণ কান্দে পরাণ ফাঁপর।"—পী, স ও গী, ক, ত।

৫। মূরতি—মূর্ত্তি। ৬। পশিয়া—প্রবেশ করিয়া। চূর—চূর্ণ।

৭। বৈদগধি—রসিকতা। ৮। মুগধী—মুগ্ধা।

১২। "তেই" স্থলে "তেঞি" ও "তারে" পাঠও দেখা গেল।

১৩। মুকুতা—মুক্তা। খেচনী—রচিত; জড়িত।

১৪। বিজুরী—বিদ্যুৎ। ১৬। মূরছা—মূর্চ্ছা।

মরোঁ মরোঁ সই ও রূপ নিছনি লৈয়া।
কি জানি কি ক্ষণে, কো বিহি গড়ল,
কি রূপ মাধুরী দিয়া ॥ ধ্রু।
ঢুলু ঢুলু ছুটি, নয়ান নাচনী,
চাহনি মদন বাণে।
তেরছ বন্ধানে, বিষম সন্ধানে,
মরমে মরমে হানে ॥
চন্দন তিলক, আধ ঝাঁপিয়া,
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে, লোটাঞা লোটাঞা
কাতরে পরাণ কান্দে ॥
আধ চরণে, আধ চলনি,
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া, ভাল সে ঝুরিয়া,
মরে বলরাম দাস ॥

সিন্ধুড়া।

কিবা সে মোহন বেশ, ভুলাইল সব দেশ,
না রহে সতীর সতীপণা।
ভরমে দেখিলে তারে, জনম ভরিয়া গো,
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা ॥

১। মরোঁ—মরিলাম। নিছনি—বালাই। ২। কো—কোন্। বিহি—বিধি। গড়ল—গড়িল। ৬। তেরছ—বাঁকা। বন্ধানে—বাঁধনে। ১০। লোটাঞা—লোটাইয়া। ১৮। ভরমে—ভ্রমে। ১৯। ঝুরিয়া—কাঁদিয়া।

সই হাম কি করিলুঁ, কেন বা সে বাঢ়াইলুঁ,
কি শেল হানিল যেন বুকে।
জাতি কুল শীলে সই, বজর পড়িল গো,
কালা রূপ দেখি চোখে চোখে ॥
কিবা সে নয়ান বাণ, হিযায় হানিল গো,
গবল ভরিয়া রৈল বুকে।
কোন বা পামরী নারী আপনা রাখয়ে গো,
আগুণ জ্বালিয়া দি তার মুখে ॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই, নিন্দ দূরে গেল গো,
হিয়া দহ দহ মন ঝুরে।
উড়ু পড়ু আনছান, ধক ধক করে প্রাণ,
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে ॥
রসের মূরতি সে, দেখিলে না রহে দে,
বাতাসে পাষাণ হয় পানি।
বলরাম দাসে বলে, সে অঙ্গ পরশ হলে,
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি ॥

ভাটিয়ারী।

একে কুলবতী করি বিড়ম্বিল বিধি।
আর তাঁহে দিল হেন পিরীতি বেয়াধি ॥
কি হৈল কি হৈল সই! কিবা সে করিলুঁ।
গোপতে বাঢ়ায়ে প্রেম আপনে খোয়ালুঁ ॥

করিলুঁ—করিলাম। ৩। বজর—বজ্র। ১৩। দে—দেহ
গোপতে—গোপনে। বাঢ়ায়ে—বাড়াইয়া। খোয়ালুঁ—হারাইলাম

জাগিলে স্বপনে মনে নাহি জানে আন।
সে নব নাগর লাগি কান্দয়ে পরাণ॥
ক'ত না সহিব আর হিয়ার পোড়নি।
কহিতে নাহিক ঠাঞি ছার পরাধিনী॥
যার লাগি যেবা জন পরাণ তেজে।
বলরাম বলে তার কি করিবে লাজে॥

অনুরাগ—আত্মপ্রতি।

সুহই।

যারে মুঞি না দেখোঁ নয়ানে।
কলঙ্ক তোলযে তার সনে॥
নগরে আছয়ে কত নারী।
কেনা চাহে শ্যাম পানে ফিরি॥
কেনা পিরীতি নাহি করে।
গুরুজন নাহি কার ঘরে॥

৪। পাঠান্তর—"কহিতে নাহিক ঠাঞি মুঞি ছার পরাধিনী"—
পী, স ও গী, ক, ত।

৫। বিভিন্ন পাঠ—"যার লাগি যেবা জন জাতি প্রাণ তেজে"—পী, স।
"যার লাগি যেবা জন জাতি কুল তেজে।"—পা,ক,ত।

১। মুঞি—আমি। দেখোঁ—দেখিলাম। ২। আছয়ে—আছে।

মোর হইল সব বিপরীত।
জগতে করিল বেয়াপিত ॥
যাহা নাহি দেখয়ে নয়নে।
তাহা যেন দেখিলুঁ এখানে ॥
বলরাম কহে পাপ লোকে।
মিছা কথা কহে পরতেকে ॥

সুহই।

দুই ভুরু কামের কামান।
নঠ কৈল কুল অভিমান ॥
কত ছাঁদে নযান ঢুলায়।
মন সনে পরাণ দোলায় ॥
সে মোহন নাগর কিশোর।
মরমে পশিয়া বৈল মোর ॥
কত না নাগরপনা জানে।
নিরখযে আধ নয়ানে ॥
আধ মুচকি কথা কয়।
অবলা পরাণে কি তা সয় ॥
কেনা কৈল মনোহর বেশ।
সেই সে মজাইল সব দেশ ॥

২। বেয়াপিত—ব্যাপিত।
৪। পাঠান্তর—"তাহা যেন দেখিল এখনে।"—গী, ক, ত।
৬। পরতেকে—প্রত্যেকে। ৮। নঠ—নষ্ট।
২। পশিয়া—প্রবেশ করিয়া। ১৩। নাগরপনা—নাগরালি।
৪। পাঠান্তর—"তার চাহনি আধ নয়ানে।"—গী, দ।
৬। বিভিন্ন পাঠ—"অবলার প্রাণে কত সয়।"—ঐ।

তিরি বধে তার নাহি ভয়।
বলরামের মনে হেন লয়॥

শ্রীরাগ।

রসের ভরে, অঙ্গনা ধরে,
হেলিয়া পড়িছে বায়।
অঙ্গ মোড়া দিয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া,
ফিরিয়া ফিরিয়া চায়॥
রসিক নাগর, হেরিয়া মরিলুঁ,
কি শেল বাজিল মোরে।
গুরু পরিজন, লাগে উচাটন,
তরাসে পরাণ ঝরে॥
আঁখির ঠারে, বুক বিদারে,
ও বড় বিষম বাণ।
কুলবতী সতী, পাপিনী যুবতী,
রাখুক কুলের মান॥
হিয়া জর জর, পরাণ ফাঁফর,
দারুণ মুরলী স্বরে।
কুটিল হরিণী, লোটায় ধরণী,
কান্দিয়া মরয়ে ঘরে॥

১। তিরি বধে—স্ত্রী বধে। ৪। বায়—বাতাসে।

১। "রসিক" স্থলে "রসিয়া"—নী, স ও গী, ক, ত।

১। তরাসে—ত্রাসে, ভয়ে। ১১। বিদারে—বিদীর্ণ করে।

মধুর বোলে, পরাণ দোলে,
তাহে পরমাদ হাস।
বলরাম কহে, এবে সে নিশ্চয়,
ছাড়িল ঘরের আশ ॥

বরাড়ী।

নয়ান কোণের বাণে, হিয়ায় হানিলরে,
সেই হইল পিঠের পার।
জ্বালিয়া তিন কোণের খড়, দিলুঁ ও সুখের মুখে,
তবু আমার দুখের নাহি পার ॥
রসের আবেশে, অঙ্গ মোড়া দিয়া,
হাসিয়া কথাটি কয়।
কত ভঙ্গিমায়, ও ভুরু নাচায়,
তাতে কি পরাণ রয় ॥

২। হাস—হাসি।

৫।১২। পাঠান্তর—"নয়ান কোণের বাণে, হিয়ায় হানিল রে,
সেই হইল পিঠের পার।
পাঁজরে পাঁজরে, কৈনু জর জর,
মুঞি নাকি জীব আর ॥
না বোল না বোল, আর না লয় মনে,
সাধ নাহি মোর ও ঘর সুখে।
আগুন জ্বালিয়া, তিন কোণের খড়,
দিলুঁ মুঞি ও সুখের মুখে ॥"—শ্রী, ম।

বাঁশীর ফুকে, বুকের ভিতরে,
ফুটিয়া আগুন জ্বালে।
মধুর বচনে, হিয়ার হিলনে,
পরাণ পুতলি দোলে ॥
হিয়া জর জর, পরাণ ফাঁফর,
দেখিয়া ও মুখচন্দ্র।
বলরাম মনে, আন নাহি লয়,
সবে প্রাণ গোকুল চন্দ্র ॥

তুড়ী।

ঈষত হাসিতে কত অমিয়া উথলে।
ধরম করম হরে আধ আধ বোলে ॥
রূপ দেখি কিনা সে করিলুঁ।
বল করি জাতি প্রাণ পর হাতে দিলুঁ ॥ ধ্রু ॥
নানা ফুলে চাঁচর চুলে চূড়ার কাঁছনি।
কত না ভঙ্গিমা দুটি নয়ান নাচনি ॥
কিসের লোকের ভয় কিবা গুরু লাজে।
মধুর মূরতী সে লাগলি হিয়ার মাঝে ॥

৩। বিভিন্ন পাঠ—"মন্থর চলনে"—গী, স।
"মধুর চলনে"—গী, ক, ত।
৯। অমিয়া উথলে—অমৃত উথলিয়া পড়ে।
১১। করিলুঁ—করিলাম। ১২। দিলুঁ—দিলাম।
১৩। কাঁছনি—বন্ধন। ১৬। লাগলি—লাগিল

ফাগু বিন্দু বিন্দু মাঝে চন্দনের চাঁদ।
কহে বলরাম এই পিরীতের ফাঁদ॥

সুহই।

ছাড়ে ছাড়ুক পতি, কি ঘর বসতি,
কিবা বা করিবে বাপ মায়।
জাতি জীবন ধন, এরূপ যৌবন,
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম পায়॥
কহিলুঁ নিদান, আর না রহে প্রাণ,
শ্যাম সুনাগর বিনে।
কুলের ধরম, ভরম সরম,
ভাঙ্গিল এতেক দিনে॥
সমুখে রাখিয়া, নয়ানে দেখিব,
লইয়া থাকিমু চোখে চোখে।
হার করিয়া, গলায় গাঁথিয়া,
লইয়া থাকিমু বুকে॥

১। পাঠান্তর—"চৌদিগে ফাগু বিন্দু মাঝে চন্দনেব চাঁদ।"—লী, স। ফাগু—আবীর। ২। "এই" স্থলে "ওই" পাঠও দৃষ্ট হয়।

৫। পাঠান্তর—"জাতি পরাণ ধন, এ নব যৌবন"—লী, স।

৬। নিছিয়া ফেলিব—সমর্পণ করিব, বিসর্জ্জন করিব।

৭। কহিলুঁ—কহিলাম। নিদান—মূল কারণ।

১০। "ভাঙ্গিল" স্থলে "ভাগিল"—লী, স।

১১। "দেখিব" স্থলে "দেখিমু"—ঐ। ১২। থাকিমু—থাকিব।

চিতে উঠে যত, বেশ করি তত,
অঙ্গে অঙ্গে দিয়া হাত।
অনেক দিনের সাধ পূরাইব,
কোলে করি প্রাণনাথ ॥
দেখিয়া দেখিয়া, মুখানি মাজিব,
তাম্বুল দিব চাঁদ মুখে।
বলরামের কথা, বন্ধু লৈয়া যাব তথা,
রাধা বলি কেহ নাহি ডাকে ॥

বাসকসজ্জা।

কেদার।

অনুপম মন অভিলাষ।
সঙ্কেত কুঞ্জহি, শেজ বিছায়ই,
কানু মিলব প্রতি-আশ ॥ধ্রু।

৬। পাঠান্তর—"গুয়া তুলিয়া দিব মুখে।"—লী, স।
৭। বিভিন্ন পাঠ—"বলরামের মন কথা"—ঐ।
বাসক সজ্জা লক্ষণ :—
"প্রিয়ার সহিত বিলাসের আশ করি।
গৃহ শয্যা মাল্য তাম্বুল স্নিগ্ধ বারি ॥
চন্দনাদি মাল্য গন্ধ বসন ভূষণ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ার কারণ ॥"—ভক্তমাল।
৯। অনুপম—উপমা রহিত; অত্যুৎকৃষ্ট।
১০। কুঞ্জহি—কুঞ্জে। শেজ—শয্যা। বিছায়ই—বিছায়।
১১। প্রতি-আশ—প্রত্যাশা; আশা।

মৃগমদ চন্দন, গন্ধ সুলেপন,
বিকশিত চম্পক দাম।
কর্পূর তাম্বুল, সম্পুট ভরি রাখয়ে,
পূরব মনোরথ কাম॥
মঙ্গল কলস পর, দেই নব পল্লব,
রম্ভা শোভে তছু ঠাম।
রতন প্রদীপ, সমীপহি জারল,
চামর বীজন অনুপাম॥
কত উপহার, কুঞ্জ মাহা কয়লহি,
কানু মিলব প্রতি-আশ।
ঘর বাহির কত, আওত যাওত,
কি কহব বলরাম দাস॥

পঠমঞ্জরী।

একদিন ধনি, নিকুঞ্জে বসিয়া,
গাঁথিল ফুলের হার।
মল্লিকা মালতী, জাতি যূথী দিয়া,
করিল শেজ বিথার॥

৩। সম্পুট—কৌটা; ঠোঙ্গা।
৭। সমীপহি—নিকটে। জারল—জ্বালিল।
৯। কুঞ্জমাহা কয়লহি—কুঞ্জ মধ্যে করিতেছে।
১১। আওত যাওত—আসিতেছে যাইতেছে।
১৩। ধনি—শ্রীরাধিকা। ১৬। বিথার—বিস্তার।

শ্যামের লাগিয়া, রহিল জাগিয়া,
সখীসহ বিনোদিনী।
ত্রিযাম রজনী, শুক উজরল,
দেখিয়া আকুল ধনী॥
নিশির ভূষণ, খদ্যোতিকা তারা,
মণি হল জ্যোতিঃ হীন।
তাম্বুলের রাগ, অধরে মিলিল,
বদন হইল ক্ষীণ॥
শ্যামের আশায়, নিরাশা হইয়া,
সখীরে কহিছে রাই।
বলনা কি করি, ওলো সহচরি,
ঐ দেখ নিশি যায়॥
আসিব বলিয়া, এলনা নাগর,
সকলি হইল বৃথা।
যাও সহচরি, শ্যাম অন্বেষণে,
আছয়ে নাগর যথা॥
শঠের সহিতে, পীরিতি করিয়া,
এতেক দুর্গতি মোর।
আজি হাম তথি, গমন করিব;
দেখিব কেমন চোর॥

৩। ত্রিযাম—তিন প্রহর। শুক—শুক তারা। উজরল—উদয় হইল; উজ্জ্বল হইল। ৫। খদ্যোতিকা—জোনাকি পোকা।
৭। তাম্বুল—পান। ১৬। আছয়ে—আছে।
১৮। এতেক—এত। ১৯। তথি—সেখানে।

হাতে লোতে ধরে, তারে সাজা দিব,
ভেক বদল করি।
কহে বলরাম, বিলম্ব করনা,
গমন করহ প্যারি ॥ *

পঠমঞ্জরী।

দূতী শ্যাম অন্বেষণে যায়।
ঢুঁরিতে ঢুঁরিতে, চন্দ্রাবলী কুঞ্জে,
শ্যাম সৌরভ পায় ॥
গন্ধেতে মাতিয়া, অলি পুঞ্জে পুঞ্জে,
ভ্রমণ করয়ে তথা।
তা দেখিয়া দূতী, মনে বিচারিল,
নিচয় নাগর আছয়ে হেথা ॥
আড়েতে দাঁড়ায়ে, গবাক্ষের পথে,
কুঞ্জের ভিতরে চায়।
চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে,
আছেন নাগর রায় ॥

পদসমূহ। ৫। অন্বেষণে—খুঁজিতে।
৬। ঢুঁরিতে ঢুঁরিতে—খুঁজিতে খুঁজিতে। ৭। সৌরভ—সুগন্ধ।
৮। অলি—ভ্রমর। পুঞ্জে—রাশি। ১০। বিচারিল—বিচার করিল।
১১। নিচয়—নিশ্চয়। আছয়ে হেথা—এখানে আছে।
১২। গবাক্ষ—জানালা। ১৩। চায়—দেখে।

তথা ধিকি ধিকি জ্বলে বাতি।
কোকিল জাগিল, কুহুরব করি,
অলপ আছয়ে রাতি॥
তা দেখিয়া দূতী, তুরিত গমনে,
চলিল রাইর পাশ।
নিশি অবশেষে, কলহ বাধিবে,
কহে বলরাম দাস॥ *

ভুপালী।

হেথা ধনি বিনোদিনী বিরলে বসিয়া।
দক্ষিণ নয়ন নাচে, থাকিয়া থাকিয়া॥
ময়ূর না করে কেলী, অমঙ্গল দেখি।
সাত পাঁচ মনেনে, ভাবয়ে বিধুমুখী॥
মুখানি মলিন দূতী, আইল হেনকালে।
শ্যামের বারতা দূতী, ধীরে ধীরে বলে॥
তোমার নাগর বলি, জানে সব সখী।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্যাম, শুন চন্দ্রামুখী॥
বদনে বদন দিয়া, আছয়ে শয়নে।
সুখের অবধি নাই, বলরাম ভণে॥ *

৪। তুরিত—শীঘ্র। * পদসমুদ্র।
৮। হেথা—এখানে। ১১। বিধুমুখী—শ্রীরাধিকা।
১২। মুখানি—মুখখানি। ১৩। বারতা—সম্বাদ।
১৫। চন্দ্রামুখী—চাঁদবদনী। ৩* পদসমুদ্র।

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

সুহই।

সখি! আজুকি শুনাযলি রে?
পাঁজর জর জর, অন্তর কাতর,
তাসহ কঠিন পিরীতি রে।
একে কুলবতী করি, বিড়ম্বিলা বিধি।
আর তাহে দিল হেন, পিরীতের ব্যাধি॥
কি হল কি হল সই, কিবা সে করিনু।
কানুর কথায় কেন, শেজ বিছাইনু॥
শয়নে স্বপনে মনে, নাহি জানি আন।
সে নব নাগর বিনে, কাঁদয়ে পরাণ॥
কত না সহিব আর, হিযার পুড়নি।
কহিতে নাহিক ঠাঞি, ছার পরাধিনী॥
যার লাগি যেবা জন, জ্ঞাতিকুল তেজে।
বলরাম বলে তার, কি করিবে লাজে॥ *

শ্রীরাগ।

ধনি এতেক ভাবিয়া মনে, আজ্ঞা দিলা সখীগণে,
বলরাম বেশ সাজাইতে।
শ্বেত চন্দন আনি, অঙ্গেতে মাখায়ে দেহ,
শিঙ্গাটী আনিয়া দেহ হাতে॥

১। রে সখি আজ কি শুনাইলি? ৭। শেজ—শয্যা।
১২। তেজে—ত্যাগ করে। * পদসমুদ্র।

ভেক বদল করি, যথায় আছয়ে বৈরী
যাব আমি তাহার নিকটে।
দেখিব কেমন জোর, কেমনে রাখয়ে চোর,
ধরিয়া আনিব তারে বাটে॥
আজ্ঞা পেয়ে সখীগণে, শিঙ্গা আনি ততক্ষণে,
বলরাম বেশ সাজাইল।
চন্দনে ঢাকিল গোরি, না ঢাকিল কুচগিরি,
কহে বলরাম প্যারী ভাবিত হইল॥ *

শ্রীরাগ।

ললিতা বলেন শুন, ভাবনা করহ কেন,
তবে সখি বৃথা নাম ধরি।
কদম্বের ফুল আনি, গলায় গাঁথিয়া দিল,
ঢাকিল কুচ যুগ গিরি॥
জয় জয় বলিয়া, শিঙ্গার নিশান দিয়া,
ধনি দক্ষিণ চরণ বাড়াইলা।
কি কব রূপের ছটা, জিনিয়া বিজরী ঘটা,
বলরাম দেখে সুখী হৈলা॥ ✝

সিন্ধুড়া।

শিঙ্গাটী লইয়া হাতে, বলরাম বেশে।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাই করিলা প্রবেশে॥
বলরাম দেখি চন্দ্রাবলী লুকাইল।
শ্যাম করে ধরি রাই বাহিরে আনিল॥

১। বৈরী—শত্রু। ৪। বাটে—পথে। * [illegible]।
১৩। নিশান—চিহ্ন। ১৫। বিজরী—বিদ্যুৎ। ✝ পদসমুদ্র।

মনে মনে ভাবে শ্যাম, বলরাম দেখি।
অঙ্গ গন্ধে জানিলেন রাধাচন্দ্রমুখী ॥
মুখেতে বসন দিয়া সখীগণ হাসে।
এ হেন মিলন রস বলরাম ভাষে ॥ *

শ্রীরাগ।

নব অনুরাগে মিলল দুহুঁ কুঞ্জে।
আবেশে কহয়ে ধনি রস পরিপুঞ্জে ॥
বন্ধু কি আর বলিব তোরে।
তোমা বিনে দেখি মুঞি সব অন্ধকারে ॥
পেয়েছি তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর।
যে বলু সে বলু মোরে লোক দুরাচার ॥
এক তিল না দেখিলে মরমেতে মরি।
শেজ বিছাইয়া কান্দি জাগিয়ে সর্ব্বরী ॥
হিয়ার মাঝারে থুব বসন ঝাপায়া।
বলরাম কহে রাই দঢ় কর হিয়া ॥ †

---

* পদসমুদ্র। ১২। সর্ব্বরী—রাত্রি।
১৩। ঝাঁপায়া—আবৃত করিয়া। † পদসমুদ্র।

বিপ্রলব্ধা।

বিহাগড়া।

তেজ সখি কানু আগমন আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহি ডারহ যামুন পার॥
কিশলয় শেজ মণি মাণিক মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥
অব কি করব সখি কহ না উপায়।
কানু বিনু জীউ কাহে নাহি বাহিরায়॥

বিপ্রলব্ধা লক্ষণ :—

"সখীর আশ্বাসে ধনি স্থির করি মন।
প্রিয় আগমন পথ করি নিরীক্ষণ॥
বৃক্ষের পত্রে পত্রে যদি শব্দ হয়।
এই আহসে প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয়॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়ার কারণে।
ফিরিয়া আইলা দূতী বজ্র হেন মানে॥
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি হায়।
*　　*　　*　　*

—ভক্তমাল।

১। তেজ—ত্যাগ কর। কানু—কানাই।
২। ভেল—হইল। সবহুঁ—সকল।
৪। দূরহি—দূরে। ডারহ—নিক্ষেপ কর। যামুন—যমুনায়।
৬। মাহা—মধ্যে। ৮। জীউ—জীবন। বাহিরায়—বহির্গত হয়।

ধিক ধিক রে বিধি তোহারি বিধান।
এহেন রজনী মোহে বঞ্চল কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস॥

খণ্ডিতা।

নিশি অবশেষ জানি, নিশ্বাস ছাড়িয়া ধনি,
সখীগণে কহে বারে বারে।
আমারে নৈরাশ করি, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে হরি,
নিশি বাস কৈল তার ঘরে॥
প্রভাতে আসিবে রসরাজ।
সভে এক যোগ হয়ে, শ্যাম পানে না চাহিয়ে,
শঠের পিরীতে নাহি কাজ॥

১। তোহারি—তোমার।
২। মোহে—আমার। বঞ্চল—বঞ্চনা করিল।

খণ্ডিতা লক্ষণ :—

"অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক।
আইসে অঙ্গেতে নখ চিহ্নাদি যাবক॥
দেখিয়া কুপিত মনে ভর্ৎসনাদি করি।
উপেক্ষা করয়ে খণ্ডিতাবনতা নারী॥"

—ভক্তমাল।

আমার শপথ রাখ, শ্যাম অঙ্গ নাহি দেখ,
চিত রাখ উমাপতি পায়।
বৃন্দাবন বাস ছাড়ি, চলহ কৈলাশ গিরি,
এড়াইয়া বিরহের দায়॥
এথা ফেরি নাগর, উচকিত অন্তর,
চাহে চন্দ্রাবলীরে বিদায়।
বলরাম দাসে কয়, থাকিতে উচিত নয়,
ঘন ঘন অনুমতি চায়॥ *

ধানশী।

ধিক ধিক মাধব তোহারি সোহাগ।
জানলু তোহারি যতহুঁ অনুরাগ॥
ইহ মধু যামিনী কামিনী গোরী।
তোহারি অমিলনে বিরহে বিভোরি॥
আওল তোহে মিলব করি আশ।
কপট প্রেম তুহুঁ ভেলি উদাস॥
অব যদি না মিলহ বিরহিণী পাশ।
নিচযে ছোড়হ অব তাকর আশ॥

৫। উচকিত—উৎকণ্ঠিত। |দার্ণব সাবাবলী।
৯। তোহারি—তোমার। ১০। জানলু—জানিলাম।
যতহুঁ—যত। ১১। ইহ—এই। ১২। বিভোরি—বিভোর।
১৩। আওল—আসিল। তোহে—তোমার সহিত।
মিলব—মিলিত হইব। ১৪। তুহু—তুমি। ভেলি—হইলে।
উদাস—বিরাগী। ১৫। অব—এখন। ১৬। নিচয়ে—নিশ্চয়।
ছোড়হ—ছাড়। তাকর—তাহার।

সো মানিনী তুহুঁ জানসি কান।
পুন নাহি হেরব তোহারি বয়ান ॥
সো ধনি সঙ্গ ছোড়ি রহ আন।
এতহুঁ কি তাকর সহয়ে পরাণ ॥
শুনইতে কানুক দরবয়ে চিত।
অন্তরে মানয়ে বহুতর ভীত ॥
গদ গদ কহই আধ আধ ভাষ।
শুনইতে আকুল বলরাম দাস ॥

ধানশী।

ধিক রহুঁ মাধব তোহারি সোহাগ।
ধিক রহুঁ যো ধনী তোহে অনুরাগ ॥
চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ।
কৈতব বচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ ॥
সহজই আনলে দগধ ভেল অঙ্গ।
কাহে দেহ আহুতি বচন বিভঙ্গ ॥
সোধনী কামিনী গুণবতী নারী।
হাম নিরগুণ রতি রভসে গোঙারি ॥

১। জানসি—জান। কান—কানাই।
২। নাহি হেরব—দেখিবে না। বয়ান—বদন।
৩। ছোড়ি—ছাড়িয়া। আন—পৃথক। ৪। এতহুঁ—এত।
৫। দরবয়ে—দ্রব হয়। ৯। রহুঁ—থাক। ১০। যো—যে। তোহে—তোমাতে। ১১। চলহ—চল। বেয়াজ—লজ্জা।
১২। কৈতব—কপট। অবহুঁ—এখন। কিয়ে—কি।
১৩। আনলে—আগুনে। ভেল—হইল।
১৪। বাকা ভঙ্গীতে আর কেন আহুতি দেও।
১৬। হাম—আমি। নিরগুণ—নির্গুণ; গুণহীনা। রতি রভসে গোঙারী—রতি ও রহস্যেও মূঢ়।

সেই পূরব তুয়া হিয়া অভিলাষ।
বঞ্চলি ইহ নিশি যোধনী পাশ॥
পুন পুন কাহে ধরসি মঝুপায়।
তুহুঁ বহুবল্লভ তোহে না জুয়ায়॥
সিন্দূর কাজর ভালহিঁ তোর।
ছল করি চরণে লাগায়সি মোর॥
কহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ বলরাম ইহ প্রেম তরঙ্গ॥

পঠমঞ্জরী।

দূরে কর মাধব কপট সোহাগ।
হাম সমুঝল সব তুয়া অনুরাগ॥
ভালু ভেল অলপে মিটল সব দ্বন্দ্ব।
ভাল নহে কবহুঁ আশ পরিবন্ধ॥
তুহুঁ গুণ সাগর সো গুণ জান।
গুণে গুণে বান্ধল মদন পাঁচ বাণ॥

১। সোই—সেই। পূরব—পূর্ব্ব। তুয়া—তোমার। হিয়া—হৃদয়ের।
২। বঞ্চলি—যাপন করিলে। ইহ—এই।
৩। কাহে—কেন। ধরসি—ধরিতেছ। মঝু—আমার।
৪। জুয়ায়—শোভা পায়; যোগ্য হয়। ৫। ভালহিঁ—কপালে।
৬। লাগায়সি—লাগাইয়াছ। ৭। রোখে—রোষে।
১০। হাম—আমি। সমুঝল—বুঝিলাম।
১১। "অলপে" স্থলে "অবসে"—পী, ক, ত। দ্বন্দ্ব—ঝগড়া।
১২। কবহুঁ—কখনও। পরিবন্ধ—সংস্থাপন।
১৩। তুহুঁ—তুমি। সো—সে? "সো" স্থলে "সেহ"—প, ক, ত।

তুরিতে চলহ তাঁহা না কর বেয়াজ।
ভ্রমর কি তেজই নলিনী সমাঝ ॥
কৈতবিনী হামরা কৈতব নাহিতায়।
তোহারি বিলম্ব অব নাহিক জুয়ায় ॥
বিমুখ ভেল ধনী গদ গদ ভাষ।
মিনতি না শুনল বলরাম দাস ॥

পঠমঞ্জরী।

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ ॥
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
চরণ যুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই নাহি পার ॥
মানিনী না হেরই নাহ বয়ান।
পদতলে লুঠয়ে নাগর কান ॥
চরণ ঠেলি জনি যাওত রাই।
বলরাম দাস কানু মুখ চাই ॥

১। তুরিতে—শীঘ্র। তাঁহা—তথায়। বেয়াজ—লজ্জা।
২। তেজই—ত্যাগ করে। ৩। কৈতবিনী—কুটিলা।
হামরা—আমরা। কৈতব—শঠতা।
৪। তোহারি—তোমার। জুয়ায়—যোগ্য হয় ; শোভা পায়।
৮। পরসাদ—প্রসাদ। ১০। পসারল—বিস্তার করিল। পাণি—বাহু।
পাঠান্তর—"রাইক চরণে পসারল দুহুঁ পাণি।"—প, ক, ত।
১। করু—করে। পরিহার—দোষাপনয়। ১২। রোই—কাঁদিয়া।
৩। নাহ—নাথ। ১৫। "জনি" স্থলে "চলি"—পী, র, ব।

(সখ্যুক্তি।)

গান্ধার।

সুন্দরি অব তুহুঁ তেজসি কান।
সুখময় কেলি নিকুঞ্জে যব বৈঠবি
তব কাঁহা রাখবি মান॥
ইহ নাগর বর, রসিক কলা গুরু,
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
লঘুতর দোখহিঁ, রোখ বাড়ায়সি,
চরণহিঁ ঠেলসি তায়॥
প্রেম লছিমি হিয়, ছোড়ল বুঝি অব,
মান অলখি পরবেশ।
গুণ বিছুরাই, দোখ সব ঘোষই,
আরতি ছোড়ায়ল দেশ॥

১। অব—এখন। তুহু—তুমি। তেজসি—ত্যাগ করিতেছ।
২। বৈঠবি—বসিবে। ৩। তব—তখন। কাঁহা—কোথায়।
রাখবি—রাখিবে। ৪। নাগরবর—নাগরশ্রেষ্ঠ।
কলা—নৃত্য, গীত ইত্যাদি। ৫। পাকড়ি—ধরিয়া।
৬। দোখহিঁ—দোষে। রোখ—রোষ; রাগ।
বাড়ায়সি—বাড়াইতেছ। ৭। চরণহিঁ—পা দিয়া।
ঠেলসি—ঠেলিতেছ। ৮। লছিমি—লক্ষ্মী। হিয়—হৃদয়।
ছোড়ল—ছাড়িল। ৯। অলখি—অলক্ষিতভাবে।
পরবেশ—প্রবেশ। ১০। বিছুরাই—ভুলিয়া। দোখ—দোষ।
ঘোষই—ঘোষণা করিতেছ। ১১। আরতি—আশক্তি; প্রেম।
ছোড়ায়ল—ত্যাগ করিল।

ইহ অলখিত যব, তোহে ছোড়ি যাওব,
তব গুণ গণ সোঙরাব।
রোই পুন হামারি বাহু ধরি সাধবি,
তব কোই নিয়ড়ে না যাব॥
সহচরী এতহুঁ বচন নাহি শুনয়ে,
কোপে ভরল সব অঙ্গ।
কহ বলরাম চমক মোহে লাগল,
সখীক বচন ভেল ভঙ্গ॥

ললিত।

দেখ সখি হোর কিয়ে নাগর রাজ।
বিপরীত বেশ, বিভূষণ হেরিয়ে,
কোন কয়ল ইহ কাজ॥
ঢুলি ঢুলি চলত, খলত পুনঃ উঠত,
আওত ইহ মঝু কান্ত।
স্থল পঙ্কজ দল, নয়ন যুগল বর,
যামিনী জাগি নিভান্ত॥

যব—যখন। তোহে—তোমাকে। ছোড়ি যাওব—ছাড়িয়া যাইবে। তব—তখন। সোঙরাব—স্মরণ করিবে। ৩। রোই—কাঁদিয়া। নিয়ড়ে—নিকটে। ৯। হোর—হইল। কিয়ে—কি। হেরিয়ে—দেখিতেছি। ১১। কয়ল—করিল। ইহ—এই। খলত—পড়িতেছে। উঠত—উঠিতেছে। আওত—আসিতেছে। মঝু—আমার। স্থলপঙ্কজ দল—স্থলপদ্মের পাপড়ি।

মুখ বিধুরাজ, মলিন অব হেরিয়ে,
অরুণ কিরণ ভয় লাগি।
অলক নিকর উড়ু ভাল গগন পর
নিশি অবসান ভয় ভাগি ॥
বান্ধুলি অধরে হেরি জনু নীলিম
কাজর করি অনুমান।
অপরূপ দরশন, কাঁতি জনু দরপণ,
সো অব রঙ্গিম ভান ॥
উর পর নখপদ তনু তনু নিরমদ
অনুক্ষণ অলসে বিভোর।
যাবক রাগ দাগ কিয়ে শোভন
ঘন ঘন ভুজযুগ মোর ॥
শ্যামর অঙ্গে নীলিম অম্বর কিয়ে,
জলদে জলদ মিলি গেল।
দূরহি দিগবসন জনু হেরিয়ে,
ঐছন মরমহিঁ ভেল ॥

১। বিধুরাজ—চন্দ্র। ৩—৪। কপাল স্বদৃশ গগনে নক্ষত্রস্বরূপ অলকা সমূহ রজনী অবসান ভয়ে যেন পলায়ন করিয়াছে। নিকর—সমূহ। উড়ু—নক্ষত্র।
৫। বান্ধুলি—লালবর্ণ ফুল। নীলিম—নীলবর্ণ।
৬। "কজ্জল মলিন বিলোচন চুম্বন বিরচিত নীলিম রূপম্।" জয়দেব।
৭। কাঁতি—কান্তি। জনু—যেন। ৮। ভান—শোভা।
৯। নিরমদ— ১১। যাবক—আলতা। ১৪। জলদ—মেঘ।
১৫। দূরহি—দূর হইতে। দিগবসন—নগ্ন; উলঙ্গ।

টলমল চরণ, যুগল মণি মঞ্জীর
ঝনর ঝনন রণ বাজে।
কহ বলরাম দাস, ইহ বিপরীত,
হেরত নাগর রাজে ॥

কলহান্তরিতা।

সুহই।

সখি নাহি বোলহ আর।
হাম ফল পায়লুঁ তার ॥
সহজই মতি গতি বাম।
তৈছন ইহ পরিণাম ॥
যৈছে গরবে হিয়া পূর।
সো অব হোয়ল চূর ॥

১। মঞ্জীর—নূপুর। ২। "রণ" স্থলে "ঝন"—প, ক, ত।
কলহান্তরিতা লক্ষণঃ—
"মান অন্তে প্রিয়ের বিচ্ছেদে যে সূচন।
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতার লক্ষণ ॥"—ভক্তমাল।
৫। নাহি—না। বোলহ—বল। ৬। হাম—আমি।
পায়লুঁ—পাইলাম। ৮। তৈছন—সেই জন্য। ইহ—এই।
৯। যৈছে—যাহাতে। পূর—পরিপূর্ণ। ১০। চূর—চূর্ণ।
"অব" স্থলে "সব" পাঠও দেখা যায়।

অবহুঁ না রহ পরাণ।
সমুচিত কয়লহিঁ মান ॥
যৈছে রহত মঝু দেহ।
সোই করহ অবথেহ ॥
তুহুঁ যদি না পূরবি আশ।
কি কহব বলরাম দাস ॥

প্রবাস।

পঠমুঞ্জরী।

ভোখে ভাত না খায় পিয়া তিরিষায় পানী।
রাতি দিবস মোর দেখে মুখখানি ॥
আঁখির নিমিষে পিয়া হারায় হেন বাসে।
হেন পিয়া কেমনে আছয়ে দূর দেশে ॥

১। অবহুঁ—আর। ২। কয়লহিঁ—করিলে। ৩। মঝু—আমার।
৪। অব—এখন। থেহ—স্থির।

প্রবাস লক্ষণ :—
"প্রেয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূর দেশে যায়।
তাহাকেই রীত এই প্রবাস কহয় ॥"—ভক্তমাল।

৭। ভোখে—ক্ষুধায়। পিয়া—প্রিয় ; নাথ। তিরিষায়—তৃষ্ণায়।
৮। পাঠান্তর—"রাইতে দিনে বৈসা মোর দেখে মুখখানি।"—লী, স।
৯। বাসে—অনুমান করে।

প্রাণ করে ছটফট নাহিক সম্বিত।
কি করিয়া পাসরিব পিয়ার পিরীত॥
মরিব মরিব সই কি আর যতনে।
সে পিয়া বিসরে যদি কি ছার জীবনে॥
কত পরিহার কৈল ধরিয়া আঁচলে।
হাস বিলাস কত করে নানা ছলে॥
তবু তারে না চাহিলাম নয়ানের কোণে।
সোঙরি এ দুঃখে প্রাণ কান্দে রাতি দিনে॥
হাস হাস নয়ান জুড়াক চাঁদ মুখী।
এ বোল বলিতে পিয়ার ছল ছল আঁখি॥
বলরাম দাস পহুঁর সোঙরিতে লেহ।
পরাণ ফাঁফর হৈল ক্ষীণ হইল দেহ॥

গান্ধার।

কথন না জানি আমি বিচ্ছেদের জ্বালা।
কে সহিবে ইহ দুঃখ হইয়া অবলা॥
মরিব মরিব সখি না রাখিব জীউ।
কে রাখিবে দেহ না হেরিয়া সেই পিউ॥
কে রহিবে গোকুলে কে শুনিবে বোল।
কে করিবে অনুক্ষণ ক্রন্দন রোল॥

১। সম্বিত—হুঁই। ২। পাসরিব—ভুলিব।
৪। "বিসরে" স্থলে "পাসরে"—লী, স।
৫। "পরিহার" স্থলে "বিলাস"—ঐ। ৬। "বিলাস" স্থলে "পরিহাস"—লী, স। ৮। সোঙরি—স্মরণ করিয়া।
৯। জীউ—জীবন। ১০। পিউ—প্রিয়; নাথ।

কে হেরিবে শূণ্য কদম্বক কোর।
কে যাওব ঐছন কুঞ্জক ওর ॥
নারিব নারিব প্রাণ রাখিতে নারিব।
কহে বলরাম হাম আগে সে মরিব ॥

পঠমঞ্জরী।

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চাঁদ বয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ ॥
কাল রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া ॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি ॥
ধন জন যৌবন দোসর বন্ধু জন।
প্রিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন ॥

১। কদম্বক কোর—কদম্বের কোল। ২। যাওব—যাইবে।
কুঞ্জক—কুঞ্জের। ওর—সীমা; প্রান্তভাগ।
৫। মিলাঞা—মিলাইয়া। বয়ান—বদন। ৬। তিরপিত—তৃপ্ত।
৮। পাতিয়া—নিপাত হইয়া।
১০। পাঠান্তর—"লাজ কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি।"—গী, ক, ত।
"কঠিন পরাণ রে নিলাজ তিরি জাতি ॥"—
লী, স ও প, ক, ল।
১১। বিভিন্ন পাঠ—"ধন জন যৌবন সোদর বন্ধু জন।"—পদামৃত সমুদ্র।
১২। প্রিয়—নাথ। বিনু—বিনা। ভেল—হইল।
৮ চরণের পর—কে মোরে আনিয়া দিবে নন্দসুত কান।
অমূল্য রতন দিব বাঁটিয়া পরাণ ॥—প, ক, ল।
কেহো ত না কহে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া ॥—
ঐ, লী, স, ও পদামৃত সমুদ্র।

কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
দুঃখ জানাইতে চলু বলরাম দাস॥

শ্রীরাগ।

কালিন্দী তীর নিকুঞ্জক মাঝ।
রোয়ত সুবদনী ছোড়ল লাজ॥
অতি উৎকণ্ঠিত বিরহ বিষাদ।
সহচরী বৃন্দা গণয়ে পরমাদ॥
দারুণ কোকিল ভ্রমর ঝঙ্কার।
মলয় পবনে ধনি করু সিতকার॥
হরি হরি শবদে লুঠতি সখী-কোর।
অবিরত লোচনে গলতহিঁ লোর॥
হেরি চলত সখী কানুক পাশ।
কতয়ে নিবেদব বলরাম দাস॥

১। পরবাস—প্রবাস।
২। পাঠান্তর—"সম্বাদ লেই চলু বলরাম দাস।"—পদামৃত সমুদ্র।
"সমতি না হোয়ে কহে বলরাম দাস॥"—লী, স ও প, ক, ল।
৩। কালিন্দী—যমুনা। নিকুঞ্জক—নিকুঞ্জের।
৪। রোয়ত—কাঁদিতেছে। সুবদনী—শ্রীরাধিকা।
ছোড়ল—ত্যাগ করিল। ৮। সিতকার—ঘাম।
৯। লুঠতি—লোটায়। সখী-কোর—সখীর কোলে।
১০। গলতহিঁ—প্রবাহিত হয়। ১২। কতয়ে—কত।

(দ্বাদশ মাসিক বিরহ।)

গান্ধার।

আঘন মাস, নাহ হিয় দাহই,
শুনইতে হিম ঋতু নাম।
অঙ্গন গহন, দহন ভেল মন্দির,
সুন্দরি তুহুঁ ভেলি বাম॥
কিয়ে নিশি বাসর, গর গর অন্তর,
জর জর মরমক ঠাম।
বিদগধ রায়, মুগধ চিত অবিরত,
সোঙরিয়া তুয়া গুণ নাম॥
সুন্দরি! কো কহুঁ ও দুখ ওর।
বিষম কুসুম শর জরে ভেল দুবর,
বল্লব রাজ কিশোর॥ ধ্রু। ১
পৌষ তুষার তুষানলে ডারল,
জীবন নায়রি নাহ।

১। আঘন—অগ্রহায়ণ। নাহ—নাথ। হিয়—হৃদয়।
দাহই—দাহ করে। ২। শুনইতে—শুনিতে।
৩। অঙ্গন—আঙ্গিনা; উঠান। ৪। তুহুঁ—তুমি। ভেলি—হইলে।
৫। কিয়ে—কি। বাসর—দিবস। ৬। ঠাম—স্থান।
৭। বিদগধ—রসিক। ৮। সোঙরিয়া—স্মরণ করিয়া।
তুয়া—তোমার। ৯। কো কহুঁ—কে বলে। ওর—সীমা।
১০। দুবর—দুর্ব্বল। ১১। বল্লব—গোপ। ১২। তুষার—হিম।
ডারল—নিক্ষেপ করিল। ১৩। নায়রি—নাগরী।

সুধীর সমীর, সুধাকর শীকর,
পরশ গরল অবগাহ ॥
অহনিশি ডহ ডহ, পিয়া জীউ থির নহ,
দুঃসহ বিরহক দাহ।
উঠত বৈঠত, শোয়ত রোয়ত
কতয়ে করব নিরবাহ ॥ ২
মাঘহি দিন নিশি, শিশিরক শীকর,
নিকরহুঁ অবনী আগোর।
উলটি পালটি, অনুখন ছটফটি,
তনু দহে সহচরী কোর ॥
তুয়া গুণে কামিনী, কত হিম যামিনী,
জাগরে নাগর ভোর।
সরসিজ মোচন, বর বহু লোচন,
ঝরতহিঁ ঝর ঝর লোর ॥ ৩

১। সমীর—বায়ু। সুধাকর—চন্দ্র। শীকর—জলবিন্দু।
২। অবগাহ—স্নান। ৩। জীউ—জীবন। থির নহ—স্থির নহে।
৪। দুঃসহ—অসহ্য। ৫। উঠত—উঠিতেছে।
বৈঠত—বসিতেছে। শোয়ত—শুইতেছে। রোয়ত—কাঁদিতেছে।
৬। কতয়ে—কত। নিরবাহ—নির্ব্বাহ। ৭। মাঘহি—মাঘের।
শিশিরক শীকর—শিশিরের বৃষ্টি। ৮। নিকরহুঁ—সমূহ।
আগোর—বিস্তারিত।
১৩—১৪। পদ্ম ও বহু চক্ষু যে প্রকার জল ত্যাগ করে সেই প্রকার
অশ্রু ত্যাগ করিতেছে।

ফাগুণে মধুপুর, নাগরী নাগর,
বিলসই ফাগুক রঙ্গে।
বিরহক আগুনি, জরি জরি গুণমণি,
ঝামর শ্যামর অঙ্গে॥
তুহুঁ সে নিরন্তর, নাগরী অন্তর,
কি করব রঙ্গিণী সঙ্গে।
শীতল ভূতল, লুঠয়ে বেয়াকুল,
দংশল বিরহ ভুজঙ্গে॥ ৪
দূরহি বিরহীগণ, তেজই জীবন,
শুনি তছু নাম দুরন্ত।
সো মধু মাস, বিলাসত জনে জনে,
আওল কাল বসন্ত॥
এতদিনে কতহিঁ যতনে জীউ রাখল,
অবকি জীয়ব তুয়া কান্ত।
পিকু অলি কাকলি, কুসুম লতাবলি,
দিনে দিনে জীউ করু অন্ত॥ ৫

১। ফাগুণে—ফাল্গুণে। ২। ফাগুক—আবীরের।
৩। বিরহক—বিরহের। আগুনি—আগুন। ৪। ঝামর—মলিন।
৭। লুঠয়ে—লোটাইয়া। বেয়াকুল—ব্যাকুল।
৮। দংশল—দংশন করিল। ভুজঙ্গ—সাপ।
৯। দূরহি—দূরে হইতে। তেজই—ত্যাগ করেন
১০। তছু—তোমার। ১১। মধু মাস—চৈত্র মাস।
বিলাসত—বিলাস করিতেছে। ১২। আওল—আসিল।
১৩। কতহিঁ—কত। ১৪। অব কি—এখন কি। জীয়ব—বাঁচিবে।
১৫। পিকু—কোকিল। ১৬। অন্ত—শেষ।

বিকসিত কুসুম, ভরল সব কানন,
চৌদিশে ভ্রমর ঝঙ্কার।
তরুপর কোকিল, পঞ্চম গাওই,
নিশি দিশি জীবন জার॥
পাপ নিশাকর, কিরণ পসারল,
জগভরি আনল বিথার।
মাধবী মাসে, আশে জীউ না রহল,
অবকি সহব দুঃখ আর॥ ৬
শীতল শতদল, শয়নে শুতায়ল,
কিশলয় ভরি পরিযঙ্ক।
কত উঠি কত বৈঠি, পড়য়ে ধরণী লুঠি,
লোরে করই মহি পঙ্ক॥
কত ঘন চন্দন, কত কত বীজন,
সজল জলদ বিষ শঙ্কা।
জৈঠহি পৈঠল, হিয়ে বাড়বানল,
কিয়ে দূর বিহি ভেল বঙ্কা॥ ৭

২। চৌদিশে—চারি দিগে। ৩। গাওই—গান করে।
৪। জার—জারিয়া ফেলে। ৫। নিশাকর—চন্দ্র।
পসারল—বিস্তার করিল। ৬। জগভরি—জগৎ ভরিয়া।
বিথার—বিস্তার। ৭। মাধবী—বৈশাখ। ৯। শতদল—পদ্ম।
শুতায়ল—শুইল। ১০। কিশলয়—কচি কচি পাতা।
পরিযঙ্ক—পর্য্যঙ্ক; পালং।
১২। চক্ষুর জলে মাটি পাঁক করিয়া ফেলিল। পঙ্ক—পাঁক।
১৪। জলদ—মেঘ। ১৫। জৈঠহি—জ্যৈষ্ঠ মাসে।
পৈঠল—প্রবেশ করিল। হিয়ে—হৃদয়ে। বাড়বানল—বাড়বাগ্নি।
১৬। বিহি—বিধি। বঙ্কা—বক্র।

নব নব জলধর, ভরি রহু অম্বর,
বরিষা নব পরবেশে।
ক্ষেণে ক্ষেণে জলদ, মধুরময় ধ্বনি শুনি,
গুণি গুণি উঠয়ে তরাসে ॥
নব নব পল্লব, লাগল মনোভব,
বিহি করু সব অবশেষ।
কোন আষাঢ়ে শেল হিয়ে গাড়ল,
বাঢ়ল গাঢ় কলেশ ॥ ৮
গগনহি সঘন, ঘনহি ঘন গরজন,
দামিনী দশ দিশ পাত।
যামিনী ঘোর, তিমির তবহেরইতে,
থরহরি কাঁপয়ে গাত ॥
এ দুখ সায়র, নিমগন নায়র,
তহিঁ হত দাদুরী রাব।
শাঙন গহন, দহন দহ জীবন,
কিয়ে জানি হরিবধ পাব ॥ ৯

১। অম্বর—আকাশ। ২। বরিষা—বর্ষা। পরবেশে—প্রবেশ করে। ৪। তরাসে—ত্রাসে। ৫। পাঠান্তর—"স' নব পল্লব"—গী, ক, ত। মনোভব—কাম। ৭। গাড়ল—বিদ্ধ করিল; প্রথিত করিল। ৮। বাঢ়ল—বাড়িল। কলেশ—ক্লেশ। ৯। ঘনহি ঘন—ঘন ঘন। গরজন—গর্জ্জন। ১০। দামিনী—বিদ্যুৎ। দশদিশ—দশদিগে। ১১। তিমির—অন্ধকার। হেরইতে—দেখিতে। ১২। কাঁপয়ে গাত—গা কাঁপে। ১৩। সায়র—সাগর। নিমগন—নিমগ্ন। নায়র—নাগর। ১৪। তহিঁ—তথায়। দাদুরী—ভেক। রাব—রব। ১৫। শাঙন—শ্রাবণ।

উদভাদর দিন, নিরখিতে তনু খিন,
দারুণ দুরদিনমান।
বিরহ হিলোলহি, দর দর অন্তর,
দোলত চপল পরাণ॥
তুয়া বিনু জনু শূন সব মন্দির,
মনমথ তূণ সমান।
একল বিকল, সকল নিশি বিলপই,
অবিরত ঝরয়ে নয়ান॥ ১০
উজোর হিমকর, তল তল নিরমল,
চাঁদনি রজনী উজোর।
উনমত ভ্রমর ভ্রমরী সহ বিলসই,
বিকশিত পদুমিনী কোর॥
তোহারি দরশ বিনু, অতি ক্ষীণ জীবন,
গদ গদ কহে আধ বোল।
আশিন শারদ হংস শবদ শুনি,
পিয়া জীউ অতি উতরোল॥ ১১

১। উদ—উদয়। ভাদর—ভাদ্র। ৩। হিলোলহি—হিল্লোলে।
৫। পাঠান্তর—"তুয়া বিনু দলু"—গী, ক, ত। শূন—শূন্য।
৬। তূণ—বাণ রাখিবার চোঙ্গা। ৭। বিকল—বিহ্বল।
বিলপই—বিলাপ করে। ৯। উজোর—উজ্জ্বল। হিমকর—চন্দ্র।
১১। উনমত—উন্মত্ত। ১২। পদুমিনী—পদ্মিনী। কোর—কোল।
১৩। তোহারি—তোমার। দরশ—দর্শন। বিনু—বিনা।
১৫। আশিন—আশ্বিন। ১৬। পিয়া—নাথ। জীউ—জীবন।
উতরোল—ব্যাকুল।

বিহরই বিহগ, শুভগ তটিনীতট,
জল সরসিজ পরকাশ।
জগজন লোচন, তনু মন মোহন,
আওল কাতিক মাস॥
ইথেহুঁ অনঙ্গ, ভুজঙ্গ গরাসল,
অব নাহি জীবনক আশ।
নিশি দিশি অনুক্ষণ, গুণি গুণি তুয়া গুণ,
উনমত বারহি মাস॥ ১২
অব ভেল অচেতন, মুদি রহু লোচন,
ঘন ঘন তেজই শ্বাস।
তুহুঁ মণিমন্তর, তুয়া নাম প্রতিকার,
নিবেদয়ে বলরাম দাস॥

মাথুর।

পঠমঞ্জরী।

কে যাবে মথুরাপুর কার লাগি পাব।
এ সব দুখের কথা লিখিয়া পাঠাব॥

১। বিহরই—বিহার করে। বিহগ—পক্ষী।
৪। কাতিক—কার্ত্তিক। ৫। ইথেহুঁ—ইহাতে।
৮। বারহি—বার। ১১। মণিমন্তর—মূল্যবান মন্ত্র।
১২। পাঠান্তর—"নিবেদল বলরাম দাস।"—গী, ক, ত।
মাথুর—মথুরা সম্বন্ধীয় লীলা।
১৪। "সব" স্থলে "মোর"—প্র, ক, ত।

হাতকলম করি নয়ন করি দোত।
কলিজা কাগজ করি লিখি চাঁদ মুখ ॥
কেহুত না কহেরে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া ॥ ধ্রু।
দেখিলা যতেক দুখ কহিও বন্ধুরে।
পুছিও তাহাকে মোরে মনে নাকি করে ॥
কহিবে দুঃখের কথা বিরলে পাইয়া।
ধরিবা চরণে তার সময় বুঝিয়া ॥
কহিও কহিও সখি মোর পিয়া পাশ।
এত দিনে গেল মোর জীবনের আশ ॥
এত শুনি সো সখী করল পয়ান।
আওল মধুপুরী বলরাম গান ॥

বরাড়ী।

কতয়ে বেরি বেরি, বিরচব শেজরি,
সরস সরসিজ পাঁতি।
শীতল বীজনে, সলিল সিঞ্চনে,
কত না পোহাইব রাতি ॥

১। দোত—দোয়াত। ২। "কাগজ" স্থলে "কাজর"—প, ক, ত।
৩। আওব—আসিবে। ৬। পুছিও—জিজ্ঞাসা করিও।
১১। পয়ান—প্রস্থান। ১৩। কতয়ে—কত। বেরি—বার। "বিরচব" স্থলে "রচব"—গী, ক, ত; লী, স; প, ক, ল; পদামৃত সমুদ্র। বিরচব—রচনা করিব। শেজরি—শয্যা।
১৪। সরস—নূতন; রসযুক্ত। সরসিজ—পদ্ম। পাঁতি—পঙ্ক্তি।
১৫। বীজনে—বাতাস করিয়া। "সিঞ্চনে" স্থলে "সেচনে"—লী, স; প, ক, ল ও পদামৃত সমুদ্র।

শুন নিদয়া নিঠুর চিত।
তো সঞে লেহ করি, খোয়লু সুন্দরী,
পরাণ দেই পরাচিত ॥ ধ্রু।
কতয়ে চন্দন, করব লেপন,
তবহুঁ না জুড়য়ে অঙ্গ।
উঠয়ে পুন পুন, তবহুঁ দারুণ,
দহন মদন তরঙ্গ ॥
কবহুঁ অঙ্গন, কবহুঁ সদন,
কবহুঁ সহচরী কোর।
ফুয়ল কবরী, লুঠয়ে সুন্দরী,
কত নদী বহে লোর ॥

১। নিদয়া—নির্দ্দয়। নিঠুর—নিষ্ঠুর। পদামৃত সমুদ্রে—"শুন শুন নিদয় নিঠুর চিত।" ২। তো সঞে—তোমার সঙ্গে। লেহ—প্রেম। খোয়লু—খোওয়াইলাম। ৩। পরাচিত—পরাজিত (?)।
৫। তবহুঁ—তথাচ। জুড়য়ে—জুড়ায়।
৭। পাঠান্তর—"হৃদয়ে মদন তরঙ্গ"—পদামৃত সমুদ্র।
৮। দুই "কবহুঁ" স্থলে "খনহি"—লী, স, প, ক, ল।
৯। ঐ। কোর—কোল।
১০। ফুয়ল কবরী—আলুলায়িত বেণী। লুঠয়ে—লোটায়। "কবরী" স্থলে "কুন্তল"—প, ক, ল। ১১। লোর—চক্ষুর জল।
১৫ চরণ পরে—সকল সখীগণ, করএ রোদন,
কি ভেল বলি উরে ডারি।
কুন্তল তোড়ই, বসন ফাড়ই,
বিহিকে দেওই গারি ॥
} প, ক, ল; লী, স; পদামৃত সমুদ্র।

ধরণী উপর, নিচয়ে কলেবর,
পড়ল আচর ফোরি।
কোই না কহ, শ্বাস না বহ,
নিমিখ তেজলি গোরি॥
কোই ছুটত, কোই লুঠত,
প্রাণ প্রিয় সখী ভাখি।
কহই বলরাম, ধবলী কালিম,
বদনে দেয়বি সাখী॥

—

(সখীর উক্তি।)

সুহই।

মাধব কি কহব বিরহ বিষাদ।
তিলে এক তুহুঁ বিনে, যো কহে যুগশত;
তাহে কি এতহুঁ পরমাদ॥

১। "নিচয়ে" স্থলে "নিচল"—লী, স ও প, ক, ল।
২। ফোরি—আউলাইয়া। ৩। "কেহি" স্থলে "কাহিনী"—লী, স ও প, ক, ল।
৪। নিমিখ—নিমিষ। তেজলি—ত্যাগ করিল। গোরী—সুন্দরী।
৫। কোই—কেহ। "ছুটত" স্থলে "ছুটই" ও "লুঠত" স্থলে "লুঠই"—লী, স; প, ক, ল ও পদামৃত সমুদ্র।
৬। ভাখি—ভাষি; বলিয়া। ৭। কালিম—কৃষ্ণবর্ণ।
৮। সাখী—সাক্ষী। ৯। কহব—বলিব। ১০। তুহুঁ—তোমা। যো—যে। ১১। এতহুঁ—এত। পরমাদ—প্রমাদ।

পন্থ নেহারিতে, নয়ান আন্ধায়ল,
দিনে দিনে খিন ভেল দেহ।
কত উনমাদ, মোহ বহি যাওত,
কত পরবোধব কেহ॥
দশমী দশায়ে, আছয়ে এক ঔষধ,
শ্রবণে কহয়ে তুয়া নাম।
শুনইতে তবহিঁ, নয়ান ফেরি আওত,
সো দুখ কি কহব হাম॥
কত কত বেরি, তোহে সম্বাদলুঁ,
কৈছন তুয়া আশোয়াস।
না বুঝিয়ে রীত, ভীত রহুঁ অন্তরে,
কহতহি বলরাম দাস॥

—

১। পন্থ—পথ। নেহারিতে—দেখিতে। নয়ান—চক্ষু।
আন্ধায়ল—অন্ধ হইল। ৩। যাওত—যাইতেছে।
৪। পরবোধব—প্রবোধ দিব। ৫। আছয়ে—আছে।
৭। শুনইতে—শুনাইতে। পাঠান্তর—"পরাণ ফেরি আওত"—গী, ক, ত।
ফেরি আওত—ফিরিয়া আসে। ৮। সো—সেই। হাম—আমি।
৯। বেরি—বার। তোহে—তোমাকে। সম্বাদলুঁ—সম্বাদ দিলাম।
১০। কৈছন—কি প্রকার। আশোয়াস—আশ্বাস।
১১। রহুঁ—থাকে। ১২। কহতহি—বলিতেছে।

(সখীর উক্তি।)

ধানশী।

সুমধুর মধুকর কোকিল কলরব,
সো ভেল ছরবন শেল।
চন্দন গরল, অনল ভেল সরসিজ,
চান্দ সুরজ ভৈ গেল ॥
মাধব ধনী কি সাতাওব চিত।
পাপিনী বিরহিনী, কো বিহি সিরজিল,
হিতহি ভেল বিপরীত ॥ ধ্রু।
জনম দিবস ভরি, জীউ অধিক করি,
যাহে বাঢ়াওলি রাই।
নিজ হিয় হোই, সোই উচ কুচ যুগ,
অনুখন দগধই তাই ॥
নব কিশলয় শয়ন রতনময় অভরণ,
পরশত সব অঙ্গ জারি।
কহ বল রাম সবহুঁ পুন পালটই,
যব তুহুঁ পালটি নেহারি ॥*

২। সো ভেল—তাহা হইল। ছরবন—শ্রবণ। ৩। পদ্ম আগুন হইল। ৪। চাঁদ সূর্য্য হইয়া গেল। ৫। সাতাওব—সান্ত্বনা করিব। ৬। কো বিহি—কোন বিধি। সিরজিল—সৃষ্টি করিল। ৭। হিতহি—হিতে। ভেল—হইল। ৮। জনম দিবস ভরি—জনমাবধি। জীউ—জীবন। ৯। বাঢ়াওলি—গৌরব বাড়াইলি। ১০। হিয়—হৃদয়। উচ—উচ্চ। ১১। অনুক্ষণ দগ্ধ করে। ১৩। পরশত—স্পর্শ করে। ১৪—১৫। বলরাম বলেন সব আবার ফিরিয়া যাইবে, যদি তুমি আবার তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহ।

* পদামৃতসমুদ্র।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ।)

পঠমঞ্জরী ।

হামারি যতেক দুখ বিরহ হুতাশ ।
সবহিঁ কহবি তুহুঁ বিরহিনী পাশ ॥
দুই এক দিবসে মিলব হাম যাই ।
যতনহি তুহুঁ পরবোধবি রাই ॥
কহবি সজনি মঝু আরতি বাণী ।
তাকর মুখ হেরি বিছুরহ জানি ॥
শুনি দূতী ধাই চললি ধনি পাশ ।
গদ গদ কহতহি বলরাম দাস ॥

(সখীর উক্তি ।)

সুহই ।

বিরহিণি কি কহব নাহক দুখ ।
আধ তিল তুয়া বিনে জীবন শূন মানে,
তাহে কি মাথুর সুখ ॥

১। হামারি—আমার। যতেক—যত। "যতেক" স্থলে "যতহুঁ"—গী, ক, ত। ২। সবহিঁ—সমস্ত। তুহুঁ—তুমি।
৩। মিলব—মিলিত হইব। ৪। যতনহি—যত্ন করিয়া। পরবোধবি—প্রবোধ দিবে। ৫। কহবি—বলিবে। মঝু—আমার। আরতি—আশক্তি; প্রেম।
৬। তাকর—তাহার। বিছুরহ—বিস্মৃত হইব। ৭। "চললি" স্থলে "চলল"—গী, ক, ত। ৯। নাহক—নাথের।
১০। তুয়া—তোমা। শূন—শূন্য।

সদাই বিরলে বসি,　　অবনত মুখশশী,
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান।
দুই হাত বুকে ধরি,　　রাই রাই করি,
ঐছনে হরয়ে গেয়ান॥
পুন চেতন পুন,　　যৈছন মুরুছন,
পুন পুন করয়ে ধিকার।
গোকুল নগরক,　　পথিক হেরি কত,
করে ধরি করে পরিহার॥
আওব কানু,　　কহল তোহে কত কত,
বচনে করহ বিশোয়াসে।
তোহারি প্রেম সোই,　　বিছুরি না পারই,
পুছহ বলরাম দাসে॥

(মিলন।)

ভূপালী।

যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনী রাই।
তুরিতহিঁ নাগর মিলল যাই॥

৪। ঐছনে—ঐ প্রকারে। হরয়ে—অপহৃত হয়। গেয়ান—জ্ঞান।
৬। ধিকার—ধিক্কার। ৭। নগরক—নগরের।
৮। পরিহার—দোষ মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করে।
৯। আওব—আসিবে। কহল—বলিল। ১০। বাক্য বিশ্বাস কর।
১১। তোহারি—তোমার। সোই—সে। বিছুরি—ভুলিতে।
১২। পুছহ—জিজ্ঞাসা কর। ১৩। যোই—যে। আছয়ে—আছে।
১৪। তুরিতহিঁ—শীঘ্র।

হেরইতে বিরহিণী চমকিত ভেল।
শ্যাম ধরি নিজ কোর পর নেল ॥
পুলকিত সব তনু ঝর ঝর ঘাম।
দুহুঁ বিবরণ কাঁপয়ে অবিরাম ॥
আনন্দ লোরহিঁ শত বহি যায়।
বয়ানে বয়ানে দুহুঁ হিয়ায় হিয়ায় ॥
দূরে গেও যতহুঁ বিরহ হুতাস।
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস ॥

ভাবসম্মিলন।

ধানশী।

চির দিনে মিলল রাইক পাশ।
উঠই না পারই বিরহ হুতাশ ॥
বাম পাণি দেই দক্ষিণ শরীরে।
চেতন হোয়ল হাতক ভারে ॥

১। হেরইতে—দেখিয়া। ভেল—হইল। ২। কোর—কোল।
নেল—লইল। ৪। দুহুঁ—দুজন। বিবরণ—বিবর্ণ।
কাঁপয়ে—কাঁপে। ৫। লোরহিঁ—অশ্রু। ৬। বয়ানে—বদনে।
হিয়ায়—হৃদয়ে। ৭। গেও—গেল। যতহুঁ—যত।
৮। কছু—কিছু। ৯। রাইক পাশ—রাইয়ের নিকট।
১০। উঠই—উঠিতে। ১১। পাণি—হাত। ১২। হোয়ল—হইল,
হাতক—হাতের।

আঁখি মেলি হেরইতে উঠই না পার।
নাগর লেয়ল কোরে আপনার ॥
বিরহিণী বামে করি বৈঠল কান।
বিরহিণী মানল স্বপন সমান ॥
পূরল যতহুঁ মরম অভিলাষ।
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস ॥

ধানশী।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি ॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি ॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান ॥
নিরস দরপণ দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি ॥

লেয়ল—লইল। কোরে—কোলে। ৬। কছু নাহি—কিছু না। নিরমিল—নির্ম্মান করিল। ৯। অনিমিখ—অনিমিষ। কলপ—ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। ৪৩২০০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন ও এই পরিমাণে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। তিরপিত—তৃপ্ত। ১৩। দরপণ—দর্পণ। "দরপণ" স্থলে "দাপুণি"—নী, স ও পদামৃত সমুদ্র। পরিহরি—পরিত্যাগ করি। ১৪। বটেক—এক বট, এক কড়া। "না করি" স্থলে

ছিছি কি শরদের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি গঢ়াই পুতলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তবুত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতর থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥

১। কালিমা—কৃষ্ণবর্ণ। ৩। "ছানিয়ে" স্থলে "ছাকিয়া"—পদামৃত সমুদ্র। বিজুরী—বিদ্যুৎ। ৪। অমিয়া—অমৃত। "সাঁচে" স্থলে "সাথে"—পদামৃত সমুদ্র। গঢ়াই—গঠন করি।
৫। সায়রে—সাগরে। সিনান—স্নান ৬। নিছনি—রূপ; সৌন্দর্য্য
৭। পরতীত—বিশ্বাস। ৮। হারাঙ—হারাই।
৮ চরণ পরে—"দেখিতে দেখিতে আঁখি কান্দে দেখিবারে।
পরশিতে চাহে অঙ্গ পরশিবার তরে॥
নিরমল কুল শীলের তুমি সে ভূষণ।
তুমি মোর দরিদ্রের অমূল্য রতন॥
শুনিতে শুনিতে তোমার মধুর মুখের বাণী।
শুনিবারে কান্দে মোর পুড়য়ে পরাণী॥
ঘৃত দধি করি পিণ্ড হেন লয়ে মনে।
অঞ্জন করিয়া পরোঁ এ দুই নয়ানে॥
চন্দন করিয়া তোমা মাখোঁ মুই গায়।
না জানি দগধ প্রাণ তবে বা জুড়ায়॥
রাই আর না লয় মোর চিতে।
স্নাইতে দিনে কান্দে প্রাণ নারো পাসরিতে॥
মথিয়া সুধা সিন্ধু লইয়া তার সারে।
পরাণ পুতলী যদি গঢ়ল তোমারে॥—পদামৃত।

হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈলে বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁ চিত নহে থির॥

শ্রীরাগ।

বন্ধু তোমায় কি বলিব আন।
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সর্ব্ব লোকে।
লাজে মুখ নাহি তুলি সতীর সমুখে॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
সামঞ্জসা সহ প্রেম এই দুঃখে মরি॥
বলরাম দাস বলে ভাঙ্গিল বিবাদ।
সকল নিছিয়া লিনু তব পরিবাদ॥ *

শ্রীরাগ।

শুনইতে রাই বচন অধরামৃত,
বিদগধ রসময় কান।
আপনাক ভাবে, ভাব প্রকাশিতে,
ধনী অনুমতি ভেল জান॥

। তেঞি—সেই জন্য। পহুঁ—প্রভু। থির—স্থির।
। সামঞ্জসা—রুক্মিণী, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি।
। তোমার কলঙ্ক মাথায় করিয়া লইলাম। * পদসমুদ্র।
। শুনইতে—শুনিয়া। ১২। বিদগধ—রসিক।
। আপনাক—আপনার। ১৪। ভেল—হইল। জান—জানা।

সুন্দরি যে কহিলে গৌর স্বরূপ।
কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনে,
মোহে করবি হেন রূপ ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি কহব না পাইযে ওর ॥
ভাবিয়ে দেখিনু মনে, তুহারি স্বরূপ বিনে,
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি, তুয়া প্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করব উদয় ॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের ধাঁধা,
জগতে বিলাব প্রেম ধন।
বলরাম দাসে কয়, প্রভু মোর দয়াময়,
না ভজিনু মুঞি নরাধম ॥ *

২। কোই—কেহ। নাহি—না। জানয়ে—জানে।
৩। মোহে করবি—আমাকে করিবে। ৪। কৈছন—কি প্রকার
তুয়া—তোমার। প্রেমা—প্রেম। ৫। তুহুঁ—তুমি।
৭। ওর—সীমা। ১২। সাধব—সাধিব ; সাধনা করিব।

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

শ্রীরাগ।

বঁধুহে শুনইতে কাঁপই দেহা।

তুহুঁ ব্রজ জীবন, তুয়া বিনু কৈছন,
ব্রজ পুর বান্ধব থেহা॥

জল বিনু মীন, ফণি মণি বিনু,
তেজয়ে আপন পরাণ।

তিল আধ তুহারি, দরশ বিনু তৈছন,
ব্রজপুর গতি তুহুঁ জান॥

সকল সমাধি, কোন বিধি সাধবি,
পাওবি কোনহি সুখ।

কিয়ে আন জন, তুয়া মরমহি জানব,
ইথে লাগি বিদরয়ে বুক॥

বৃন্দাবন কুঞ্জ, নিকুঞ্জহি নিবসবি,
তুহুঁ বর নাগর কান।

১। শুনইতে—শুনিতে। কাঁপই দেহা—দেহ কাঁপে।
২। তুহুঁ—তুমি। তুয়া—তোমার। বিনু—বিনা। কৈছন—কিপ্রকারে। ৩। ব্রজপুর—ব্রজধাম; বৃন্দাবন। বান্ধব থেহা—স্থির বাঁধিবে; স্থির হইবে।
৫। তেজয়ে—ত্যাগ করে। ৬। তুহারি—তোমার। দরশ—দর্শন। তৈছন—সেই প্রকার। ৯। পাওবি—পাইবে। কোনহি—কোন। ১০। কিয়ে—কিবা; কি। আন—অন্য। মরমহি জানব—মরম জানিবে। ১১। ইথে—ইহার। বিদরয়ে—ফাটে। ১২। নিকুঞ্জহি নিবসবি—নিকুঞ্জে বাস করিবে। ১৩। কান—কানাই।

অহ নিশি তুহারি, দরশ বিনু ঝুরব,
তেজব সবহুঁ পরাণ ॥
অগ্রজ সঙ্গে, রঙ্গে যমুনা তটে,
সখা সঙে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম পরকাশবি,
না বুঝয়ে বলরাম দাস ॥ *

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

সুহই।

শুনহুঁ সুন্দরি মঝু অভিলাষ।
ব্রজ পুর প্রেম করব পরকাশ ॥
গোপ গোপাল সব জন মেলি।
নদীয়া নগর পর করবহুঁ কেলি ॥
তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম।
অবিরত বদনে বলব তুয়া নাম ॥

১। ঝুরব—কাঁদিব। ২। সবহুঁ—সকল। ৩। অগ্রজ—বলরাম।
৪। সঙে—সঙ্গে। ৫। পরিহরি-মুঝে কিয়ে—আমাকে কি ভুলিয়া।
পরকাশবি—প্রকাশ করিবে। ৬ * হ, দি, পু।
৭। শুনহুঁ—শুন। মঝু—আমার।
৮। করব পরকাশ—প্রকাশ করিব। ৯। মেলি—মিলিয়া।
১০। করবহুঁ কেলি—লীলা করিব। ১১। হোই—হই।
ঠাম—স্থান; দেহ। ১২। বলব—বলিব। তুয়া—তোমার।

ব্রজ পুর পরিহরি কবহুঁ না যাব।
ব্রজ বিনু প্রেম না হোয়ব লাভ॥
ব্রজ পুর ভাবে পূরব মনকাম।
অনুভবি জানল দাস বলরাম॥ *

প্রার্থনা।

তুড়ি।

প্রথম জননী কোলে, স্তন পান কুতূহলে,
অজ্ঞান আছিনু মতি হীন।
তবেত বালক সঙ্গে খেলাইনু নানা রঙ্গে,
এমতি গোঙাইনু কত দিন॥
দ্বিতীয় সময় কাল, বিকার ইন্দ্রিয় জাল,
পাপ পুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগ বিলাস নারী, এ সব কৌতুক করি,
তাহা দেখি হাসে যমরায়॥
তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন সে হাতে গলে,
পুত্র কলত্র গৃহবাস।

১। ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া কখন যাইব না। ২। হোয়ব—হইবে।
৪। অনুভবি—অনুভব করিয়া। * হ, লি, পু।
৬। আছিনু—ছিলাম। ৮। গোঙাইনু—কাটাইলাম।
৯। ভায়—মনে হয়।

আশা বাঢ়ে দিনে দিনে, ত্যাগ নাহি হয় মনে,
হরি পদে না করিনু আশ ॥
চারি হৈল গেল যদি, হরিল আঁখির জ্যোতি,
শ্রবণে না শুনি অতিশয় ।
বলরাম দাস কয়, এই বার রাখ মহাশয়,
ভক্তি দান দেহ রাঙ্গা পায় ॥

তুড়ি।

জান্যা শুন্যা কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা।
পুনঃ পুন পায় সেই গর্ভের যন্ত্রণা ॥
একবার জনময়ে আর বার মরে।
তথাপিহ হরিপদ ভজন না করে ॥
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা বেথা।
তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা ॥
ঊর্দ্ধ পদে হেট মাথে রহয়ে বন্ধনে।
বিপদ সময়েতখন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥
জন্ম মাত্র পড়ে মহা মায়ার বন্ধনে।
ভজিতে কৃষ্ণের পদ না পড়য়ে মনে ॥
শতেক বৎসর আয়ু সবে মাত্র ধরে।
নিদ্রায় তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে ॥
পঞ্চাশ বৎসরে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরে।
নানামত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে ॥

৬। জান্যা শুন্যা—জানিয়া শুনিয়া। ১৩। রহয়ে—থাকেন

কোনমতে কৃষ্ণপদ নহিল ভজন।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুন করয়ে ভ্রমণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণদাস।
সেই ক্ষণে হয় তার কর্ম্মবন্ধ নাশ ॥
কৃষ্ণের ভজন তত্ত্ব করে উপদেশ।
ভজয়ে শ্রীকৃষ্ণ পদ দূরে যায় ক্লেশ ॥
অতএব ভজি আমি বৈষ্ণব চরণ।
বলরাম দাস এই করে নিবেদন ॥

তুড়ি।

ভাইরে সাধু সঙ্গ কর ভাল হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবে মহানন্দ সুখ পাবে,
নিতাই চৈতন্য গুণ গাঞা ॥
চৌরাশি লক্ষ জন্ম, ভ্রমণ করিয়া শ্রম,
ভালই দুর্ল্লভ দেহ পাঞা।
মহতের দায় দিয়া, ভক্তিপথে না চলিয়া,
জন্ম যায় অকারণে বৈয়া ॥
মালা মুদ্রা করি বেশ, ভজনের নাহি লেশ,
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া।
মাখাল্লের ফল লাল, দেখিতে সুন্দর ভাল,
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া ॥

১। নহিল—না হইল। ১১। গাঞা—গাহিয়া। ১৩। পাঞা—পাইয়া।
১৮। পাঠান্তর—"দেখিতে সুরঙ্গ ভাল"—গী, ক, ত।

চন্দন তরুর কাছে, যত বৃক্ষ লতা আছে,
আত্ম সম করে বায়ু দিয়া।
হেন সাধু সঙ্গ সার, নাই বলরাম ছার,
ভব কূপে রহিলাম পড়িয়া ॥

সারঙ্গ।

বুঢ়া তুমি কি আর গরব ধর।
এ ভব সংসার সাগর তরিতে
হরি নাম সার কর ॥ ধ্রু।
পাকিল কুন্তল, গায়ে নাহি বল,
কাঁকালি হৈয়াছে বঙ্কা।
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি,
হুড়ি পড়িবারে শঙ্কা ॥
সন্ধ্যায় শয়ন, কাস ঘন ঘন,
সঘনে ডাকিছে গলা।
মুদিত নয়ন, ঘুচাইয়া দেখ
উদিত হৈয়াছে বেলা ॥
শ্বাস যে রোদন, লঘ্বি ঘনে ঘন,
সঘনে পিবই পানি।
অতয়ে বদন ভরি বল হরি
দাস বলরাম বাণী ॥

১৪। পাঠান্তর—"বুঢ়া তুমি কিসের গরব কর"—গী, ক, ত।
১৫। কাঁকাল বাঁকা হইয়াছে। ১৬। লঘ্বি—প্রস্রাব।
১৭। পিবহ—পান কর। ১৮। অতয়ে—অতএব।

ললিত।

জানিয়া কামিনী যামিনী শেষ।
জাগহ সখী সবে করব নিদেশ॥
ললিতা বিশাখা ঘুমায়ব সখী সঙ্গে।
সবহুঁ চরণ সম্বাহব রঙ্গে॥
হরি হরি কবহুঁ শ্রীচরণ সম্বাই।
কনক মুঞ্জরী মুখ হেরব জাগাই॥
ঘুমল সখীগণে জাগব শয়নে।
কর্পূর তাম্বুল দেয়ব বদনে॥
বিরচিব সিন্দুর কাজর বেশ।
বসন পিন্ধায়ব বান্ধব কেশ॥
তনু অনুলেপন চন্দন গন্ধ।
পুনহি পরায়ব কাঁচলি বিবন্ধ॥

২। পাঠান্তর—"সহচরী জাগরে কয়লি আদেশ"—লী, স।
গীতকল্পতরুতে "জাগহ" স্থলে "জাগব" পাঠ আছে। (?)
করব নিদেশ—আজ্ঞা করিব। ৩। ঘুমায়ব—ঘুমাইবে।
৪। সবহুঁ—সকলের। সম্বাহব—সেবা করিব।
৫। কবহুঁ—কবে। সম্বাই—সেবা করিব।
৭-৮। বিভিন্ন পাঠ—"জাগব সখী স॰, ঘুমি নব নয়নে।
সকপূর তাম্বুল অরপব বয়নে॥"—লী, স।
৯। বিরচিব—রচনা করিব। ১০। পিন্ধায়ব—পরাইব।
বান্ধব—বাঁধিয়া দিব। ১২। পুনহি—পুনরায়।
কাঁচলি বিবন্ধ—কাঁচলি বন্ধন। "বিবন্ধ" স্থলে "নিবন্ধ" পাঠও
দেখা গেল। "বন্ধ" পাঠও আছে—লী, স।

আরতি করব হেরব মুখচন্দ।
টুটব চির দিনে বিরহক ধন্দ॥
শয়ন নিকুঞ্জে রাখব আগোরি।
হেরব সখীগণে আনন্দে ভোরি॥
বলরাম হেরব দুহুঁ মুখচন্দ।
ভাগব কব দিঠি শ্রবণক দ্বন্দ্ব॥

কেদার।

বিপরীত অম্বর, পালটি পিন্ধায়ব,
বান্ধব কুন্তল ভার।
গাঁথি দুহুঁক হিয়ে, পুন পহিরায়ব,
টুটল মোতিম হার॥
হরি হরি কব নব পল্লব শয়নে।
রতি রণ ছরমে, ঘরমে দুহুঁ বৈঠব,
বীজব কিশলয় বিজনে॥

১। মুখচন্দ—মুখচন্দ্র। ২। টুটব—ভাঙ্গিবে; দূর হইবে। বিরহক—বিরহের। পাঠান্তর—"ছুটব চিরদিন হৃদয় বিষাদ"—লী, স। ৩। "রাখব" স্থলে "গবাখ"—লী, স ও প, ক, ত। আগোরি—আগলাইয়া। ৬। ভাগব—দূর হইবে। কবে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিবে। ৭। বিপরীত—উলটা। পালটি—পুনরায়। পিন্ধায়ব—পরাইব। ৮। চুল বাঁধিয়া দিব। ৯। দুহুঁক—দুজনের। পহিরায়ব—পরাইব। ১০। টুটল—ছিঁড়িল। মোতিম—মুক্তার। ১২। "রণ" স্থলে "রস"—প, ক, ত। ছরমে—শ্রমে। ঘরমে—ঘামে। দুহুঁ—দুইজন-রাধাকৃষ্ণ। বৈঠব—বসিবে। ১৩। বীজব—ব্যাজন করিব। কিশলয়—কচি পাতা।